ককবরক সাঁরাঁঙমা

(A Grammar of Spoken Kakbarak)

অধ্যাপক প্রভাস চন্দ্র ধর

গবেষণা অধিকার
উপজাতি ও তপশিলী জাতি কল্যাণ বিভাগ
ত্রিপুরা সরকার
১৯৮৩ ইং

প্রকাশক :—

গবেষণা অধিকার

উপজাতি ও তপশিলী জাতি কল্যাণ বিভাগ

ত্রিপুরা সরকার

আগরতলা

মুদ্রণে :—

চক্রবর্ত্তী প্রিণ্টার্স

৬৯, হরিগঙ্গা বসাক রোড,

আগরতলা, ত্রিপুরা।

প্রাক্-কথন

ত্রিপুরা সরকারের তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি কল্যাণ বিভাগের গবেষণা অধিকার ত্রিপুরার বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের উপর নানা ধরণের গবেষণায় যথাসাধ্য উৎসাহ যোগায় এবং গবেষণামূলক গ্রন্থ ও পুস্তিকাদি প্রকাশ করে। "ককবরক সৌরীঙমা" সেই প্রচেষ্টায় নবতম সংযোজন।

ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতদের মতে, যে কোনও গতিশীল ভাষার পক্ষে ব্যাকরণ অপরিহার্য। ককবরক-এর একটি বিজ্ঞান-সম্মত স্বচ্ছ ব্যাকরণের অভাব দীর্ঘদিন ধরেই সুধীসমাজ অনুভূত হচ্ছিল। অধ্যাপক প্রভাস চন্দ্র ধর ভাষাতত্ত্বের একজন আগ্রহী ছাত্র। এ দেশের একটি প্রথম শ্রেণীর ভাষাতত্ত্বের বিদ্যালয়ে তিনি পড়াশোনা করেছেন, গবেষণাকর্মে নিয়োজিত ছিলেন সবচেয়ে বড় কথা, ককবরক-এর প্রতি তাঁর ভালবাসা আন্তরিক। সেই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা নিয়েই তিনি বর্তমান পুস্তকে ককবরক-এর নিয়ম-কানুন বিধিবদ্ধ করার কাজে ব্রতী হয়েছেন।

ককবরক ভাষা-শিক্ষার্থীরা যদি বিন্দু মাত্রও এর দ্বারা উপকৃত হন তাহলে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থকতায় ভাস্বর হয়ে উঠবে বলে মনে করি।

আগরতলা,
১৭ই জুলাই,
১৯৮৩ ইং

কৌশিকী রঞ্জন ভট্টাচার্য,
অধিকর্তা,
গবেষণা অধিকার,
ত্রিপুরা সরকার।

ভূমিকা

প্রায় এক যুগ আগের কথা। ১৯৭২। গিয়েছিলাম ডিব্রুগড়ে ছয় সপ্তাহের গ্রীষ্মকালীন শিক্ষাশিবিরে। সেখানেই ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে আমার পরিচয়। ১৯৭৪ সালে ভুবনেশ্বরে ভাষাতত্ত্বের শিবিরে পরিচয় হয় অনেকের সঙ্গে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ও। বিশ্বভারতীর ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ডঃ চট্টোপাধ্যায় আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন সব সময়। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ হায়দরাবাদে ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন ও গবেষণা।

১৯৭৭ থেকেই ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদে ককবরক শিখতে শুরু করি। প্রথম থেকেই গবেষকের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে শিখতে চেষ্টা করেছি। আমার শিক্ষক শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার মহাশয় এবং আমার কলেজের ছাত্ররা আমাকে সাহায্য করেছেন অকৃপণভাবে।

এই বইটি মুখ্যত শিক্ষিত বাংলাজানা শিক্ষার্থীর জন্য তৈরী। এটি এই বিষয়ে প্রথম বই বলে এমন কিছু প্রশ্নের অবতারণা করতে হয়েছে যা ভবিষ্যতের অন্য কোন গ্রন্থকারের প্রয়োজন হবে না। যাঁরা স্কুলে ককবরক পড়াচ্ছেন তাঁরা নিজেরা কোন ব্যাকরণ পড়েন নি। পড়াবার জন্যও তাঁদের কাছে কোন ব্যাকরণ নেই। আশা করা যায় এই বইটি তাঁদের উপকারে লাগবে। যতদিন উৎকৃষ্টতর বই লেখা না হবে ততদিন এটিরই নির্বাচিত অংশ তাঁরা পড়াতেও পারবেন।

আগরতলা থেকে জঙ্গল কাটতে কাটতে এগিয়ে গিয়ে যাঁরা আসাম ছুঁয়েছিলেন, যাঁরা আসাম-আগরতলা রাস্তা তৈরী করেছিলেন, তাঁদের সেই রাস্তার বিন্যাস এত জায়গায় পরিত্যক্ত হয়েছে, রাস্তার চড়াই উৎরাই এত কমেছে যে এখনকার রাস্তাটাকে নূতনই বলা যায়। সেইরকম ভবিষ্যতে ককবরকের ব্যাকরণ আরও সরলীকৃত হবে, আরও সহজ হবে। হয়ত সেই ব্যাকরণটি মনে হবে নূতন। আসাম-আগরতলা রাস্তার প্রথম স্তরের শ্রমিক-এঞ্জিনীয়রগণ অনেকেই হয়ত আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু আমরা জানি যে শত ভুল করলেও তাঁদের আন্তরিকতা

কম ছিল না। পঞ্চাশ বছর পরে যদি কেউ মনে করেন যে সামর্থ্য সীমিত থাকলেও আমারও আন্তরিকতা কম ছিল না তবে সেটাই হবে আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

এই ক্ষুদ্র-কলেবর বইটি একাধারে ককবরকের প্রথম বিজ্ঞানসম্মত লিখিত ব্যাকরণ, ককবরক শিক্ষার পথনির্দেশক পুস্তক, ককবরক-বাংলা তুলনামূলক ব্যাকরণ ও ককবরক-বাংলা এবং বাংলা ককবরক অনু-অভিধান। মাত্র সাড়ে পাঁচশ' শব্দ ব্যবহার করে ককবরক শেখাবার প্রচেষ্টা। শব্দচয়ন অত্যন্ত দুরূহ বিষয়। বিশ্ববিখ্যাত Basic English এর কথা মনে রেখে চলেছি। এই সাড়ে পাঁচশ শব্দের মধ্যেই আছে প্রায় একশ ক্রিয়াপদ, সমস্ত রূপ সহ সকল সর্বনাম, কাল-বচন লিঙ্গ চিহ্ন ইত্যাদি। যখন যেখানে যা আবশ্যক মনে হয়েছে তখন সেখানে সেই প্রশ্নের অবতারণা করেছি উত্তরও দিয়েছি। স্থানে স্থানে বাংলা, হিন্দী ইংরাজী ও সংস্কৃতের তুলনামূলক আলোচনাও করেছি।

নিজের দোষ ক্ষালনের জন্য নয়, নিজের তুচ্ছতা বুঝাবার জন্য ১৯৮২ সালের ২০শে অক্টোবরের কলকাতার Statesman পত্রিকার একটি ছোট্ট খবরের উল্লেখ করছি। এতে জানা যায় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনা কয়েক অভিজ্ঞ শিক্ষক ও ভাষাতাত্ত্বিকের সাহায্যে ১৯৮৭ সালে পঠিতব্য প্রাথমিক ইংরাজী বইটি লেখাচ্ছেন। দুশ' বছর ধরে ইংরাজী শিখছে ভারতবর্ষ। সারা পৃথিবী জুড়ে ইংরাজী ব্যাকরণ ও ভাষা শিক্ষার বই আছে হাজার হাজার। তবু সেইরকম একটি বইয়ের জন্য এই প্রচেষ্টায় আশ্চর্যের কিছুই নেই। এটাই স্বাভাবিক। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার স্থান কোথায়? ককবরক এখনও মুখের ভাষা। কোন ব্যাকরণ লিখিত হয়নি। আমি এক অখ্যাত পূজারী। একমাত্র অবলম্বন অসংখ্য লোকের শুভেচ্ছা আর নিজের অপরিসীম ভালবাসা।

এই বইটির জন্য আমি বহু জনের কাছে কৃতজ্ঞ। বহুজনের কাছে গিয়েছি তথ্য সংগ্রহ করতে। অনেকে হাসিমুখে দিনের পর দিন সময় দিয়েছেন। অনেকে কথা দিয়েও রাখতে পারেননি নিজেদের ব্যস্ততার জন্য। আমি সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের

দুটি ছাত্রাবাসের ছাত্ররা সাহায্য করেছে দিনের পর দিন। কলেজের অন্য ছাত্ররাও সাহায্য করেছে সব সময়। জরীপ বিভাগের শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা, অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের শ্রীরামকুমার দেববর্মা ও বীরবিক্রম সান্ধ্য কলেজের শ্রীশীতল দেববর্মা ত্রিপুরা সরকারের সামান্য কর্মচারী। আমার কাছে তাঁদের দান অসামান্য। আগরতলার কলেজগুলির বাংলা ইংরাজী ও সংস্কৃত বিভাগের সকল অধ্যাপকই সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী, ধীরাজ মোহন চৌধুরী ও ডঃ ভারত কুমার রায় আমাকে সর্বদা সাহায্য করেছেন। স্নাতকোত্তর কেন্দ্রের ডঃ সিরাজুদ্দীন আমেদ ও ডঃ বিশ্বপতি রায়, বিধানসভায় কর্মরত শ্রীনরেশ দেববর্মণ, আকাশবাণীর শ্রীনরেন্দ্র দেববর্মণ, 'ইয়াপ্রি'র শ্রীমহেন্দ্র দেববর্মণ, ট্রাইবেল ল্যাঙ্গুয়েজ সেলের শ্রীবিজয় গোস্বামী ও শ্রীশান্তিময় চক্রবর্তী যখন যা জিজ্ঞেস করেছি বলেছেন। সাহায্য পেয়েছি শ্রীকুমুদ কুণ্ড চৌধুরী ও শ্রীমোহন চৌধুরীর কাছেও। রূপাছড়া ও ওয়ারেঙ বাড়ী রাবার প্লানটেশনের শ্রমিকগণ আর বিশ্রামগঞ্জ ও তুইসিন্দ্রাই বাজারের ক্রেতা বিক্রেতাগণ আমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন সকৌতুকে।

অসংখ্য সংস্থার কাছে আমি ঋণী। হায়দরাবাদের কেন্দ্রীয় ইংরাজী ও বিদেশী ভাষা সংস্থান থেকে শিখেছি ভাষাতত্ত্ব। ডঃ টি, বালসুব্রহ্মনীয়ন, ডঃ এম, ভি, নাদকার্নি, সবার উপরে ডঃ রামকৃষ্ণ বংশাল হাত ধরে নিয়ে গেছেন ভাষাতত্ত্বের আঙিনায়। মহীশূরের কেন্দ্রীয় ভারতীয় ভাষা সংস্থান থেকে শিখেছি একটু তামিল। দিল্লীর কেন্দ্রীয় হিন্দী নির্দেশালয় থেকে শিখেছি একটু হিন্দী। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ককবরক ধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার জন্য একটি টেপরেকর্ডার ও কয়েকটি বই কেনার জন্য অর্থ সাহায্য দিয়েছেন।

অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক আর, ভি, টি, রাও এবং স্বর্গীয় অধ্যাপক পি, ভি, আর রাও একটু তেলুগু শিখতে সাহায্য করেছেন আগরতলায় আমার শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক মিহির দেব, সরোজ চৌধুরী, ডঃ কার্তিক লাহিড়ী, কানপুর আই, আই, টি-র অধ্যাপক বিভুতেন্দ্রনারায়ন পট্টনায়ক উৎসাহ জুগিয়েছেন নিয়মিত। বন্ধুবর অধ্যাপক মৃণালজ্যোতি

পুরকায়স্থ পড়ে দিয়েছেন প্রায় সমগ্র বাংলা অংশটি। ককবরক অংশটি পড়ে দিয়েছেন আমার স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমান ব্রজেন্দ্র দেববর্মা। সরস্বতীর আরাধনায় ব্যাপৃত থাকতে গিয়ে গৃহ হয়েছে উপেক্ষিত। হাসিমুখে সেই উপেক্ষা সহ্য করেও যারা সতত আমাকে সাহায্য ও উৎসাহিত করেছে সেই স্ত্রী, কন্যা ও পুত্রের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। •

অনেক বই থেকেই সাহায্য নিয়েছি। বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত, হিন্দী ব্যাকরণ বই এবং আধুনিক ভাষাতত্ত্বের বইগুলি সাহায্য করেছে যথেষ্ট। এগুলি, ছাড়াও যে বইগুলি থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি সেগুলির মধ্যে আছে—১১২ বছর আগে প্রকাশিত John Beams এর A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India, এই শতকের গোড়ার দিকে লেখা স্বর্গীয় ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মণের 'ককবরকমা', ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের 'ত্রিপুরার ককবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণ'; অধ্যক্ষ প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্যের A Descriptive Analysis of the Boro Language, Pushpa Pai এর Kokborok Grammar. শ্রীদশরথ দেবের 'ককবরক ছাবাউ' এবং স্বর্গীয় অজিতবন্ধু দেববর্মার 'ককরবাম'।

এই বইটি ককবরক ব্যাকরণকে যতটা প্রকাশ করতে পেরেছে, এটি ককবরকের উন্নতি কল্পে যে সাহায্য করবে, তার কৃতিত্ব উল্লিখিত সকলের। এর মধ্যে যে ত্রুটি থেকে গেছে, যা হতে পারতো হয়নি, তার সমস্ত দায়ভাগ আমার ও আমার অক্ষমতার।

সবার শেষে কৃতজ্ঞতা জানাই Directorate of Research এর Linguistic Officer. শ্রীমান দেবপ্রিয় দেববর্মণকে। এই তরুণ অফিসারটির আগ্রহের আতিশয্য ও স্নেহের তাগাদায় বইটি শেষ হলো। নইলে আরও ক'বছর লেগে যেতো কে জানে!

আগরতলা,
১৩ই মার্চ ১৯৮৩

প্রভাস চন্দ্র ধর

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

ব্যাকরণ—ককমা

দুজন অপরিচিত লোক একটি অপরিচিত ভাষায় কথা বলতে থাকলে আমাদের মনে হয় এরা কতকগুলি অর্থহীন ধ্বনি-শৃঙ্খল উচ্চারণ করে যাচ্ছেন। তখন যদি আমি ও আমার বন্ধু আমাদের ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করি আর আমাদের ভাষা ঐ লোক দুজনের অজানা হয় তবে তাদের কাছে আমাদের ভাষাও অর্থহীন কতকগুলি ধ্বনি শৃংঙ্খল বলেই মনে হবে।

আসলে প্রত্যেক ভাষা কতকগুলি ধ্বনি শৃঙ্খলই বটে। মনের আকাঙ্ক্ষা মস্তিষ্কের দ্বারা কতকগুলি ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় আর কণ্ঠ, জিহ্বা, মুখ, নাক, ইত্যাদির সাহায্যে সেগুলি উচ্চারিত হয়। সেই শব্দ বাতাসে ভেসে আমাদের কানে আসে। যে ভাবে বক্তার মস্তিষ্ক তার আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বনিতে রূপান্তরিত করে ঠিক সেই ভাবে শ্রোতার মস্তিষ্ক ঐ ধ্বনিগুলিকে আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত করে--অর্থ করে বুঝে নেয়। শ্রোতা তখন বক্তা হয়। উত্তর দেয়। ধ্বনির মাধ্যমে এই চিন্তার আদান প্রদানকেই ভাষা বলি মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য মানুষ যে ধ্বনিগুলি উচ্চারণ করে তাকেই ভাষা বলে।

আমাদের পাড়ার ঠাকুরদাদার বয়স নব্বই। জীবনে কত কিছু করেছেন, কত কিছু দেখছেন তিনি। আমরা রোজ গল্প শুনি তাঁর কাছে। তাঁর গল্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত। তিনি লেখাপড়া জানেন না। তিনি নিরক্ষর। কিন্তু কি সুন্দর, প্রাঞ্জল ভাষায় গুছিয়ে গল্প বলেন ঠাকুরদাদা। তবে কি নিয়মে কথাগুলি তিনি এমন গুছিয়ে বলেন তা তিনি জানেন না। এমনি হয়ে যায়। একটা কথা কিন্তু এখনও মনে পড়ে তাঁর। সে প্রায় তো একশ বছর আগের কথা। ঠাকুরদাদার মা তাঁর কান মলে দিয়েছিলেন। তাঁর অপরাধ, তিনি বলেছিলেন ‘আমি মেলায় গিয়াছিলাম না।” কানটি মলে মা শিখিয়েছিলেন বলতে, ‘আমি মেলায় যাই নাই।

সবাই এই ভাবে মায়ের কাছ থেকে ভাষা শিখেছি। সবাই একই ভাবে কানমলাও খেয়েছি। এই জন্যই জীবনের প্রথম শেখা ভাষাটাকে

মাতৃ ভাষা বলা হয়। কিন্তু এভাবে ঠেকে ঠেকে শিখতে বহু বছর লেগে যায়। তাই তাড়াতাড়ি শেখার জন্য ভাষার সমস্ত নিয়মগুলিকে একটা বইয়ে লেখা হয়। এই বইটি পড়লে ভাষা শুদ্ধ ভাবে বলতে ও লিখতে পারা যায়। এই বইটিকে ব্যাকরণ বলে। আসলে ব্যাকরণ মায়ের কাজ করে। সেই জন্য ককবরকে ব্যাকরণকে ককমা বলি। যে বই পড়লে ককবরক শুদ্ধ ভাবে বলতে ও লিখতে পারা যায় তাকে ককবরক মা বলি।

জীবনের প্রথম ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষাও তাড়াতাড়ি শেখার জন্য ব্যাকরণ প্রয়োজনীয়। কিন্তু মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা শেখার বেলায় ব্যাকরণ অপরিহার্য। একটা ভাষা শিখলেই কাজ চলতো আগে। এখন পৃথিবীটা ছোট হয়ে গেছে। দুটো, তিনটে, চারটে ভাষা শেখা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। এই দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ভাষাগুলি মা শেখান না। সেখানে ককমাই মায়ের স্থান পূরণ করে।

ধ্বনি-বর্ণ-শব্দ

আমরা পড়েছি যে ভাষা কতকগুলি ধ্বনি শৃঙ্খলের সমষ্টি মাত্র। এই ধ্বনিগুলি কণ্ঠ, জিহ্বা, ইত্যাদি বাক-প্রত্যঙ্গগুলির দ্বারা উচ্চারিত হয়। কান সেগুলি শোনে আর মস্তিষ্ক সেগুলিকে অর্থে রূপান্তরিত করে নেয়। কিন্তু এ ভাষা তো শুধু তখন চলে যখন বক্তা ও শ্রোতা সামনা সামনি থাকেন। যাঁরা দূরে থাকেন তাঁদের সাথে মনের কথার আদান প্রদান চলে কেমন করে? আমার মনের কথা ভবিষ্যতের মানুষের জন্য রেখে যাই কেমন করে? এসবের জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে লেখা।

আমাদের জীবন রক্ষার জন্য শ্বাস গ্রহণ ও বর্জন করতে হয়। বাইরের বাতাস নাক দিয়ে ফুসফুসে টেনে নিই আবার ফুসফুস থেকে ঠেলে সেই বাতাস নাক দিয়ে বার করে দিই। নাকের বদলে মুখ দিয়েও বাতাস বার করা এবং টেনে নেওয়া যায়। গলার মাঝামাঝি জায়গায় শ্বাসনালীতে একটি সঙ্কোচন-প্রসারণযোগ্য দরজা আছে। এটি টান টান করে রাখলে বাতাস আসা যাওয়ার সময় এতে কাঁপন তোলে। শব্দ হয়। এই শব্দই আমাদের স্বর, ধ্বনি বা আওয়াজ। ঐ দরজার নাম স্বরঝিল্লী বা কণ্ঠ।

ভাষায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় ধ্বনিগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়: স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। ফুসফুস থেকে উৎসারিত বাতাস যখন স্বরঝিল্লীতে ধ্বনি তোলে আর কোথায়ও বাঁধা না পেয়ে মুখের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে তখন সেটিকে স্বর-ধ্বনি বলে। ফুসফুস থেকে উৎসারিত বাতাস যখন স্বরঝিল্লীতে ধ্বনি তোলে বা না তোলে পথে কোথাও অল্প বিস্তর বাঁধা পেয়ে, ব্যঞ্জনা গ্রহণ করে, মুখ বা নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে তখন সেটিকে ব্যঞ্জন ধ্বনি বলে।

ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগুলির প্রত্যেকটিকে একটি চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় লেখায়। প্রত্যেকটি চিহ্নকে একটি বর্ণ বা অক্ষর বলে।

চিহ্নগুলির নিজস্ব কোন গুণ নেই। যে কোন চিহ্ন দিয়ে যে কোন ধ্বনি প্রকাশ করা যায়। একই চিহ্ন বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ধ্বনির দ্যোতক হতে পারে। p চিহ্নটি ইংরাজীতে প এবং রুশ ভাষায় র ধ্বনির দ্যোতক। যে বর্ণ স্বরধ্বনির প্রকাশ করে তাকে স্বরবর্ণ এবং যেটি ব্যঞ্জন ধ্বনি প্রকাশ করে তাকে ব্যঞ্জন বর্ণ বলে।

মূল ককবরক শব্দগুলি লেখার জন্য ২৮টি অক্ষরের প্রয়োজন। এর মধ্যে সাতটি স্বরবর্ণ: অ আ ই উ উ৾ এ ও।

বাকি একুশটি ব্যঞ্জনবর্ণ: ক খ গ ঙ
চ জ
ত থ দ ন
প ফ ব ম
য র ল ভৗ
স হ ৺

বর্ণ বা অক্ষর হলো ভাষার ক্ষুদ্রতম ভাগ। এগুলো শুধু ধ্বনির দ্যোতক। এক বা একাধিক বর্ণ একত্র হয়ে যখন কোন অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে শব্দ বলে। প্রত্যেক ভাষারই আসল সম্পদ তার শব্দ সম্পদ। ভাষার এই শব্দ ভাণ্ডারকে অন্ততঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়: দেশী ও বিদেশী। অন্য ভাষা থেকে আগত শব্দগুলিকে বিদেশী শব্দ বলে। যে ভাষায় যত বেশী বিদেশী শব্দ এসেছে সেই ভাষাকে তত বেশী সমৃদ্ধ বলে মনে করা হয়। ইংরেজী একটি সমৃদ্ধ ভাষার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পৃথিবীর অন্য যে কোন ভাষার মত ককবরকেও প্রচুর বিদেশী শব্দ এসেছে। স্বাভাবিক ভাবেই এদের অধিকাংশ প্রতিবেশী বাংলা ভাষা থেকে আগত। অন্যান্য বিদেশী যে সব শব্দ ককবরকে প্রচলিত আছে তারাও বাংলার মাধ্যমেই এসেছে এমন ভাবারও সংগত ভাষাতাত্ত্বিক কারণ আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঐ সব বাংলা ও অন্যান্য বিদেশী শব্দগুলিকে ও কি এই ২৮টি অক্ষর দিয়েই লিখব? এগুলি লেখার সময় ও কি ককবরকের ধ্বনিতত্ত্ব মেনেই লিখব? যদি তাই করতে হয় তাহলে 'শ্রীভারত চন্দ্র সামন্ত' কে 'সিরি বারত চনদর সামনত' লিখতে হয়।

এরকম একটা প্রশ্ন ইউরোপেও উঠেছিল একবার। ইউরোপে অনেক দেশেই আলাদা আলাদা ভাষা (ইংরাজী, ফরাসী, জার্মাণ, ইত্যাদি), কিন্তু তাদের ব্যবহৃত বর্ণমালা একটি। বিভিন্ন ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব বিভিন্ন হওয়ায় একই অক্ষর সমষ্টির উচ্চারণ একেক ভাষায় একেক রকম। তবু ওরা ঠিক করলেন বিদেশী শব্দগুলিকে অবিকৃতই রাখবেন। সুতরাং অন্যান্য ভাষা থেকে আসা সমস্ত শব্দকে ইংরাজরা ঐসব ভাষার বানানেই রেখে দিলেন। সুতরাং ফরাসী রেস্তরাঁ, ইংরাজীতেও **Restaurant** লিখিত হলো এবং রেষ্টুরেণ্ট পঠিত হলো। এতে একটা সুবিধা হলো, ইংরাজ ভ্রমনকারী ফরাসী দেশে এসে শব্দটি দেখা মাত্রই চিনতে পারে। এর উল্টা পথও আছে। এই যে আমি **English** কে ইংরাজী এবং **French** কে ফরাসী লিখছি সেটাই উল্টা পথ।

সুতরাং অনেক চিন্তা ও আলোচনার পর ককবরক যাদের মাতৃভাষা সেই সব ছেলেমেয়েদের বৃহত্তর সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে ককবরকে আগত বাংলা শব্দগুলিকে বাংলার অনুরূপই লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যোগ্য ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ। এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত ও স্বাগত। আমরা এই বইয়েও এই সিদ্ধান্ত মেনে চলেছি।

অর্থাৎ ককবরক লিখতে বাংলা বর্ণমালার সমস্ত বর্ণই নেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু ককবরকের সমস্ত ধ্বনির লিখিত রূপ দেওয়ার সুবিধার জন্য পূর্বসূরীদের ব্যবহৃত অতিরিক্ত একটি স্বরবর্ণ ও একটি ব্যঞ্জনবর্ণ নেওয়া হলো। সুতরাং ককবরকে ব্যবহৃত বর্ণমালায় মোট অক্ষরের সংখ্যা হলো বাহান্ন। এর মধ্যে স্বরবর্ণ বারোটি আর ব্যঞ্জনবর্ণ চল্লিশটি।

স্বরবর্ণ

অ আ ই ঈ

উ ঊ উী ঋ

এ ঐ ও ঔ

ব্যঞ্জন বর্ণ

ক খ গ ঘ ঙ

চ ছ জ ঝ ঞ

ট ঠ ড ঢ ণ

ত থ দ ধ ন

প ফ ব ভ ম

য র ল ব শ

ষ স হ ড় ঢ়

য় ৎ ং ঃ ঁ

(১) স্বরবর্ণগুলি উচ্চারণ করার সময় বাংলার মত স্বর অ, স্বর আ, হ্রস্ব ই, ইত্যাদি না বলে হিন্দীর মত শুধু ধ্বনিগুলি উচ্চারণ করলে ভাল হয়।

(২) ঊ অক্ষরটি বাংলায় নাই। এটির উচ্চারণ বাংলা উ এর মতই। কিন্তু বাংলা উ উচ্চারনের সময় এরকম হবে না। ই উচ্চারণ করার সময় ঠোঁট যেমন থাকে সেরকম থাকবে। এই ধ্বনিটি ইংরাজী, সংস্কৃত, কোন সংস্কৃতজ ভাষা বা কোন দ্রাবিড় ভাষায় নেই। সুতরাং এটির উচ্চারণ খুব মনোযোগ দিয়ে শিখতে হবে। ঊ ধ্বনিটি কেবল অন্য ধ্বনির সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, একাকী হয় না।

(৩) ঊা অক্ষরটিও বাংলায় নেই। এটির উচ্চারণ ইংরাজী **word, work, world** প্রভৃতি শব্দের প্রথম দুই অক্ষরের মিলিত উচ্চারণের মত হবে। এটি হিন্দী ব অক্ষরটির অনুরূপ।

৪। মূল ককবরক শব্দগুলি লিখতে আমরা কেবল উপরে উল্লিখিত ২৮টি অক্ষরই ব্যবহার করেছি। এই আঠাশটির মধ্যে ছাব্বিশটিই বাংলা বর্ণমালার অক্ষর। সুতরাং এখানে অক্ষরগুলির বিস্তারিত উচ্চারণ দেওয়া বাহুল্য। কিন্তু যে দু'একটি জায়গায় উচ্চারণ বিভিন্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে সেগুলি না দিলেও নয়। এরকম একটি অক্ষর 'ফ'। বাংলা ব্যাকরণে ও নদীয়া-শান্তিপুরের অধিবাসীদের মুখে এটি একটি **Voiceless aspirated bilabial plosive,** অর্থাৎ প এবং ফ এর মধ্যে উচ্চারণে একমাত্র পার্থক্য

জোরে—প' অঘোষ অল্পপ্রাণ, আর ফ অঘোষ-মহাপ্রাণ। কিন্তু ত্রিপুরার বাংলায় এবং ককবরকে ফ তা নয়। আমাদের ফ উচ্চারণ করার সময় ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক করা থাকে। এটির উচ্চারণ ইংরাজী f অক্ষরটির উচ্চারণের অনুরূপ। যদি পশ্চিম বাংলার কেউ এই বই পড়েন তবে তাঁকে এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে।

৫। বাংলা বই পড়ার সময় আমরা শ, ষ, ও স, এই তিনটি শ' কেই এক ও অভিন্ন ভাবে উচ্চারণ করে থাকি। ককবরক শব্দগুলিতে আমরা কেবল দন্ত্য-সই ব্যবহার করেছি। এটির উচ্চারণ ইংরাজী Sit, Seen, Sun ইত্যাদি শব্দের S অক্ষরটির অনুরূপ।

৬) লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে আমাদের উল্লেখিত ২৮টি অক্ষরের মধ্যে অনুস্বার (ং) নাই। ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে ঙ আর ং দুটির যে কোন একটি দিযেই কাজ চলে বলে আমরা কেবল একটিই নিলাম। বাংলায় এই দুটির মধ্যে ধ্বনিগত কোন পার্থক্য যে নেই তা বাংলা, বাঙলা, বাঙ্গলা, এবং বাঙ্গালা বানানগুলি দেখলেই বুঝা যায়।

ধ্বনিগুলিই ভাষার প্রাণ। এগুলি ঠিকমত উচ্চারণ করতে না পারলে ভাষা শেখাব আসল উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়। সুতরাং উচ্চারণগুলি খুব মনযোগ দিয়ে শিখতে হবে। উচ্চারণ ঠিকমত হয় না বলে বিদেশীর বলা ইংরাজী ইংরেজের কাছে অনেক সময় বোধগম্য হযে উঠে না। আমাদের ককবরক যেন সেরকম না হয়।

এবাব ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের যোগ নীচে দেখানো হলো।

ক+অ=ক'
ক+আ=কা
ক+ই=কি
ক+ঈ=কী
ক+উ=কু
ক+ঊ=কূ
ক+ঊা=কৗ
ক+ঋ=কৃ

ক+এ =কে

ক+ঐ =কৈ

ক=ও =কো

ক+ঔ =কৌ

বাংলা অ এবং আ কেবল শব্দের প্রথমে ব্যবহৃত হয়। ককবরকে এগুলি অন্যত্র ও ব্যবহার করা হয়। যেমন—আঙ বই পড়িগ—আমি বই পড়ি।

বাংলার মত ককবরকেও ব্যঞ্জন বর্ণগুলি উচ্চারণ করার সময় সঙ্গে একটি অ উচ্চারিত হয়। ব্যঞ্জন ধ্বনিটির সঙ্গে অ ছাড়া অন্য কোন ধ্বনি থাকলে তা দেখানো হয় (যেমন—ক+আ=কা । কিন্তু বিশেষ জায়গা ছাড়া অ—টি দেখানো হয় না। ককবরকে সকল স্বরধ্বনির অনুপস্থিতি দেখানোর জন্য হসন্তও ব্যবহার করা হয় না।

নীচের শব্দগুলি লক্ষ্য করা যাক।

ব — সে

কক — ভাষা

বরক — মানুষ

মমফল — তরমুজ

ককবরক — ভাষার নাম

ককবরকে শব্দের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ একটি থেকে পাঁচটি অক্ষবেব মধ্যে সীমাবদ্ধ। যদি অন্য স্বরচিহ্ন না থাকে তবে ধরে নিতে হবে যে,

এক অক্ষরের শব্দে ঐ একমাত্র অক্ষরটিতে,

দুই অক্ষরের শব্দের প্রথম অক্ষরটিতে,

তিন অক্ষরের শব্দের প্রথম ও দ্বিতীয় অক্ষরে,

চার অক্ষরের শব্দের প্রথম ও তৃতীয় অক্ষরে, এবং পাঁচ অক্ষরেব শব্দের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ অক্ষরে ঐ ধ্বনিটি আছে। অন্য অক্ষরগুলিতে নেই। এই নিয়ম অনুসারে উপরে লেখাগুলির উচ্চারণ নীচে দেখানো হলো।

ব—ba

কক—**kak**

বরক—**barak**

মমফল—**mamfal**

ককবরক—**kakbarak**

এই নিয়মের বাইরে যদি কোথাও ঐ অ উচ্চারণের প্রয়োজন হয় তবে তা ব্যঞ্জন বর্ণটির মাথায় একটি কমা (') দিয়ে দেখানো হবে। বিষয়টি নীচে উদাহরণ দিয়ে দেখানো গেল।

নগ'—**naga**—ঘরে

মকল'—**makala**—চোখে

দঙগর'—**dangara**—ঝরণায়

ব্যঞ্জন বর্ণগুলির উচ্চারণ বাংলার অনুরূপ। ককবরক শব্দগুলি উল্লিখিত ২৮টি অক্ষর দিয়েই লেখা হলো। যে সব শব্দের শেষে —ঙগ থাকবে সেগুলির শেষে অ উচ্চারিত হবে। এই অ কমা (') দিয়ে দেখানো থাকবে না।

উদাহরণ : আং থাঙগ—**aang thaanga**—আমি যাই।

স্বর সুর-tone

জরীপ বিভাগের একাউন্টস অফিসার সুধীর বাবুর কাছে এসে একদিন এক ভদ্রলোক বলতে থাকেন যে তাঁর বয়স হয়েছে, তিনি আর আসতে পারবেন না, তাঁর ছেলের জন্য একটা আয়ের সার্টিফিকেট আজই যেন দেওয়া হয়। সুধীর বাবু তাঁকে বলেন, "আমার কাছে এসেছেন কেন? এটাতো সেটেলমেন্ট অফিস। আপনার ঐ সার্টিফিকেট তো এস, ডি, ও, অফিসে পাবেন!" ভদ্রলোক বুঝতে পারেন, লজ্জিত হয়ে চলে যান। কিন্তু ঠিক এই রকম অবস্থায়, ঠিক এই কটি কথা বলে অন্য একটি অফিসে, অন্য একজন অফিসার গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে ফেলেন। যাকে বলেন তিনি আচমকা রেগে যান। কেন?

এই 'কেন'র উত্তরটা একটি শব্দেই দেওয়া যায়—tone, সুর, বা স্বর। কথা কটাই সব নয়, কি সুরে কথাগুলি বলা হলো তার উপরেও নির্ভর করে কথার অর্থ। রাগ, দুঃখ অভিমান, বিরক্তি, ভালবাসা, ইত্যাদি হলো কথার পণ্যের উপরের কাগজের মোড়কটি। শুধু জিনিসটাই নয়, মোড়কটিতেও ক্রেতার অনুরাগ বিরাগ জন্মে।

পাশের বাড়ীর রবি পাঁচ বার ম্যাট্রিক ফেল করার পর হারমোনিয়াম নিয়ে বসলো গান শিখবে বলে। সা রে গা মা পা ধা নি গাওয়ার পর গাইতে শুরু করলো আ আ আ .....। সুরের পার্থক্য রবির আ আ গুলি সা রে গা মা র মত ধাপে ধাপে উঠা নামার কথা। বেচারা রবি, ওর সবগুলি আ ই একরকম শোনায়। ওর কণ্ঠে সুরের উচ্চারণ নাই।

ককবরকে শব্দে tone ভেদ আছে। একই কথা বিভিন্ন উচ্চতায় বললে বিভিন্ন অর্থ হয়। আমরা দুটি উদাহরণ দেখি।

১। হুর (সাধারণ স্বরে)—রাত।

হুর' ফাইদি—রাতে এসো।

হুর (উচ্চস্বরে)—আগুন

হুর মীসীঙদি—আগুন জ্বালাও।

২। কা (সাধারণ স্বরে)—উঠা, চড়া।

করায়' কাদি—ঘোড়ায় চড়।

কা (উচ্চ স্বরে)—পা দেওয়া, পায়ে দেওয়া।

জুতা কাদি—জুতা পায়ে দাও।

আসলে পৃথিবীর সব ভাষাতেই এই সুরের পার্থক্য অর্থবহ। কোন ভাষায় এগুলি পরিমানে কম, কোনটায় বেশী। যেখানে খুব কম সেখানে এ দিকটা উপেক্ষিত থাকে। আর যেখানে খুব বেশী সেখানে এটাও একটা শিক্ষনীয় বিষয় হয়ে উঠে। এবার বাংলার দুটি উদাহরণ দেখি।

১। বল কোথায়? খালি হাতে ফিরছ কেন? আবার হাঁরিয়েছ?

২। বল কোথায়? কোথায় রেখেছিস? বল না, আমার দেরী হবে।

৩। বল কোথায়? এসব দুর্বলের কাজ নয়। বল চাই।

উপরের তিনটি বাংলা প্রশ্নেই প্রথম শব্দটি বল। প্রথম বাক্যে এটির অর্থ 'কন্দুক'—ফুটবল, ব্যাটবল, ইত্যাদি। দ্বিতীয় বাক্যে এটির অর্থ বলা, কহা, কওয়া। তৃতীয় বাক্যে এটির অর্থ 'শক্তি'। 'বল' কথাটি একই বানানে তিনটি বাক্যেই লেখা হয়েছে। কিন্তু এদের উচ্চারণে সামান্য তফাৎ নিশ্চয়ই আছে। কি সেই তফাৎ? পণ্ডিতগণ এই তফাৎকে যে ভাবেই ব্যাখ্যা করুন, এই তফাৎ ও tone বা স্বর বা সুরের। বাংলা ভাষা tone এর বিশেষ ক্রীড়া ক্ষেত্র নয়। কিন্তু বাংলায় ও প্রায় সমোচ্চারিত কিন্তু ভিন্ন অর্থের শব্দের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। লেখায় এদের মধ্যে কোন তফাৎ দেখানো হয় না। কিন্তু বাংলাভাষীদের অর্থের তফাৎ বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না।

ককবরকে tone এর ব্যবহার বাংলার চেয়ে বেশী। কিন্তু এখানেও এদের পরিমান তেমন কিছু বেশী নয়। ভাষাতত্ত্বের ছাত্ররা জানেন যে পরিবেশ, বিষয়, ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য করে। আমরা বিবেচনা করে দেখেছি tone এর প্রভেদ লেখায় না দেখালেও ককবরকে অর্থের প্রভেদ দেখতে অসুবিধা হবে না। পক্ষান্তরে এটা না দেখালে লেখা সরল ও সহজ হবে, শিখতে সুবিধা হবে। সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ বাংলা, ইংরাজী, তথা পৃথিবীর তাবৎ ভাষায় আছে। ককবরকেও থাকবে। tone এর প্রভেদ নেই অথচ অর্থের পার্থক্য আছে এমন শব্দ যুগলও আছে এবং থাকবে। পৃথিবীর বহু বড় বড় ভাষায় tone এর পার্থক্য লেখায় দেখানো হয় না। আমরা এই বইয়েও তা দেখালাম না। আমরা চাই আরও বেশী লোক ককবরক শিখুক। এই শেখার পথে tone একটি পরিহারযোগ্য বাধা। আমরা একে পরিত্যাগ করলাম।

সন্ধি

সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরনের গোড়ার দিকেই সন্ধি নামে একটি অধ্যায় থাকে। দুটি শব্দের পাশাপাশি আসার ফলে প্রথম শব্দের অন্ত্য-ধ্বনি ও দ্বিতীয় শব্দের আদি ধ্বনি মিলে গিয়ে একটি তৃতীয় ধ্বনির সৃষ্টি হয়। তাকেই সন্ধি বলা হয়।

সংস্কৃত ও বাংলার সন্ধি সম্বন্ধে আমরা সকলেই মোটামুটি ভাবে ওয়াকি-বহাল। এই দুই ভাষায় একাধিক শব্দ যেভাবে এক হয়ে যায়; ইংরাজী প্রভৃতি আধুনিক ভাষায় তেমন হয় না। ইউরোপীয় ভাষার ব্যাকরণগুলিতে সন্ধির কথা ছিলও না কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ও সংস্কৃতের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই ভাষাতাত্ত্বিকেরা সন্ধির গুরুত্ব সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেন। তাঁরা দেখতে পান যে সন্ধি কেবল একাধিক শব্দের একী-ভবনেই নয় দুটি আলাদা শব্দের মাঝখানেও। অর্থাৎ প্রথম শব্দটির অন্ত ধ্বনি ও দ্বিতীয় শব্দটির আদি ধ্বনির উচ্চারণগত পরিবর্ত্তনেও কাজ করে। ককবরকে ও সন্ধির গুরুত্ব আছে তবে সংস্কৃত ও সংস্কৃত ভাষা-গুলির তুলনায় ককবরকে সন্ধির প্রভাব কম।

আমরা বাংলার স্বর ও ব্যাঞ্জন সন্ধির কথাই বিশেষ করে পড়েছি। স্বরসন্ধির বিভিন্ন নিয়মে হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয় এবং এক স্বরধ্বনি অন্য স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। ককবরকে কোন দীর্ঘ স্বর নাই। সুতরাং স্বরসন্ধির ব্যাপক ক্ষেত্র ককবরকে অনেক সংকুচিত। স্বরধ্বনি রূপান্তরের ঘটনাও কম।

ককবরকে দুইটি শব্দ এক হয়ে যায় না। শব্দের আদিতে উপসর্গ ও অন্তে প্রত্যয়াদি যুক্ত হয়। তাতেই উচ্চারণে সামান্য পরিবর্তন আসে। নীচে কয়েকটি নিয়ম দেওয়া গেল।

১। ব্যঞ্জনান্ত শব্দের শেষে অ যুক্ত হলে তা অনেক সময় অঘোষ ধ্বনিকে ঘোষধ্বনিতে রূপান্তরিত করে। (যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বর-ঝিল্লীতে কম্পন উঠে তাকে ঘোষধ্বনি বলে। যাদের উচ্চারণের সময় এই কম্পন উঠে না সেগুলি আঘোষ ধ্বনি) নক + অ — নগ'।

২। দুইটি ঘোষধ্বনির মধ্যে একটি অঘোষ ধ্বনি থাকলে সেটির ঘোষ হয়ে যাওয়ার প্রবনতা দেখা যায়। এমনকি ককবরক কথাটিকে ও কগবরক 'উচ্চারণ করেন কেউ কেউ। পাই পাই খা = পাইবাইখা।

(আঘোষ ধ্বনির এইভাবে ঘোষধ্বনি হয়ে যাওয়া বাংলা, ইংরাজী এবং আরও অনেক ভাষাতেই দেখা যায়। ইংরাজী **with it** উইথ ইটকে 'উইদিট' উচ্চারণ করা হয়। পশ্চিমবাংলায় চাকরীকে চাগরী বলা বা আগরতলায় ঘটিকে ঘডি বলা এই নিয়মের অন্তর্ভূক্ত)।

৩। ঙ-এর পরে স্বরধ্বনি থাকলে ঙ এবং ঐ ধ্বনির মধ্যে একটি গ এর আগম হয়। থাঙ + অ = থাঙগ। (এই নিয়মটি ও সবভাষাতেই দেখা যায়)।

পদ—ককথাই

অমল, শোন। এদিকে দেখ। একজন লোক ও একটি ছেলে আসছে। লোকটি কথা বলছেন। ছেলেটি সুন্দর। দশটা বাজলো। দুটোর সময় আজ ছুটি হবে। তুমি তাড়াতাড়ি স্কুলে যাও। এই বইটা পড়ো। এটা নতুন বই। বইটা খুব ভাল।

তোমার বাবা এই মাত্র বাজার থেকে এলেন। তিনি চাল, বেগুন ও মাছ এনেছেন। মাছটা খুব বড়। তোমার বাবা এখন স্কুলে যাবেন। তিনি পরে খাবেন।

অমল, খানাদি। ইয়াঙ নাইদি। বরক খরকসা তাই চেরাই খরকসা ফাইঅই তঙগ। অ বরক কক সাঅই তঙগ। অ চেরাই নাইথক। দশটা তামখা। তিনি দুইটামফরু ছুটি আঙনাই। নাঙ দাকতি ইস্কুল' থাঙদি। অক' বই পড়িদি। অ বই কতাল। অ বই বেলাই কাহাম।

নিনি বাবু তাবুক ন বাজারনি ফাইখা। ব মাইরুঙ, ফানতক তাই আ তুবুখা। আ বেলাই কতর। নিনি বাবু তাবুক ইস্কুল' থাঙ নাই। ব উল' চানাই।

(১) বরক—মানুষ, লোক। চেরাই—ছেলে, শিশু। মাইরুঙ—চাউল। ফানতক—বেগুন। আ- মাছ।

(২) অ—এই, ইহা, এইটি। নাঙ—তুমি। নিনি—তোমার। ব—সে, তিনি।

(৩) খানা—শোনা। ফাই—আসা। তঙ—হওয়া, থাকা, বাস করা। সা—বলা। তাম—বাজা। আঙ—হওয়া। থাঙ—যাওয়া। পড়ি—পড়া। তুবু—আনা। চা—খাওয়া।

(৪) নাইথক—সুন্দর। কতাল নতুন। কাহাম—ভাল। কতর—বড়।

(৫) ইয়াঙ—এদিকে। তাই—ও, এবং, আর। দাকতি—তাড়াতাড়ি। বেলাই—খুব। তাবুক—এখন।

ব্যাকরণ—ককমা

পদ—ককথাই

কতকগুলি অক্ষর একত্রিত হয়ে যদি কোন অর্থ প্রকাশ করে তবে তাকে শব্দ—কক—বলি। কক এক অক্ষরেরও হয় আবার একাধিক অক্ষরেরও হয়।

কতকগুলি কক একত্রিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করলে তাকে বলা হয় বাক্য—ককতাঙ। কিন্তু ককতাঙ এ ব্যবহৃত ককগুলিকে আর কক বলা হয় না। এদেরকে বলা হয় পদ—ককথাই। কতকগুলি আলাদা আলাদা মানুষ একত্রিত হয়ে করলেন একটা সমিতি। কিন্তু সমিতিতে যাঁরা যোগ দিলেন তাঁরা আর শুধই 'মানুষ' রইলেন না। তাঁরা হয়ে পড়লেন সমিতির সদস্য। এইভাবে প্রত্যেকটি ককথাইকে আমরা ককতাঙ সমিতির সদস্য বলতে পারি। ইংরাজীতে ককতাঙ এ ব্যবহৃত ককথাইকে বক্তব্যাংশ বা **parts of speech** বলা হয়।

ককবরকে ককথাই পাঁচ প্রকার ঃ

(১) বিশেষ্য—বীমুঙ=ব্যক্তি, প্রাণী, উদ্ভিদ, বস্তু, পদার্থ, জাতি, ক্রিয়া, গুণ, ভাব প্রভৃতির সংজ্ঞা নির্দেশক ককথাইকে বীঙ বলে।

(২) বিশেষণ—খিলিমা=অন্য ককথাই এর গুণ, দোষ, অবস্থা সংখ্যা ইত্যাদির প্রকাশ করে যে ককথাই তাকে বলি খিলিমা।

(৩) সর্বনাম—মুঙয়াচাক

বীমুঙ এর পরিবর্তে যে ককথাই ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয় মুঙয়াচাক।

(৪) ক্রিয়া—খীলায়মা=যে ককথাই দ্বারা কোন কিছু হওয়া বা করা বুঝায় তাকে খীলায়মা বলে।

(৫) অব্যয়—কারা=যে ককথাই উপরে বর্ণিত কোনটাই নয়, যে ককথাই সব জায়গাতেই অপরিবর্তিত থাকে তাকে কারা বলে।

আমরা উপরে কককে লোক আর ককথাইকে ককতাঙ সমিতির সদস্য হিসাবে কল্পনা করেছি। একজন লোকই যেমন বিভিন্ন সমিতিতে বিভিন্ন পদে থাকতে পারেন তেমনি একই কক বিভিন্ন ককতাঙ এ বিভিন্ন ককথাই হতে পারে।

বিশেষ্য বীমুঙ

তখিরায়দের গ্রামটা বেশ বড়। গ্রামে অনেক লোক বাস করেন। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন কাজ। তখিরায় ছাত্র সে স্কুলে পড়ে। ওর কাকা শিক্ষক। ওর বাবার নাম রাধামোহন ত্রিপুরা। ওর বাবার একটা দোকান আছে। দোকানে সব জিনিস পাওয়া যায়। চাল, ডাল, মশলা, লবণ, সাবান, চিনি, সব আছে।

রবিবার দিন বাজার বসে। বাজারে মাছ, শব্জী, হাঁস, মোরগ, পাঁঠার মাংস শুকরের মাংস, ও শুকনা মাছ পাওয়া যায়। বাজারে মাটির কলস; এলুমিনিয়ামের বাসন; লোহার দা, কুড়াল, কোদাল; বাঁশের ঝুড়ি চাটাই সব পাওয়া যায়। বাজারে আম কাঁঠাল, কলা ইত্যাদি বিক্রী হয়। তখিরায়দের বাড়ীতে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা ও সুপারী গাছ আছে। ওদের কলা গাছ নাই।

বাজারে বিভিন্ন রকম লোক আসে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান; যুবক, বৃদ্ধ; পুরুষ, মহিলা; বেটে, লম্বা; কত রকমের লোক। কেউ কেনে, কেউ বেচে।

আমি ও তখিরায় মাঝে মাঝে বাজারে যাই। তখিরায় বাজারে গিয়ে খুশী হয়। ওর বাবা চকোলেট দেন। আমাকেও দেন। আমার বাজারে যেতে বিরক্ত লাগে। পয়সা হারিয়ে যায়। মা পরে বকে। আমার খুব খারাপ লাগে।

—০—

তখিরায়সঙনি কামি বেলাই কতর। অ কামিঅ বরক কাবাঙ তঙগ। বরক জুদা জুদানি সামুঙ জুদা জুদা। তখিরায় সৗরৗঙনায়। ব ইস্কুল' পড়িঅ। বিনি কাকা মাষ্টার। বিনি বাবুনিবীমুঙ রাধামোহন ত্রিপুরা। বিনি বাবুনি দোকান খুঙসা তঙগ। দোকান' জতত' মানাইরগ মান'। মাইরুঙ, দাইল, মসলা, সম, সাবান, 'সনি জতত'ন তঙগ।

রবিব রনি সাল' বাজার আচুগ' বাজার' আ, মুইথুঙ, তাখুম, তক, পুহান টাহান, তাই বেরমা মান'। বাজার' হানি গল', এলুমিনিয়ামনি মাইরাঙলতা, সরনি দা, রুটা. কুদাল ; ওআনি তুকরি, চাতাই, জতজন' মান'। বাজার' থাইচুক, থাইপুঙ, থাইলিক, আবরগ ফাল'। ত'গরাযসঙনি নগ' থাইচুক, থাইপুঙ গয়াম তাই কুআয় বাফাঙ তঙগ। বরগনি থাইলিক বাফাঙ কারাই।

বাজার' বরক জুদা জুদা ফাইঅ। হিন্দু, থুককসা, খ্রীষ্টান ; সিকলা, বুরা, চালা, বাইই, বারা কলক ; বরক জতত'। বাগসা পাইঅ, বাগসা ফাল'।

আঙ তাই তখিবায ওআইসা ওআইসা বাজার' থাঙগ। তখিবায় বাজার' থাঙগই বেলাই তঙথকজাগ'। বিনি বাবু চকোলেট রাঅ। তানি'ব রাঅ। আঙ বাজার' থাঙনা জাগা মান'। পুইসা কুমাই থাঙগ। আমা টুল' তিন'। আঙ বেলাই তাঙজাগয়া।

ব্যাকরণ-ককমা
বিশেষ্য—বামুণ্ড

আমরা আগেই পড়েছি যে ককবরকে ককথাই (পদ) পাঁচ প্রকার। ব্যক্তি, প্রাণী, উদ্ভিদ, জাতি, ক্রিয়া, গুণ, ভাব প্রভৃতির সংজ্ঞা নির্দেশক ককথাইকে বামুণ্ড বলে। উপরের পাঠটি থেকে আমরা কয়েকটি বামুণ্ড (বিশেষ্য) ককথাই দেখতে পারি পদগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে দেখানো হলো।

ব্যক্তি—ভগিরায়, রাধামোহন।

প্রাণী—চৌলা, বীরাই, তক, তাখুম, আ।

উদ্ভিদ—থাইচুক, বাফাঙ, মুইথুঙ।

জাতি—হিন্দু, থুরুকসা খ্রীষ্টান।

ক্রিয়া—কুমাই, থাঙনা।

ভাব—জালা, তঙথক।

এগুলি সব বামুণ্ড ককথাই। এরা কিছু না কিছুর নাম। বামুণ্ড ককথাই যে কোন কারকই হতে পারে। তবে সাধারণতঃ এরা ককতাঙ (বাক্য) এ কর্তা অথবা কর্ম রূপে ব্যবহৃত হয়। বামুণ্ড ককথাই সম্বন্ধ পদ রূপেও ব্যবহৃত হয়।

বামুণ্ড ককথাই এর সিব (লিঙ্গ) পরিবর্তন হতে পারে। বামুণ্ড ককথাই স্থুক কাবাঙ (বহুবচন) এর চিহ্ন, কারকের চিহ্ন ইত্যাদিও গ্রহণ করতে পারে। অন্য কোন ককথাই এর সিব পরিবর্তন হয় না।

সর্বনাম—মুণ্ডয়াচাক

রাম অযোধ্যার রাজা ছিলেন। তিনি বনে গিয়েছিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। তাঁরা চৌদ্দ বৎসর পরে ফিরে আসেন। আমি এদের কথা রামায়ণে পড়েছি। তুমি এদের কথা শুনেছ? তুমি আজ রামায়ণ পড়বে আমরা সকলে শুনব।

—O—

রাম অযোধ্যানি বুবাগরা তঙখা। ব বলঙগ থাঙখা। সীতা তাই লক্ষ্মণ বিনি লগি থাঙখা বরগ বিসি চৌদ্দ উল' কিফিলই ফাইখা। আঙ বরগনি কক রামায়ন' পড়খা. নাঙ বরগনি কক খানাখাদে? নাঙ তিনি রামায়ন পড়িনাই। চাঙ বিবাক খানানাই।

—O—

এটা বই। এই বইগুলি ছাত্রদের। ওরা আসবে। ওরা বইগুলি পড়বে। ওরা দোকান থেকে বইগুলি কিনেছে। এগুলি নূতন বই।

—O—

ইন' বই। ই বইরগ ছাত্ররগনি। বরগ ফাইনাই। বরগ ইরগ পড়িনাই। বরগ দোকাননি বইরগ পাইখা। ইনরগ বই গীতাল।

—O—

ঐটা গরু। রাখালরা মাঠে যাচ্ছে. ওরা মাঠে কাজ করে। আমি স্কুলে পড়ি। আমি রবিবারে ক্ষেতে কাজ করি। আমাদের ক্ষেতে ধান হয়।

—o—

অম মুস্থক। মুস্থক মুরুগনায়রগ মাঠ' থাঙগই তঙগ। বরগ মাঠ' সামুঙ তাঙগ। আঙ স্কুল' পড়িঅ। আঙ রবিবার' মাঠ' সামুঙ তাঙগ। চিনি খেত' মাই ফলিঅ।

ব্যাকরণ—ককমা

সর্বনাম--মুঙয়াচাক

"রাম অযোধ্যানি বুবাগরা তঙখা। রাম বলঙগ থাঙখা। সীতা আই লক্ষ্মণ রামান লগি থাঙখা।" এই রকম বললে কি হতো? প্রত্যেকটি ককতাঙ (বাক্য) এ রাম এই বামুঙ (বিশেষ্য) ককথাই (পদ) টি উচ্চারিত হতো। এই রকম হলে ভাষার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। আমরা বামুঙ ককথাইটিকে বার বার উচ্চারণ না করে তার বদলে অন্য ককথাই ব্যবহার করি। পৃথিবীর সব ভাষাতেই এই বিধি আছে।

বামুঙ ককথাই এর পরিবর্তে যে ককথাই ব্যবহার করা হয় তাকে মুঙয়াচাক (সর্বনাম) ককথাই বলে।

পৃথিবীর সব ভাষাতেই মুঙয়াচাক ককথাই এর সংখ্যা সীমিত। ককবরকের মুঙয়াচাক ককথাই গুলি নীচে দেওয়া গেল।

সুকসা (একবচন)	সুকবাঙ (বহুবচন)
আঙ—আমি	চাঙ—আমরা।
নাঙ—তুই, তুমি, আপনি	নরগ--তোরা, তোমরা, আপনারা।
ব—সে, তিনি	বরগ – তারা, যারা।

অ, অক', অব,' অম' ই, ইক,' ইব,' ইম,'	এই, এইটি এইজন ইত্যাদি	—রগ—গুলি
আ, আক,, আব,' আম' উ, উক, উব,' উম'	ঐ, ঐটি, ঐজন, ইত্যাদি	– রগ গুলি

লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে যে অ এবং ই ইংরাজী it ও this উভয়কেই বুঝায়। আ এবং উ ইংরাজী it ও that উভয়কেই বুঝায়। এই চারটে মুঙয়াচাক এমনি ও ব্যবহার হয় আবার ক,

ব, ম, এই ধ্বনিগুলি যোগেও ব্যবহৃত হয়। তবে ঐ ধ্বনিগুলি ব্যবহারের একটা সাধারণ নিয়ম আছে।

(১) ব সাধারণতঃ মনুষ্যবাচক পদের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

(২) ম সাধারণতঃ মনুষ্যেতর জীববাচক পদের সঙ্গে আসে।

(৩) ক সাধারণতঃ জড় বাচক পদের সঙ্গে আসে। তবে এই নিয়মগুলি কঠোর ভাবে পালিত হয় না।

উপরের পাঠে এগুলি দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য রগ যুক্ত হয়ে এরা সকলেই স্বকবাড হয়। বাঁমুড ককথাই এর সমস্ত গুণাবলীই মুডয়াচাক ককথাই এর আছে। কিন্তু মুড য়াচাক ককথাই এর সির (লিঙ্গ) পরিবর্তন হয় না।

বচন-সুক

একটি ছেলে আসছে। দুইটি ছেলে যাচ্ছে। তিনটি ছেলে গান করছে। পাঁচটি ছেলে দৌড়াচ্ছে। এই ছেলেগুলি খেলছে। ঐ ছেলেগুলি বসে আছে।

—১—

চেরাই খরকসা ফাইঅই তঙগ। চেরাই খরগনাই থাঙগই তঙগ। চেরাই খরকথাম রীচাবই তঙগ। চেরাই খরকবা খাইচিগই তঙগ। ই চেরাইসঙগ থুঙগই তঙগ। উ চেরাইরগ আচুগই তঙগ।

—o—

এটা গরু। ওটাও গরু। দুইটা গরু। গরুগুলি সুন্দর। এগুলি ঘাস খাচ্ছে। এই গরুগুলি আমার মামার। মামাদের অনেকগুলি গরু আছে। আমাদের গরু নাই।

—o—

অম' মুসুক। উম' ব মুসুক। মুসুকরগ নাইথক। অম'রগ সাম চাগই তঙগ। অ মুসুকরগ আনি মামানি। মামাসঙান মুসুক কাবাঙ তঙগ। চিনি মুসুক কীরাই।

—o—

একটা চেয়ার। দুইটা টেবিল। তিনটা বেঞ্চ। এই চেয়ারটা বড়। টেবিলগুলি ছোট। বেঞ্চগুলি লম্বা। এগুলি সব আমাদের স্কুলের জিনিস। এগুলি আগরতলা থেকে এসেছে।

—o—

চেয়ার খুণ্ডসা। টেবিল খুণ্ডনাই। বেঞ্চ খুণ্ডথাম। ই চেয়ার কতর। টেবিলরগ চিকন। বেঞ্চরগ কলক। ইকরগ চিনি ইস্কুলনি মানৈই। ইকরগ আগরতলানি সিমি ফাইথা।

—o—

আমার বন্ধুরা এসেছেন। তাঁরা বেঞ্চে বসেছেন। ছেলেগুলি ওখানে দাঁড়িয়েছে। বইগুলি টেবিলের উপর আছে। আমি ছবিগুলি দেখছি। তুমি দুটো বই আন।

—o—

আনি ইয়ারগ ফাইথা। বরগ বেঞ্চ' আচুগথা। চেরাইসঙ আর' বাচাথা। বইরগ টেবিলনি সাকাও তঙগ। আঙ ছবিরগ নাইঅই তঙগ। নাঙ বই কাইনাই তুবুদি।

—o—

ব্যাকরণ-ককমা

বচন-সুক

পৃথিবীর সর্ব্বত্র মনুষ্য সমাজে সংখ্যাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অসংখ্য, অসীম ও অনন্তের প্রতি বোধ হয় একটা ভয় আছে মানুষের। সেই জন্য সব কিছুকেই একটা সংখ্যার পরিমাণে বাঁধার চেষ্টা। মনুষ্য ভাষার এই সংখ্যা সম্বন্ধীয় বিষয়টা ব্যাকরণে বচন নামে অভিহিত হয়ে আছে। সংস্কৃত বাংলা প্রভৃতি ভাষায় ব্যবহৃত এই বচন শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সঙ্গে ব্যাকরণে ব্যবহৃত অর্থের কোন যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় না। শব্দটি যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।

বচন শব্দটির ইংরাজী প্রতিশব্দ number. এখানে অর্থ পরিমাণ। ইংরাজীতে একটি বস্তু হলে singular number এবং একাধিক বস্তু হলে plural number হয়। যথা

A man	Two men
	Many men
	The men
An ass	Two asses
	Many asses
	The asses

ককবরকে বচনের ধারনা ইংরাজীর মত নয়। বাংলা ও ককবরকে বচনের ধারণা একরকম।

বরক খরকসা	—	একজন লোক।
বরক খরগনাই	—	দুইজন লোক।
বরক কাবাঙ	—	অনেক লোক।
মুসুক মাবৌরাই	—	চারটি গরু।
মুসুক কাবাঙ	—	অনেকগুলি গরু।

লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে যে বস্তুর সংখ্যা যদি বলা থাকে তার বাগুঙ ককথাই (বিশেষ্য পদে) এ কিছু পরিবর্তন হবে না। সংখ্যাটি এক, দুই বা চার এর মত নির্দিষ্ট সংখ্যা বা অনেকগুলির মত অনির্দিষ্ট সংখ্যা যাই হউক এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

কিন্তু ভাষায় সবসময় সংখ্যা উল্লেখ থাকে না। কেবল বুঝা যায় কথিত বস্তু এক বা একের অধিক আছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ককবরকে দুইরকম সুক (বচন আছে ; (১) সুকসা, ও (২) সুকবাঙ ; অর্থাৎ একবচন ও বহুবচন।

যদি ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা অনির্দিষ্ট ও অনুল্লেখিত থাকে এবং বুঝা যায় যে সংখ্যাটা একের অধিক তখন ককথাই এর অন্তে সুকবাঙ এর চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। ককবরকে সুকবাঙ এর চিহ্ন দুটি :— (১) —সঙ, এবং (২) —রগ —সঙ কেবল মানুষ এবং মনুষ্যবাচক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। রগ মানুষ এবং মনুষ্যবাচক শব্দ সহ সমস্ত শব্দের সঙ্গেই যুক্ত হতে পারে। নীচের উদাহরণগুলি পড়লে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে।

সুকসা	সুকবাঙ
বরক-মানুষ	বরকসঙ, বরকরগ
চেরাই-ছেলে, শিশু	চেরাইসঙ, চেরাইরগ
ইয়ার-বন্ধু	ইয়ারসঙ, ইয়াররগ
অচাই-পুরোহিত	অচাইসঙ, অচাইরগ
মুসুক-গরু	মুসুকরগ
মসা-লঙ্কা	মসারগ
কামি-গ্রাম	কামিরগ
বাফাঙ-গাছ	বাফাঙরগ
লামা-পথ	লামারগ।

বাংলাতে এই একের অধিক অনির্দিষ্ট সংখ্যাকে গুলি, গণ, সমূহ ইত্যাদি যুক্ত করে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ককবরকে কেবল সঙ ও রগ। উপরের পাঠটিতেও বিষয়টি পরিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মনে রাখতে হবে সঙ কেবল মনুষ্য বাচক পদের জন্য, বগ এর ব্যবহার সর্ব্বত্র।

এবার সর্ব্বনাম (মুঙয়াচাক) পদের সঙ্গে বচনের ব্যবহারটা দেখে নিই।

স্থকসা	সুকবাঙ
আঙ-আমি	চাঙ
নাঁঙ-তুমি	নরগ
ব-সে	বরগ
আনি-আমার	চিনি
নিনি-তোমার	নরগনি
বিনি-তার	বরগনি
আন'-আমাকে	চান' বা চাঙন'
নন'-তোমাকে	নরগন'
বন'-তাকে	বরগন'

লিঙ্গ-সির

আমি আজ মামার বাড়ী যাব। আমার মামি আমাকে খুব ভালবাসেন। ওখানে আমার একটি ভাই ও একটি বোন আছে। আমার মামার বাড়ীতে অনেক গরু আছে। একটা লাল ষাঁড় ও একটা কাল গাই আছে।

মামার বাডীর পাশে একটা মন্দির আছে। মন্দিরে কত লোক যায়। একদিকে পুরুষ ও একদিকে মহিলারা দাঁডান। ছেলে মেয়েরা মাঠে খেলে। মন্দিরের পুরোহিত পূজা করেন। তাঁর স্ত্রী সামনেই বসে থাকেন। ওদের ছেলে মেয়ে নাই। এই জন্য ওঁরা বাচ্চাদের খুব ভালবাসেন। আমরা প্রায়ই মন্দিরে যাই। আমার মা রোজ বিকালে যান।

—O—

তিনি আও মামানি নগ' থাওনাই। আনি মামি আন' জবরুই হামজাগ'। আর' আনি ফাইযুও থবকসা তাই হানক থরকসা তঙগ। আন মামানি নগ' মুসুক কাবাও তঙগ। বলদ কাচাক মাসা তাই মুসুক কসম মাসা তঙগ।

মামানি নগনি গানাঅ মতাইনগ খুওসা তঙগ মতাইনগ' বরক জতত' থাঙগ। ইগালা চালারগ তাই উগালা বারাইরগ বাচাঅ। চেরাইরগ সাজুকরগ মাঠ' থুঙগ। মতাইনগনি অচাই মতাই রাঅ। বিনি বিহিক সাকাঙগ আচুগই তঙগ। বরগনি বাসা বাতাই কারাই। আবনি বাগাই বরগ চেরাইরগ সাজুকরগন' জবরুই হামজাগ'। চাও ওআইসা ওআইস মতাইনগ' থাঙগ। আন আমা সাল গারাম বারাম সারিগ' থাঙগ।

ব্যাকরণ-ককমা

লিঙ্গ-সির

পৃথিবীর সব ভাষাতেই লিঙ্গ প্রকরণ আছে। একেক ভাষায় এর ব্যবহার একেক রকম। সংস্কৃত হিন্দী, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় লিঙ্গ প্রকরণ অত্যন্ত জটিল। ককবরকে লিঙ্গ প্রকরণ খুব সরল এবং অত্যন্ত যুক্তি সম্মত।

ককবরকে সির (লিঙ্গ) চার প্রকার।

(১) পুংলিঙ্গ — সিরচোলা

(২) স্ত্রীলিঙ্গ — সিরবাসাই

(৩) উভয়লিঙ্গ — সিরনাই

(৪) ক্লীবলিঙ্গ — সির গুরমা

মানুষ এবং জীব জন্তুর বেলায় যে সকল শব্দ পুরুষ বুঝায় সেগুলি পুংলিঙ্গ-সিরচোলা। যথা-বরক, বলং, বাসাই, সিকলা, কারা ইত্যাদি।

যে সকল শব্দে স্ত্রী বুঝায় সেগুলি স্ত্রীলিঙ্গ-সিরবাসাই। যথা বীরোই, গাই, বিরশ, সানাই কাংজুং, ইত্যাদি।

যে সকল শব্দে স্ত্রী পুরুষ উভয়ই বুঝায় সেগুলিকে উভয়লিঙ্গ—সিরনাই বলে। যথা-চেরাই, মুসুক, তক, তাখুম ইত্যাদি।

যে সকল শব্দে স্ত্রী পুরুষ কোনটাই বুঝায় না সেগুলিকে ক্লীবলিঙ্গ—সিরগুরমা বলে। যথা-বাথাং নগ, কলম, মকল ইত্যাদি।

সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ্য পদের লিঙ্গ বিশেষণ পদেও প্রযুক্ত হয়। হিন্দীতে বিশেষ্য পদের লিঙ্গ ক্রিয়াপদে পরিবর্তন আনে। ইংরাজী, বাংলা ও অন্যান্য ভাষার মত ককবরকেও সির কেবল অর্থের জন্য; বাক্যের অন্য কোন পদের উপর এর কোন প্রভাব পড়ে না।

ককবরকে লিঙ্গান্তরের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে।

(১) পুরুষ ও স্ত্রী বুঝাবার জন্য পৃথক শব্দ ব্যবহৃত হয়।

সিব চালা	সিব বারাই
বাসাই (স্বামী)	বিহিক (স্ত্রী)
বাফা (পিতা)	বামা (মাতা)
আতা (দাদা	আবুই, আইবি (দিদি)
বলদ	গাই
চালা, বরক (পুরুষ)	বারাই (স্ত্রী)
ফাইয়ুঙ (ভাই)	হানক (বোন)
কিচঙ (বন্ধু)	মারে (সই)

২। কোন কোন পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে ই যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করতে হয়। পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে আ স্থানে ই হয়। অন্যত্র ই শব্দের শেষে যুক্ত হয়।

কাকা	কাকি
মামা	মামি
সিকলা (যুবক)	সিকলি (যুবতী)
আচু (পিতামহ)	আচুই (পিতামহী)

(৩) কোন কোন পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে জুক যুক্ত করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

সিবচালা	সিববারাই
বাসা (পুত্র)	বাসাজুক (কন্যা)
কারা (শ্বশুর)	কারাজুক (শাশুড়ী)
ভাগিনা (ভাইপো, ভাগ্নে)	ভাগিনাজুক (ভাইঝি, ভাগ্নী)

(৪) উভয়লিঙ্গ বাচক শব্দের শেষে সা, জআ, চালা যোগ করে পুংলিঙ্গ এবং মা, জুক, বারাই যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা যায়।

সিরনাই	সিরচালা	সিরবারাই
পুন (ছাগল)	পুনজুআ (পাঁঠা)	পুনজুক (পাঁঠী),
তক (মোরগ)	তকচালা (মুরগা)	তকমা (মুরগী)
তাখুম (হাঁস)	তাখুমচালা (হাঁসা)	তাখুমবারাই (হাঁসী)

(৫) বিশেষণ পদ (খিলিমা) কেও সময় সময় সা ইত্যাদি যোগ করে পুংলিঙ্গ এবং মা ইত্যাদি যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

খিলিমা	সিরচালা	সিববারাই
অকরা (বড়)	অকরাসা (বড়জন)	অকরামা (জ্যেষ্ঠা মহিলা)
কসম (কাল)	কসম সা (কাল লোক)	কসম মা (শ্যামলী মেয়ে/ মহিলা)

—০—

পুরুষ—থরক

রাম এদিকে এসো। কাল কোথায় গিয়েছিলে? তিলু এখনও আসে নাই। তার শরীর ভাল নেই। আরতি আজ আসবে না। আজ রিহার্সাল হবে না। কে করবে? কে শুনবে? চল, আমরা তিলুদের বাড়ী যাই। তিলু কষ্ট পাচ্ছে। মা, আমরা তিলুদের বাড়ী গেলাম। একটু পরেই ফিরে আসবো। জয় আসবে। ও আমার ইংরাজী বইটা চাইবে। ওকে বইটা দিও।

—o—

রাম, ইয়াঙ ফাইদি। মিয়া বার' থাঙথা? তিলু তাবুক ব ফাইযাখো। বিনি সাক হাময়া। আরতি তিনি ফাইগলাক। তিনি রিহার্সাল আঙগলাক। সাব' খালাইনাই? সাব' গীনানাই? হিমদি, চাঙ তিলুসঙনি নগ' থাঙগ। তিলু দুখু মানই তঙগ। আমা, চাঙ তিলুসঙনি নগ' থাঙথা। কিসা উল' ন কিফিলই ফাইআনু। জয় ফাইনাই। ব আনি ইংরাজী বইসা সাননাই। বন' অক' বই রাদি।

—o—

ব্যাকরণ-ককমা

পুরুষ-থরক

প্রত্যেক ভাষাতেই সমস্ত সর্বনাম ও বিশেষ্য পদ গুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগ গুলিকে পুরুষ বলে। কথা বলার সময় যিনি বলেন তিনি উত্তম পুরুষ, যাকে বলা হয় তিনি মধ্যম পুরুষ, আর যার সম্বন্ধে বলা হয় তিনি প্রথম বা নাম পুরুষ। সংস্কৃত, আরবী, লাতিন প্রভৃতি ভাষায় এই পুরুষের বিভাগগুলি খুব প্রয়োজনীয় ছিল। প্রতিটি ক্রিয়া পদ কাল, বচন ও পুরুষভেদে পরিবর্তিত হতো। বাংলা, হিন্দী, ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষাতেও পুরুষের বিভাগ খুব প্রয়োজনীয় বাংলার একটা উদাহরণ দেখি।

আমি খ-ই।

আপনি খা-ন।

তুমি খা-ও।

তুই খা।

সে খা-য়।

এইদিক দিয়ে ইংরাজী আরও অনেক আধুনিক। ইংরাজীতে পুরুষের প্রয়োজন ন্যুনতম। একমাত্র BE ক্রিয়াপদে এই প্রয়োজন উল্লেখযোগ্য ভাবে বর্তমান অন্য ক্রিয়াপদে এতটা প্রয়োজন হয় না। অন্যান্য ক্রিয়াপদে কেবল অনির্দিষ্ট বর্তমান কালে একবচনে, প্রথম বা নাম পুরুষে সামান্য পরিবর্তন হয়।

ককবরক ব্যাকরণ অত্যন্ত সরল। নীচের উদাহরণে বিষয়টা স্পষ্ট করে দেখা যাবে।

আঙ চাঅ।

নোঙ চাঅ।

ব চাঅ।

আমাদের ব্যাকরণে পুরুষ বিভাগের কোন প্রয়োজন নাই।

কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য আমরাও পুরুষের বিভাগ গুলি রাখছি। সুতরাং ককবরকেও পুরুষ তিন প্রকার রাখা গেল।

খরক পুইলা—অ'ঙ (আন', আনি, ইত্যাদি এবং এদের
বহুবচনের রূপ)।

খরক কানাই নাঁঙ (নন, নিনি, ইত্যাদি এবং এদের
বহুবচনের রূপ)।

খরক কাথাম—ব ('ন', বিনি, ইত্যাদি; এবং এদের
বহুবচনের রূপ সহ বাকি সমস্ত বিশেষ্য পদ)।

আমরা পরে দেখতে পাব যে অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে আমাদের পুরুষ ভেদের প্রয়োজন হয়।

—০—

বিশেষণ—খিলিমা

অনিল : বাঃ বাড়ীটা সুন্দর ! কার বাড়ী এটা ?

বুধু : এইটা রাধার বাড়ী। রাধাচরণের। মোটা রাধাচরণ।

অনিল : তোমার বাড়ীটাও বেশ বড় তোমার ছেলেটা কত বড় হলো ?

বুধু : ওর বয়স চৌদ্দ। লম্বা হয়েছে ওর মাও তো লম্বা।

অনিল : আমার স্ত্রী বেঁটে। আরে, তোমার গাইটা ভাল হয়েছে।

বুধু : হাঁ ভাই। গাইটা খুব ভাল। একটা বাছুর হয়েছে। ছোট বাছুরটা খুব সুন্দর। কিন্তু একটু রোগা লাঠিটা একটু ধ । এটা বড় ভারী। একটা হাল্কা লাঠি বানাও।

অনিল : তোমার শার্টটা নূতন ? বেশ সুন্দর শার্ট তো !

বুধু : না, নূতন না। তিন মাস হয়ে গেল। এখন তো পুরোনো। তবে ভালই আছে এখনও। কাপড়টা খুব পাতলা। আরেকটু মোটা হলে ভাল হতো।

অনিল : রঙটা ভাল। নীল আমার ভাল লাগে। লালটা আমি পছন্দ করি না। সাদা সবচেয়ে ভাল। হলুদ ও সবুজ রঙ ও ভাল।

বুধু : ঠিক বলেছ। কাল রঙ ও ভাল। হাল্কা রঙ আমার ভাল লাগে। গাঢ় রঙ আমি পছন্দ করি না।

অনিল : তোমাদের নূতন মাষ্টার মশাইটি কেমন ? ভাল তো?

বুধু : বড় রাগী। আরেকটু ঠাণ্ডা হলে ভাল হতো। বড় মারে বাচ্চাদের। মাষ্টারটিও তো বাচ্চা। আমাদের আগের বুড়ো মাষ্টারটি ভাল ছিলেন। ছেলেরা তাঁকে ভালবাসতো। নূতন মাষ্টারকে বাচ্চারা ভয় করে। এমনিতে নূতন মাষ্টার লোক ভাল। পুরোনো মাষ্টার আরও ভাল ছিলেন। তিনি বদলি হয়ে গেলেন হঠাৎ। তিনি চলে যাওয়ার সময় ছেলেমেয়েরা কেঁদেছে।

তিনিও কেঁদেছেন। এই কান্না দেখতে বড় ভাল লাগে
এই কান্নায় ভালবাসার গন্ধ থাকে।

আনিল : তুমিও কেঁদেছিলে নাকি?

বুধু : হ্যাঁ ভাই আমার মনটা বড় নরম। তোমাদের মন শক্ত।
তোমরা অন্যরকম লোক। তোমরা কাঁদ না কখনো।

—O—

অনি : বাহ, অ নগ ত বেলাই নাইথক। অব' সাবনি নগ?

বুধু : অম' রাধানি নগ। রাধাচরণ'ন। লনদা রাধাচরণ।

অনিল : নিনি নগ ব বেলাই কতব। নি ন বাসালা বাসাক তরথা?

বুধু, বিনি বযস চৌদ্দ। লকথা। বিনি বামা ব কলক।

অনিল : আনি ঠিক বাবা। আসে, নিনি গাই হামথা দে?

বুধু : ই, ফাইয়ুঙ। গাই জাবুই হামথা। বাসা মাসা
গাচাইলাথা। চিকন দেকা বেলাই নাইথক। ফিয়া ব
নিসা বেরাম। লাথা য়মদি। অক' বেলাই হিলিক।
লাথা হেলেঙ বাইসা সানাম নাং।

অনল : নি ন কামচালাই কাতাল দে? অ কামচালাই ত বেলাই
নাইথক!

বুধু : ই হি, কাতালযা তালথাম আঙথা। তাবুকত কাচাম
আঙগা। তাবুক ব কাহাম বারাঙ ন তঙগ। অব' বি
বেলাই পাইলা। তাই রাজা আঙখে তাইসা হামথা।

অনিল : বঙ কাহাম ন। কাববাঙ আঙ হামজাগ'। কাচাক
আঙ হামজাগয়া। কুফুর জতনি কাহাম। করম'
তাই থারাঙজিজি ব কাহাম।

বুধু : কুবুই ন সাথা। কসম ব হাম'। রঙ পাতলা ন আঙ
হামজাগ'। রঙ বেলাই কলম আঙ হামজাগয়া।

অনিল : নরগান মাষ্টার কাতাল বাহাই? কাহাম দে?

বুধু : বেলাই থামচি কুতুঙ। তাইসা। কাচাঙ আঙথে হামখা। চেরাইরগন' বেলাই বাঅ। মাষ্টার ব বেলাই চেরাই। চিনি আগেনি মাষ্টার বুথা কাহাম তঙখা। চেরাইরগ বন' হামজাগখা। মাষ্টার কাতাল ন চেরাইরগ কিরিজাগ'। আহাইন মাষ্টার কাতাল বংক্ কাহাম। মাষ্টার কাচাম তাই ব হামখা। আচমসা ব বদলি আঙখা। বিনি থাঙফুরু চেরাইরগ সাজুকরগ কাবরাই খা। ব ব কাঁবখা। অ কাবমানি সুগনা জবরুই হামজাগ'। অক' কাবমানিঅ হামজাগমানি মতম তঙগ।

অনিল : নাঙব কাবখা দে ?

বুধু : আঅ, ফাইয়ুঙ। আনি বাথা বেলাই কেপেগ। নরগনি বাথা কাঁরাক। নরগ বরক আলগা হাই। নরগ কুনুফুরু কারয়া।

—o—

ব্যাকরণ— ককমা
বিশেষণ—খিলিমা

আমরা আগের একটি পরিচ্ছেদে খিলিমার সংজ্ঞা পড়েছি। সেখানে বলা হয়েছে যে অন্য ককথাই এর গুণ, দোষ, অবস্থা, সংখ্যা ইত্যাদি প্রকাশ করে যে ককথাই তাকে বলি খিলিমা।

সাধারণতঃ ব্যাকরণ বইগুলিতে বিশেষণকে দুই তিন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়ে থাকে। যেমনঃ বিশেষ্যের বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণ। আমরা এই চিরাচরিত ভাগগুলি নিয়ে আলোচনা করবো না। এই বইয়ের পক্ষে সেগুলি খুব জরুরী নয়। আমরা এখানে অন্যরকম শ্রেণী বিভাগের কথা আলোচনা করবো

ককবরক খিলিমাগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করতে পারি দেশী ও বিদেশী বিদেশীগুলি হল বাংলা থেকে নতুবা বাংলার মাধ্যমে অন্যভাষা থেকে এসেছে

উদাহরণ : উলতা—বিপরীত

বেবাক—সব

পুইলা—প্রথম

আগে'ন—আগের

ককবরকে বিশেষণ পদ বিশেষ্যের পরে বসে। সমস্ত প্রধান ভারতীয় ভাষায় এবং ইংরাজী সহ বহু ভাষায় বিশেষণ বিশেষ্যের আগে বসেঃ কিন্তু ককবরকে ব্যবহৃত বিদেশী বিশেষণগুলি এই নিয়মের ব্যতিক্রম। এগুলি বিশেষ্যের আগেও বসতে পারে, পরেও বসতে পারে। যেমন—

উলতা কক তা সাদি কক উলতা তা সাদি	উল্টা কথা বলবে না।

বেবাক বরক ন নাঙদি বরক বেবাক ন নাঙদি	}	সব লোককে ডাক।
তিনি বিসিনি পুইলা সাল তিনি বিসিনি সাল পুইলা	}	আজ বৎসরের প্রথম দিন।

দেশী বিশেষণগুলি সব সময়ই বিশেষ্যের পরে বসে।

উদাহরণ :— অ চেরাই নাইথক সাব'? এই সুন্দর ছেলেটি কে?
কথা কুবুই সাদ। —সত্য কথা বল।
নিনি কামচালাই কাতাল নাইথক তোমার নূতন
জামাটা সুন্দর।

এই দেশী বিশেষণগুলিকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি। (১) শুদ্ধ বিশেষণ, (২ যৌগ বিশেষণ, (৩) ক্রিয়াজাত বিশেষণ, এবং (৪) ক-বিশেষণ।

(১ শুদ্ধ বিশেষণ : যে সকল একক দেশী শব্দ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয় সেগুলি শুদ্ধ বিশেষণ। উপরে উল্লেখিত নাইথক, কুবুই কাতাল, প্রভৃতি শুদ্ধ বিশেষণের উদাহরণ।

(২) যৌগ বিশেষণ : একাধিক শব্দ একত্র হয়ে গড়ে উঠা বিশেষণগুলিকে আমরা যৌগ বিশেষণ বলি। যথা—

বাথা কতর—হৃদয় বড— সাহসী
বাথা কুচু— হৃদয় ছোট—ভীরু
লাইচিমা কাবাঙ— লজ্জা বেশী—লাজুক
জতনি অকরা—সকলের বড়— প্রধান
হাময়া—ভাল নয়—খারাপ
বুগয়া— ধারাল নয়—ভোতা
লগয়া—লম্বা নয়— বেটে

(৩) ক্রিয়াজাত বিশেষণ : এগুলি ক্রিয়াপদের সঙ্গে—জাক প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গঠিত হয়। ককবরকের এই জাক প্রত্যয়টি ইংরাজী

past participle চিহ্ন en প্রত্যযটির অনুরূপ। (en প্রত্যযটি ed অথবা d রূপেও প্রকাশিত হয)। বাংলা ও সংস্কৃতের ক্ত প্রত্যযটিও জাক এর অনুরূপ।

উদাহরণ :—নেও—পরিশ্রম করা : নেওজাক—পরিশ্রান্ত

কগ - সিদ্ধ করা : কগজাক—সিদ্ধ

কাই—বিয়ে করা : কাইজাক—বিবাহিত

দালক—মেশানো : দালকজাক—মিশিত

৪) ক—বিশেষণ : এই বিশেষণগুলির প্রথম ধ্বনিটি ক। এগুলি ক্রিয়া রূপেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ক্রিয়ারূপে ব্যবহারের সময় এদের এই ক—গুলি পরিত্যক্ত হয়। যথা—

কিসি : আগনাই কিসি তুব্দি—ভিজা শাড়ীটি আন।

আনি সাক সিথা—আমার শরীর ভিজে গেছে।

কহাম : অ মুসুক জাবুই কাহাম—এই গরুটি খুব ভাল।

বনি সাক হামখা - তার শরীর ভাল হয়েছে।

কফার : কাগজ কুফুর বাদি—(একটু) সাদা কাগজ দাও।

নখা ফরখা—আকাশ (সাদা) পরিষ্কার হয়েছে।

সংখ্যা

এটা আমাদের স্কুল। আমাদের স্কুলে দুটো বাড়ী। একটা খেলার মাঠ আছে। স্কুলের সামনেই আটটা বড় বড় গাছ। পিছনেও তিনটা গাছ আছে। সাতটা গরু ঘাস খাচ্ছে। চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের স্কুলে দশজন শিক্ষক আছেন। স্কুলে পাঁচটা ক্লাশ আছে। আজ ফুটবল খেলা হবে। আমরা নয়জন খেলব। আমরা কাল ববমছড়াকে ছয় গোল দিয়েছি।

—০—

অব' চিনি স্কুল। চিনি স্কুলনি নগ খুঙনাই তঙগ। থুঙমুঙনি মাঠ কাইসা তঙগ। স্কুলনি সীকাঙগ ম বীফাঙ ফাঙচার কতব কতর তঙগ। অ'ঙকলক' ব বাফাঙ ফাঙথাম তঙগ। মুসুক মাসিনি সাম চাঅই তঙগ। বরক খরকবীরাই বাচাঅই তঙগ। চিনি ইস্কুল' মাষ্টার খরকাচ তঙগ। স্কুল' ক্লাশ কাইবা তঙগ। তিনি ফুটবল থুঙমুঙ আঁঙনাই। চীঙ খরকচুকু থুঙনাই। মিআ চীঙ করম ছড়ান' গোল কাইদক রীখা।

ব্যাকরণ—ককমা
সংখ্যা

আমরা প্রত্যেকেই নিজের ঘরটাকে এত ভাল করে জানি যে ঘরটা ক'হাত লম্বা, ক'হাত পাশ, তা কত উঁচু, ঘরের জানালাটায় কটা শিক আছে,

এসব জানবার প্রয়োজন বোধ করি না। যে চৌকিটাতে রোজ ঘুমাই সেটাতে কটা তক্তা আছে? যে গ্লাসটাতে রোজ জল খাই সেটাতে কত জল ধরে? যে লোকটির কাছ থেকে গত দশ বছর ধরে মাছ কিনছি, তাঁর বাড়ী কোথায়? কোনদিন জানবার প্রয়োজন বোধ করিনি। সুতরাং জানিনা।

এক, দুই, তিন……

one, two, three · ···

ওকাটি, বেণ্ডু, মুরু

পৃথিবীর সব ভাষাতেই গোনবার ব্যবস্থা আছে। গোনবার সময় যে শব্দগুলি ব্যবহার করি সেগুলিকে সংখ্যা বলে। তিনটা কলা, ছয়টা ডিম, আঠার জন লোক, বিযাল্লিশ দিন সময়, এসব কথা আমরা বলে থাকি। অনেক সময় আবার এক জোড়া নারকেল, এক গণ্ডা কড়ি, এক হালি কমলা, এক ডজন দেশলাই, এক কুড়ি কলা, এসবও বলি। অষ্টাশির বদলে চারকুড়ি আট বলতেও শুনি আমরা।

একটু মাপলেই জানা যায় আমার ঘরটার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা। তেমনি একটু ভাবলেই বুঝা যায় আমার ভাষায় সংখ্যাগুলি কেমন করে সংগঠিত। এক এক ভাষায় ব্যবস্থা এক এক রকম। ইংরাজীতে হিসাবটা দশের। one ten = ten, two tens = twenty, three tens = thirty, four tens = forty, ইত্যাদি। বাংলায়ও তাই। কোন কোন ভাষায় হিসাবটা কুড়ির। এক কুড়ি, দুই কুড়ি পাঁচ, তিনকুড়ি চৌদ্দ,

ইত্যাদি। ককবরকে রাশি বা সংখ্যামালার গঠন দশের যেমন, কুড়িরও তেমনি। একটু পরেই আমরা এই বিষয়টা আলোচনা করব। আগে একবার ককবরকের সংখ্যাগুলি পড়ে নেই।

সা—এক

নৗই—দুই

থাম—তিন

বৗরৗই—চার

বা—পাঁচ

দক—ছয়

সিনি—সাত

চার—আট

চুকু—নয়

চি—দশ

চিসা—দশ এক—এগার

চিনৗই—দশ দুই—বার

চি থাম—দশ তিন—তের

চি বৗরৗই—দশ চার—চৌদ্দ

চি বা—দশ পাঁচ পনর

চি দক—দশ ছয়—ষোল

চি সিনি—দশ সাত—সতর

চি চার—দশ আট—আঠার

চি চুকু—দশ নয়—উনিশ

খলপে—কুড়ি (এক)—বিশ

খলপে সা—কুড়ি (এক) এক—একুশ

খলপে নৗই—কুড়ি (এক) দুই—বাইশ

খলপে থাম—কুড়ি (এক) তিন—তেইশ

খলপে বীরাই—কুড়ি (এক) চার—চব্বিশ

খলপে বা—কুড়ি (এক) পাঁচ—পঁচিশ

খলপে দক—কুড়ি (এক) ছয়—ছাব্বিশ

খলপে সিনি—কুড়ি (এক) সাত—সাতাশ

খলপে চার—কুড়ি (এক) আট—আটাশ

খলপে চুকু—কুড়ি (এক) নয়—উনত্রিশ

খলপে চি—কুড়ি (এক) দশ—ত্রিশ

খলপে চি সা—কুড়ি (এক) দশ এক—একত্রিশ

খলপে চি নাই—কুড়ি (এক) দশ দুই—বত্রিশ

খলপে চি থাম—কুড়ি (এক) দশ তিন—তেত্রিশ

খলপে চি বীরাই—কুড়ি (এক) দশ চার—চৌত্রিশ

খলপে চি বা—কুড়ি (এক) দশ পাঁচ—পঁয়ত্রিশ

খলপে চি দক—কুড়ি (এক) দশ ছয়—ছত্রিশ

খলপে চি সিনি—কুড়ি (এক) দশ সাত—সাঁইত্রিশ

খলপে চি চার—কুড়ি (এক) দশ আট—আটত্রিশ

খলপে চি চুকু—কুড়ি (এক) দশ নয়—উনচল্লিশ

খলনাই—কুড়ি (দুই) চল্লিশ

খলনাই সা—কুড়ি (দুই) এক—একচল্লিশ

খলনাই নাই—কুড়ি (দুই) দুই—বিয়াল্লিশ

খলনাই থাম—কুড়ি (দুই) তিন—তেতাল্লিশ

খলনাই বীরাই—কুড়ি (দুই) চার—চুয়াল্লিশ

খলনাই বা—কুড়ি (দুই) পাঁচ—পঁয়তাল্লিশ

খলনাই দক—কুড়ি (দুই) ছয়—ছেচল্লিশ

খলনাই সিনি—কুড়ি (দুই) সাত—সাতচল্লিশ

খলনাই চার—কুড়ি (দুই) আট—আটচল্লিশ

খলনাই চুকু—কুড়ি (দুই) নয়—উনপঞ্চাশ

খলনাই চি—কুড়ি (দুই) দশ—পঞ্চাশ
খলনাই চি সা—কুড়ি (দুই) দশ এক—একান্ন
খলনাই চি নাই—কুড়ি (দুই) দশ দুই—বাহান্ন
খলনাই চি থাম কুড়ি (দুই) দশ তিন—তিপ্পান্ন
খলনাই চি বাৗই—কুড়ি দুই' দশ চার—চুয়ান্ন
খলনাই চি বা কুড়ি (দুই) দশ পাঁচ —পঞ্চান্ন
খলনাই চি দক—কুড়ি (দুই) দশ ছয়—ছাপ্পান্ন
খলনাই চি সিনি—কুড়ি (দুই) দশ সাত—সাতান্ন
খলনাই চি চার—কুড়ি (দুই) দশ আট—আটান্ন
খলনাই চি চুকু—কুড়ি (দুই) দশ নয়—ঊনষাট
খলথাম—কুড়ি (তিন)—ষাট
খলথাম সা—কুড়ি (তিন এক—একষট্টি
খলথাম নাই—কুড়ি তিন দুই—বাষট্টি
খলথাম থাম—কুড়ি (তিন) তিন—তেষট্টি
খলথাম বাৗই—কুড়ি (তিন) চার—চৌষট্টি
খলথাম বা—কুড়ি (তিন) পাঁচ—পঁযষট্টি
খলথাম দক—কুড়ি (তিন) ছয—ছেষট্টি
খলথাম সিনি—কুড়ি (তিন) সাত—সাতষট্টি
খলথাম চার—কুড়ি (তিন) আট—আটষট্টি
খলথাম চুকু কুড়ি (তিন) নয়—ঊনসত্তর
খলথাম চি—কুড়ি (তিন) দশ—সত্তর
খলথাম চি সা—কুড়ি (তিন) দশ এক—একাত্তর
খলথাম চি নাই—কুড়ি (তিন) দশ দুই—বাহাত্তর
খলথাম চি থাম—কুড়ি (তিন) দশ তিন—তিয়াত্তর
খলথাম চি বাৗই—কুড়ি তিন দশ চার—চুয়াত্তর
খলথাম চি বা—কুড়ি (তিন) দশ পাঁচ—পঁচাত্তর

খলথাম চি দক—কুড়ি (তিন) দশ ছয়—ছিয়াত্তর

খলাথাম চি সিনি—কুড়ি (তিন) দশ সাত—সাতাত্তর

খলথাম চি চার—কুড়ি তিন দশ আট—আটাত্তর

খলথাম চি চুকু—কুড়ি (তিন) দশ নয়—উনআশি

খল বৗরৗই—কুড়ি (চার)—আশি

খল ৰৗরৗই সা—কুড়ি (চার) এক—একাশি

খল বৗরৗই নৗই—কুড়ি (চার) দুই—বিরাশি

খল ৰৗরৗই থাম—কুড়ি (চার) তিন—তিরাশি

খল ৰৗরৗই ৰৗবৗই—কুড়ি (চাব) চার—চুরাশ

খল বৗরৗই ৰা- কুড়ি (চার) পাঁচ—পঁচাশি

খল বৗরৗই দক—কুড়ি (চার) ছয—ছিয়াশি

খল বৗবৗই সিনি—কুড়ি (চা৵) সাত—সাতাশি

খল বৗবৗই চার—কুড়ি (চাব) আট অষ্টাশি

খল বৗরৗই চুকু—কুড়ি (চাব) নয়—উননব্বই

খল ৰৗবৗই চি- -কুড়ি (চাব) দশ—নব্বই

খল বৗরৗই চি সা—কুড়ি (চার) দশ এক—একানব্বই

খল বৗরৗই 'চ নৗই—কুড়ি (চাব) দশ দুই—ৰিবানব্বই

খল ৰৗরৗই চি থাম—কুড়ি (চার) দশ তিন—তিরানব্বই

খল বৗরৗই চি ৰৗবৗই—কুড়ি (চাব) দশ চার—চুবানব্বই

খল ৰৗরৗই চি ৰা—কুড়ি (চার) দশ পাঁচ—পঁচানব্বই

খল বৗরৗই চি দক—কুড়ি (চার) দশ ছয়—ছিয়ানব্বই

খল ৰৗরৗই চি সিনি—কুড়ি চার) দশ সাত—সাতানব্বই

খল ৰৗরৗই চি চার—কুড়ি (চার) দশ আট—আটানব্বই

খল ৰৗরৗই চি চুকু—কুড়ি (চার) দশ নয়—নিরানব্বই

রাসা—শ' (এক)—একশ'

রাসা সা—শ' (এক) এক—একশ' এক

রাসা চি সা—শ' (এক) দশ এক—একশ' এগার

রাসা খলপে সা—শ' (এক) কুড়ি (এক) এক—একশ' একুশ

রাসা খলপে চি সা—শ' (এক) কুড়ি (এক) দশ এক—একশ' একত্রিশ

রাসা খল থাম চি বীরাই—শ' (এক) কুড়ি (তিন) দশ চার—একশ' চুয়াত্তর

রাবা খলনীই চি দক—শ' (পাঁচ) কুড়ি (দুই) দশ ছয়—পাঁচশ' ছাপ্পান্ন

সাইসা—হাজার (এক) এক হাজার

সাই থাম রা থাম খল থাম চি থাম—হাজার (তিন) শ (তিন) কুড়ি (তিন) দশ তিন—তিন হাজার তিন শ' তিয়াত্তর।

সংখ্যাগুলি পড়ার আগে আমরা মনে করেছিলাম ককবরকের সংখ্যাগুলি কেমন করে সাজানো তা আলোচনা করব। আর বোধ হয় তার প্রয়োজন নাই। আমরা পরিষ্কার দেখতে পেলাম যে ককবরকের সংখ্যা সাজানোতে দশ ও আছে কুড়িও আছে। বিরানব্বই বলতে হলে বলতে হবে চার কুড়ি দশ ও দুই।

ককবরকে গোনার এই রকম ব্যবস্থা থাকলেও কথ্য ভাষায় ছয় বা সাতের বেশী কেউ এগুলি ব্যবহার করেন না। বাংলা সংখ্যাই ব্যবহৃত হয়। গোনার সময় সা, নৈই, থাম ইত্যাদি না বলে কাই সা, কাইনাই, কাইথাম (একটা, দুইটা, তিনটা) বলারই চলন বেশী।

ককতাও (বাক্য) এ সংখ্যা বীমুঙ (বিশেষ্য) কথাই (পদ) এর পরে বসে।

মুসুক মাসা—গরু একটা—একটা গরু।

যদি বীমুঙ এর পর খিলিমা (বিশেষণ) থাকে তবে সংখ্যা খিলিমারও পরে বসে।

মুসুক কহর মাসা—গরু বড় একটা—একটা বড় গরু।

ইংরাজী A man, A cup, A shawl, এই কথাগুলি বাংলায় অনুবাদ করলে কি হবে? একজন লোক, একটি কাপ, একখানা শাল। ঠিকমত অনুবাদ হয়েছে তো? এবার লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে কখন কোন ফাঁকে 'জন, টি, এবং খানা' অনুবাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। এরা

বাংলায় এমন সহজভাবে মিশেছে যে মূল ইংরাজীতে যে এগুলি ছিল না তা আমাদের মনেই থাকে না। এরা কি? আমরা এদেরকে শ্রেণী বিভাজক বললে কেমন হয়?

ইংরাজীতে শ্রেণী বিভাজক নাই। পৃথিবীর আরও অনেক ভাষায় নাই। বাংলায় আছে। সংখ্যায় খুব কম। টা, টি, খানা গাছা ও জন—কুল্লে চার/পাঁচ। ককবরকে এদের সংখ্যা অনেক বেশী।

বাংলায় মানুষ ছাড়া আর কিছুকে 'জন' বলা যাবে না। মানুষকে 'খানা' বলা যাবে না। টা, টি বললে সম্মান ও শ্রদ্ধার অনুপস্থিতি বুঝাবে। ককবরকে শ্রেণী বিভাজকের সংখ্যা যেমন বেশী তেমনি নিয়ম ও বিস্তারিত। নীচে সেগুলি নিয়ম ও উদাহরণসহ দেওয়া গেল।

আমরা ককবরকের শ্রেণী বিভাজকগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করেছি। (১) প্রতিধ্বন্যাত্মক, ও (২) অপ্রতিধ্বন্যাত্মক। নীচে প্রথমে প্রতিধ্বন্যাত্মক শ্রেণী বিভাজকগুলি দেওয়া হল :—

১) ছোট, গোল জিনিসের ক্ষেত্রে 'কল' যোগ হয়।
মকল কলসা—চোখ টা এক—একটি চোখ।

২। মনুষ্যবাচক পদের ক্ষেত্রে 'খরক' যোগ হয়।
বরক খরকসা—মানুষ জন এক—একজন লোক।

৩) মালা, হার, ইত্যাদির সঙ্গে 'তাঙ' যোগ হয়।
খুমতাঙ তাঙসা—মালা টা এক—একটি মালা।

৪) সরু লম্বা জিনিসের ক্ষেত্রে 'তুঙ' ব্যবহার হয়।
খুতুঙ তুঙসা—সূতা গাছা এক—এক গাছা সূতা।

৫) ডিমের সঙ্গে আসে 'তাই'।
বাতাই তাইসা—ডিম টা এক—একটা ডিম।

৬) ফল বা বড় গোল জিনিস বুঝাতে আসে 'থাই'।
থাইপুঙ থাইসা—কাঁঠাল টা এক—একটা কাঁঠাল।

৭) শাখা বুঝাতে 'দেক' যুক্ত হয়।
বেদেক দেকসা—শাখা টা এক—একটি শাখা।

৮) জ্যান্ত গাছ বুঝাতে 'ফাঙ' বসে।

বাফাঙ ফাঙসা—গাছ টা এক—একটা গাছ।

৯) ফুল বুঝালে 'বার' যোগ হয়।

বুবার বারসা—ফুল টা এক—একটি ফুল।

১০) জন্তু বুঝালে 'মা' ব্যবহার হয়।

মুসুক মাসা—গরু টা এক—একটি গরু।

১১) পাতা বুঝালে 'লাই' বসে।

বালাই লাইসা—পাতা টা এক—একটা পাতা।

১২) গর্ত বুঝালে 'লাম' ব্যবহার হয়।

বালাম লামসা—গর্ত টা এক—একটা গর্ত।

এবার আমরা অপ্রতিধ্বন্যাত্মক শ্রেণী বিভাজকগুলি দেখি :—

১৩) গায়ের তিল বুঝাতে হয় 'কক'।

সবাই ককসা—তিল টা এক—একটা তিল।

১৪) মরা গাছ, বাঁশ, কাঠ বা বাঁশের তৈরী লম্বা জিনিস বুঝাতে 'কঙ' যুক্ত হয়।

ওআ কঙসা—বাঁশ টা এক—একটা বাঁশ।

১৫) চ্যাপ্টা, পাতলা কাপড়ের মত জিনিস বুঝাতে 'কাঙ' বসে

রিগনাই কাঙসা—শাড়ী টা এক—একটা শাড়ী।

১৬) টাকার সঙ্গে আসে 'খক'।

রাঙ খকসা—টাকা টা এক—একটা টাকা।

১৭) ঘর, নৌকা ইত্যাদির সঙ্গে আসে 'খুঙ'।

নগ খুঙসা—ঘর টা এক—একটা ঘর।

১৮) মদ বানাতে যে বড়ি লাগে সেটার সাথে যুক্ত হয় ফিল,

চাআন ফিলসা—চুয়ান টা এক—চুয়ান একটা।

১৯) থাপ্পড় শব্দের সঙ্গে বসে 'ফুঙ'।

থাপড়া ফুঙসা—থাপ্পড় টা এক—একটা থাপ্পড়।

২০) চামড়া ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে বসে 'লাপ'।

বুকুর লাপসা—চামড়া টা এক—একটা চামড়া।

২১) পয়সা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় 'লেপ'।

পুইসা লেপসা—পয়সা টা এক—একটা পয়সা। ▼

২২) সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত শ্রেণী বিভাজক হচ্ছে 'কাই'। গোণার সময় কাইসা, কাইনাই বলার রীতি আছে আগেই বলেছি। বাচ্চাদের শ্রেণী বিভাজকগুলি শিখে উঠতে সময় লাগে। যখনই অসুবিধা হয় তারা 'কাই' যোগ করে নেয়। বড়রাও বহু সময় তাই করেন।

তবে উপরের নিয়মগুলো সব সময় সকলে কঠোর ভাবে মেনে চলতে পারেন না। চেরাই মাসা (মা বসে জন্তুর সঙ্গে, চেরাই খরকসা হওয়া উচিত।) বলতে শোনা যায় যখন তখন। এখানে বাইশটি উল্লেখ করলাম। শ্রেণী বিভাজক আরও আছে।

ক্রিয়া—খোলামেলা

নদিয়া : গগনদা, ও গগনদা, বাজারে যাচ্ছ ?

গগন : না, বাজারে না। একটু ডাক্তারের কাছে যাব।

নদিয়া : কেন ? তোমার অসুখ করেছে ? কি অসুখ ? কবে থেকে ?

গগন : না। আমার অসুখ করে নাই। আমি ভালই আছি। বড় ছেলেটা অসুস্থ। জ্বর হয়। বার বার পায়খানায় যায়। পেটে ব্যথা। খাওয়ায় রুচি নেই। চারদিন ধরে এই অবস্থা।

নদিয়া : চারদিন ধরে কি করছ ? আগে ডাক্তারের কাছে গেলে না কেন ?

গগন : টাকা পয়সা নাই। আজ কিছু শোলা বিক্রী করলাম। এখন যাই ডাক্তারের কাছে।

নদিয়া : হাসপাতালে যেতে পারতে ? ওখানে পয়সা লাগে না।

গগন : হ্যাঁ, হাসপাতালে গেলেও কেউ কেউ ভাল হয়।

নদিয়া : ডাক্তারের কাছে গেলেই তো দেবে ইঞ্জেকশান, ওষুধ। কত টাকা !

গগন : হ্যাঁ। তবে কি আর করবো ? তুমি কোথায় চললে ? বাজারে ?

নদিয়া : না। আমি একটু করিমদের বাড়ী যাব। বর্ষাকাল আসছে। ঘর কয়টা ঠিক করতে হয়। চালে ছানি নাই। খুঁটিও নষ্ট। উইয়ে ভরা। এক বছরেই খুঁটি যায়।

গগন : আমারও তো খুঁটি নাই। গোয়াল ঘরটা সবার আগে ঠিক করতে হয়। গরু কয়টার বড় কষ্ট হয় বর্ষাকালে।

নদিয়া: আমার গোয়াল ঘরটা ঠিক আছে। রান্না ঘরটা ঠিক করতে হবে। পেটের চিন্তাটা আগে করতে হয়। আচ্ছা যাই আমাদের বাড়ীতে এসো। একেবারে ভুলেই গেলে আমাদের।

গগন : আরে না ভাই। ভুলে যাই নি। সময় পাই না। আসব।

—o—

নদিয়া: দা গগন, অ দা গগন, বাজার' দে থাঙ ?

গগন : ই হি বাজার' ইয়া। কিসা ডাকতারনি আর' সি ?

নদিয়া: তামনি বাগাই ? নাঙ লু দে লুম ? বাহাই কুলুম ? বাফুকনি সিমি ?

গগন : ই হিঁ, আঙ লুময়া। আঙ কাহাম কাবাঙ। সা অকরা সে কুলুম। লুম'। মাব মাব ফাতার' থাঙগ। বহগ সাজাগ'। চানানি মুচুঙজাগয়া। সালবাবাই রমই অমতাই ন।

নদিয়া: সালবাবাই রমই তাম' খালাইঅই তঙ ? তামনি বাগাই সাকাঙগ ডাকতারনি আর' থাঙয়া বা ?

গগন : রাঙ পুইসা বারাই। তিনি হলা কিসা ফালখা। তাবুক ডাকতারনি আর' থাঙগ।

নদিয়া: হাসপাতাল ফান থাঙমান খাম' বালা ? অর' পুইসা নাঙ গিয়া।

গগন : আঅ। হাসপাতাল' থাঙগই ব বাগসা হাম'।

নদিয়া: ডাকতারনি আর' থাঙখাই ন ইঞ্জেকশানরগ, বিথিরগ রানাই। বাসাক রাঙ।

গগন : আঅ। তাম' খালাইনাই ? নাঙ বার' থাঙ ? বাজার' দে ?

নদিয়া : ইঁহিঁ। আঙ করিমসঙনি আর' সে কিসা থাঙ নাই। অআতৌইনি মল ফাইঅ। নগরগ সানামনা নাঙগ। নক-খুঙগ সন কাৰাই। পালারগ ব হামলিয়া। উরিবগ কুপলুঙ। বিসি কাইসানি বিসিঙ পালারগ থাঙগ।

গগন : আনি ব পালা কাৰাই বাইখা। গুআই নগ পুইলা সানামনা নাঙগ। অঅ তাইনি মল' মুসুকরগ বেলাই দুখু মান'।

নদিয়া : আনি গুআই নগ কাহাম ন তঙগ। গানতি নগ সে সানা-মনা নাঙগ। বহগনি বাগাই সে সাকাঙগ অআনা নাঙগ। হিঙখাই, আঙ থাঙখা। চিনি নগ' ফাইদি। চাঙন পগই দে থাঙ বাইখা ?

গগন : হ হিঁ তাখুক। পগই থাঙলিযা। সময় মাইয়া। ফাইআনু।

ব্যাকরণ—ককমা

ক্রিয়া—খীলায়মা

ক্রিয়া পদটি হলো বাক্যের প্রাণ। হওয়া, করা, খাওয়া, যাওয়া, পড়া, লেখা, শেখা, হাটা, চলা দৌড়ানো ইত্যাদি বুঝায় যে পদে তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

ককবরকে হওয়া—তঙ—ক্রিয়াপদটি বর্তমান কালে সব সময় ব্যবহৃত হয় না। অনির্দিষ্ট বর্তমান কালে বাংলায় ও ককবরকে এর ব্যবহার নাই। নীচে একটি বাক্যকে বিভিন্ন ভাষায় দেওয়া গেল—

রাম চেরাই কাহাম।

রাম ভাল ছেলে।

রামঃ উত্তমঃ বালকঃ।

রাম আচ্ছা লেড়কা হ্যায়।

Ram is a good boy.

এই বাক্যটিতে ইংরাজীতে IS এবং হিন্দিতে হ্যায় আছে। কিন্তু বাংলা, ককবরক বা সংস্কৃতে এর কোন প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু বাক্যটি যদি অতীত বা ভবিষ্যৎ কালে হয় তখন অন্য কথা। তখন 'ছিল' বা 'হবে'—'তঙখা, তঙনাই'—ব্যবহার করতে হবে। যেমন—

রাম চেরাই কাহাম তঙখা।

রাম চেরাই কাহাম তঙনাই।

প্রত্যেক ভাষাতেই ক্রিয়াপদকে সকর্মক ও অকর্মক এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যে ক্রিয়ার কর্ম আছে তাকে সকর্মক আর যার কর্ম নেই তাকে অকর্মক বলে। ককবরকেও সকর্মক আর অকর্মক এই দুইরকম ক্রিয়াপদ আছে। কোন কোন ক্রিয়াপদ সকর্মক ও অকর্মক দুইরূপেই ব্যবহৃত হয়। যেমন :—

বরগ থাঙখা—ওরা চলে গেছে—অকর্মক।

বরগ বাজার' থাঙখা—ওরা বাজারে গেছে—অকর্মক।

চাঁঙ চাঅই তঙগ—আমরা খাচ্ছি—অকর্মক।

চাঁঙ মাই চাঅই তঙগ—আমরা ভাত খাচ্ছি—সকর্মক।

কর্তা যা করে দেখে, ইত্যাদিকে কর্ম—সামুঙ—বলে। তঙ এবং আঙ ক্রিয়াপদ দুটি সব সময়ই অকর্মক। এই দুটি ছাড়া অন্য যে কোন ক্রিয়াপদকে কি এবং কাকে প্রশ্ন করলে যদি কোন উত্তর আসে তবে ক্রিয়াপদটি সকর্মক। যে উত্তরটি আসে সেটাই ক্রিয়ার কর্ম। কোন উত্তর না এলে ক্রিয়াটি অকর্মক।

১। রাম চেরাই কাহাম তঙখা—রাম ভাল ছেলে ছিল।

২। বরগ মাই চাঅ—ওরা ভাত খায়।

৩। দিলীপ চাঁন' পত্রিকা রাঅ—দিলীপ আমাদিগকে পত্রিকা দেয়।

৪। আনি বাবু বাজার' থাঙখা—আমার বাবা বাজারে গিয়েছেন।

প্রথম বাক্যে ক্রিয়া তঙ। এটিকে প্রশ্ন করতে হবে না। এটি অকর্মক। দ্বিতীয় বাক্যটিতে ক্রিয়া চা। এটিকে প্রশ্ন করা যাক।

প্রশ্ন-১ : বরগ তাম' চা ?—ওরা কি খায় ?

উত্তর : মাই—ভাত।

প্রশ্ন-২ : বরগ বন' চা—ওরা কাকে খায় ?

উত্তর : হয় না।

অর্থাৎ এই চা ক্রিয়াটির এখানে একটিই কর্ম। সেটি হলো 'মাই'।

তৃতীয় বাক্যটিতে ক্রিয়াপদ রী। আবার আমাদের প্রশ্নগুলি করি।

প্রশ্ন-১ : দিলীপ তাম' রী ?—দিলীপ কি দেয় ?

উত্তর : পত্রিকা।

প্রশ্ন-২ : দিলীপ বন' রী ?—দিলীপ কাকে দেয় ?

উত্তর : চীন'—আমাদেরকে।

এই রী ক্রিয়াপদটির এখানে দুটি কর্ম। 'কি' প্রশ্নের উত্তর যেটি সেটিকে বলে মুখ্য কর্ম আর 'কাকে' প্রশ্নের উত্তর যেটি তাকে গৌণ কর্ম বলে। যার সুবিধা, অসুবিধা ভাল বা মন্দর জন্য ক্রিয়াটি সাধিত হয় তাকেই গৌণ কর্ম বলে। গৌণ কর্ম সাধারণতঃ মানুষ বা মনুষ্য বাচক হয়।

চতুর্থ বাক্যে ক্রিয়া থাঙ। দেখা যাক প্রশ্ন করে।

প্রশ্ন-১ : বাবু তাম' থাঙখা ?—বাবা কি গিয়েছেন ?

উত্তর : হয় না।

প্রশ্ন-২ : বাবু বন' থাঙখা ?—বাবা কাকে গিয়েছেন ?

উত্তর : হয় না।

অর্থাৎ থাঙ ক্রিয়াপদটি অকর্মক।

ক্রিয়াপদকে সমাপিকা ও অসমাপিকা এই দুই ভাগেও ভাগ করা হয়ে থাকে। বাক্যে যে ক্রিয়াপদটি 'অ', 'খা', 'নাই' এই কাল চিহ্ন ধারণ করে তাদের সমাপিকা ক্রিয়া আর যারা কাল চিহ্ন ধারণ করে না তাদের অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।

দিলীপ পত্রিকা রীঅ—দিলীপ পত্রিকা দেয়।

বাবু বাজার' থাঙখা—বাবা বাজারে গিয়েছেন।

প্রসুন সাইরিগ খুঙনাই—প্রসুন বিকালে খেলবে।

উপরের বাক্য তিনটিতে রী, থাঙ এবং থুঙ ক্রিয়াগুলি সমাপিকা ক্রিয়া। এবার নীচের বাক্যগুলি একটু পরীক্ষা করি—

১। আমি মেলা দেখতে যাব—আঙ বাননি নুগনানি থাঙনাই।

২। তিনি এখানে এসে আমাকে দেখলেন—ব অর' ফাইঅই আন' নুগখা।

৩। তিনি আসলে তোমার কথা বলব—ব ফাইখে আঙ নিনি কক সানাই।

প্রথম বাক্যটিতে দুইটি ক্রিয়াপদ আছে। 'দেখতে' আর 'যাব'। যাব ক্রিয়াপদটিতে ভবিষ্যৎ কালের চিহ্ন আছে। এটি সমাপিকা ক্রিয়া। 'দেখতে' ক্রিয়াপদটিতে কালচিহ্ন নাই। এটি অসমাপিকা ক্রিয়া। বাংলায় 'দেখ্'-এর সঙ্গে তে যুক্ত হয়েছে। এই বাক্যটি ইংরেজীতে অনুবাদ করলে হবে—I shall go to see the fair. ইংরাজী ব্যাকরণে একে to infinitive বলে। বাংলায় এর নাম—ইতে অসমাপিকা। একটা বিষয় মনে রাখা দরকার যে এই প্রথম বাক্যটিকে অন্যভাবেও বলা যায়। যথা—

আমি মেলা দেখার জন্য যাব—আঙ বান'ন নুগনানি বাগাই থাঙনাই। এখন আর 'দেখ' ক্রিয়াপদটি ক্রিয়াপদই রইল না। কিন্তু এই বাক্যটির হুবহু ইংরাজী অনুবাদ—I shall go for to see the fair—গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের সিদ্ধান্ত : ককবরকে—নানি প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদ অসমাপিকা। কিন্তু পরে বাগাই থাকলে তা অসমাপিকা নয়। নানি প্রত্যয়টি সংস্কৃত তুমুন প্রত্যয়ের অনুরূপ।

দ্বিতীয় বাক্যটিতে 'এসে'—ফাইঅই' এবং 'দেখলেন'—'নুগখা' এই দুটি ক্রিয়াপদ। 'দেখলেন'—'নুগখা'র সঙ্গে অতীত কালের চিহ্ন বসেছে। এটি সমাপিকা ক্রিয়া। 'এসে' ক্রিয়াপদটি 'আসিয়া'র সংক্ষেপিত রূপ। বাংলার—ইয়া প্রত্যয়টি অসমাপিকার চিহ্ন। এটি সংস্কৃত ক্ত্বাচ্ ও ল্যপ্ প্রত্যয়ের অনুরূপ। ইংরেজী present participle-এর চিহ্ন ing-টিও বাংলা ইয়ার অনুরূপ। ককবরকের

অনুরূপ প্রত্যয়টি হলো—অই। এই সম্পর্কে আর একটি জিনিস মনে রাখার জন্য নীচের বাক্যটি দেখি—

ব ফাইঅই তঙগ—সে আসিতেছে।

ককবরকে কালের ঘটমান অবস্থা বুঝাবার জন্য মূল ক্রিয়াপদের সাথে অই এবং তার পরে তঙ এবং শেষে তঙ-এর সঙ্গে কালচিহ্ন অ, খা, অথবা নাই যোগ হয়। সুতরাং কেবল মূল ক্রিয়াব সঙ্গে অই থাকলেই অসমাপিকা ধরে নিলে হবে না। আমাদের সিদ্ধান্ত : ককবরকে—অই প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া অসমাপিকা, কিন্তু পরে তঙ থাকলে তা অসমাপিকা নয়।

এবার তৃতীয় বাক্যটিকে দেখি। এখানেও দুটি ক্রিয়াপদ। 'আসলে—ফাইখে' এবং 'বলব—সানাই'। 'বলব—সানাই' এব সঙ্গে ভবিষ্যৎ কালের চিহ্ন যুক্ত হয়েছে। সুতরাং এটি সমাপিকা ক্রিয়া। 'আসলে' ক্রিয়াপদটি 'আসিলে'র পরিবর্তিত রূপ। বাংলায়—ইলে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদগুলিকে অসমাপিকা বলেই ধরা হয়। কিন্তু এই বাক্যটিকে ইংরাজী বা সংস্কৃতে অনুবাদ করলে বাক্যগুলি অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়। তবু আমরা—খে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদগুলিকে অসমাপিকাই বলব।

কিন্তু এখানেও আরেকটি বিষয় দেখবার আছে। উপরের দ্বিতীয় বাক্যটিকে আবার দেখি।

তিনি এখানে এসে আমাকে দেখলেন।

এই বাক্যটিকে সাধু বাংলায় লিখতে হয় কেমন করে?

তিনি এইস্থানে আগমন করিয়া আমাকে দেখিলেন।

এটির ককবরক অনুবাদ করি—

ব অর' ফাই খালাইঅই আন' নুগখা।

কিন্তু এই বাক্যটিকেও বলতে শুনি এইরকম :—

ব অর' ফাইখে আন' নুগখা।

এখানে খালাইঅই সংকুচিত হয়ে খে হয়ে গেছে। অর্থাৎ ফাইখে

পদটির অর্থাৎ 'আসিয়া' এবং 'আসিলে' দুটিই হয়। তবে দুইটি অসমাপিকা। সুতরাং ককবরকে খে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদও অসমাপিকা।

নিজন্ত প্রকরণ

রাম পড়ছে।

ভখিরায় পড়াচ্ছে।

জন ছবি দেখছে।

আবদুল অফিসারকে গ্রাম দেখাচ্ছে।

সে কবিতা শিখছে।

আমি অভিকে অঙ্ক শেখাই।

পড়া—পড়ানো, দেখা—দেখানো, শেখা—শেখানো। প্রথম পদটি থেকে দ্বিতীয়টি তৈরী হয়েছে। এই রূপান্তরকে বাংলায় ও সংস্কৃতে নিজন্ত প্রকরণ বলে। পড়ানো, দেখানো ইত্যাদি ক্রিয়াপদকে ইংরাজীতে causative বলা হয়। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় নিজন্ত প্রকরণের নিয়মও ভিন্ন। কোন ভাষায় নিয়মগুলি অত্যন্ত সহজ আবার কোথাও এগুলি তুলনামূলকভাবে জটিল। বাংলা ও হিন্দীতে নিজন্ত প্রকরণের নিয়মগুলি খুব সরল ও সাবলীল। সংস্কৃত ও ইংরাজীতে এগুলি তত সরল নয়। আসলে ইংরাজীতে নিজন্ত প্রকরণের এলাকায় খুব অল্প সংখ্যক ক্রিয়াপদই আসে।

ককবরকের নিজন্ত প্রকরণের নিয়মগুলি নীচে আলোচনা করা গেল। ককবরকে ক্রিয়াপদের আগে ফ, ব, ম, স এবং ক্রিয়ার পরে জাক অথবা রৌ যোগ করে নিজন্ত প্রকরণ করা হয়। ফ, ব, ম, এবং স পরবর্তী ক্রিয়াপদের প্রথম স্বরধ্বনিটি যোগে ঐ ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ফ : মুগ—দেখা : ফুমুগ—দেখানো। (ফ্-এর সঙ্গে মু-এর প্রথম স্বরধ্বনি উ যুক্ত হয়েছে)
কাকা আন' সিনেমা কাইসা ফুমুগখা।
কাকা আমাকে একটা সিনেমা দেখিয়েছেন।

ব : থক—থামা : বথক—থামানো (ব্+অ=ব)
বন' বথকদি।
ওকে থামাও।

ম : থু—ঘুমানো : মুথু—ঘুম পাড়ানো (ম+উ=মু)
আঙ তাবুক চেরাইন' মুথুনাই।
আমি এখন বাচ্চাকে ঘুম পাড়াব।

স : বায়—ভেঙ্গে যাওয়া : সাবায়—ভেঙ্গে ফেলা (স্+আ=সা)
উমা মাথয়া কাইনাই সাবায়খা।
উমা দুটো চুড়ি ভেঙ্গেছে।

জাক : সা—বলা : সাজাক—কথিত হওয়া, বলানো।
লোকসভাঅ ত্রিপুরানি কক সাজাকখা।
লোকসভায় ত্রিপুরার কথা বলা হয়েছে।

বী : চা—খাওয়া : চাবী—খাইয়ে দেওয়া, খাওয়ানো।
আচুন' চারীদি।
দাদুকে খাওয়াও।

বর্তমান কাল—ভাবুক জবা

আমার নাম অমল। আমি পড়ি। আমি উমাকান্ত স্কুলে পড়ি। আমার মা কাজ করেন। তিনি হাসপাতালে কাজ করেন। তিনি নার্সের কাজ করেন আমার বাবা শিক্ষক। তিনি স্কুলে পড়ান। আমার বড় ভাইও পড়ে। সে কলেজে পড়ে। বড় ভাইকে আমি দাদা ডাকি। আমার দিদি গান শিখে। দিদি স্কুলেও যায়। আমার বোন কমলা। ও শুধু খেলে। ও ঠাকুরদাদাকে ভাই ডাকে। আমি রোজ বিকালে মাঠে যাই। আমার বন্ধুরাও আসে। আমরা সকলে মাঠে খেলি। সন্ধ্যায় বাড়ীতে ফিরে আসি। রাত্রে ঠাকুরদা গল্প বলেন। আমরা গল্প খুব ভালবাসি। আমরা দাদুকেও খুব ভালবাসি।

—o—

আনি মুঙ অমল। অ'ঙ পাড়িঅ। আঙ উমাকান্ত স্কুল' পাড়িঅ। আনি আমা সামুঙ তাঙগ। ব হাসপাতাল' সামুঙ তাঙগ। ব নার্সনি সামুঙ তাঙগ। আনি বাবু ফাবীঙনায়। ব স্কুল' পাড়িরীঅ। আনি তাখুক কতবর ব প'ড়িঅ। ব কলেজ' পড়িঅ। আঙ তাখুক কতবন দাদা নীঙগ। আনি বাই বীচাবনানি সীরীঙগ। বাই স্কুল' ব থাঙগ। আনি বীকীই কমলা। ব খুঙমুঙ ন তাঙগ। ব আচুন ভাই নীঙগ। আঙ সাল বীরীম বীরীম সাইরিগ' মাঠ' থাঙগ। আনি ইযারসঙ ব ফাইঅ। চাঁঙ জততত' ন মাঠ' থুঙগ। সানজাঅ নগ কিফিলই ফাইঅ। হর' আচু কেরাঙ কথমা সাঅ। চৌঙ কেরাঙ কথমা জববুই হামজাগ'। চাঁঙ আচুন' ব জববুই হামজাগ'।

ব্যাকরণ—ককমা

কাল-জরা, নিত্যবর্তমান কাল—তাবুক জরা

ককবরকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনটি কাল আছে। পৃথিবীর সব ভাষাতেই এই তিনটি কাল আছে। যে সব ঘটনা ঘটে গেছে সেগুলি অতীত, যা ঘটবে তা ভবিষ্যৎ, এবং বাকি সব বর্তমান। ককবরকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই তিনটি কালেরই দুটি করে রূপ হয় — নিত্য ও ঘটমান। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা যে বাক্যগুলি পড়লাম সেগুলি সবই নিত্য বর্তমান কালে।

নীচের বাক্যগুলি একটু লক্ষ্য করি।

আমি পড়ি—আঙ পড়িঅ।

আমরা খেলি—চাঙ থুঙগ।

ঠাকুরদা গল্প বলেন—আচু কেরাঙ কথমা সাঅ।

আমরা দাদুকে ভালবাসি—চাঙ আচুন' হামজাগ'।

এই বাক্যগুলিতে ক্রিয়াপদগুলি হলো: পড়ি, থুঙ, সা, এবং হামজাগ। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে বাক্যে ব্যবহৃত এই ক্রিয়াপদ গুলির প্রতিটির সঙ্গে অ যুক্ত হয়েছে। এই অ ককবরকে বর্তমান-কালের চিহ্ন। বর্তমানকালে কোন বাক্য গঠন করতে হলে সব সময়েই ক্রিয়াপদের সঙ্গে অ যোগ করতে হবে।

এবার আমরা কয়েকটা বাংলা ইংরাজী ও ককবরক বাক্য পাশাপাশি দেখি।

I eat—আমি খাই — আঙ চাঅ।

You eat — তুমি খাও — নাঙ চাঅ।

You eat — আপনারা খান — নরগ চাঅ।

He eats — সে খায় — ব চাঅ।

এই বাক্যগুলিতে তিনটি ভাষারই এক একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় বাক্যের কর্তা আমি, তুমি, আপনি বা সে হলে খা-

ক্রিযা পদটির সঙ্গে, নিত্য বর্তমানকালে, — ই,—ও, এবং —ন যোগ করতে হয়। ইংরাজীতে কর্তা I, you অথবা he হলে, নিত্য বর্তমান কালে, কেবল Third person singular number এর বেলায় s যোগ করতে হয। অন্যত্র শুধু eat ক্রিযাপদটিই বসবে।

ককবরকে নিযমটি সবচেয়ে সোজা। নিত্য বর্তমানকালের বাক্যে সবত্র ক্রিযাপদের শেষে অ যুক্ত হয়। সকল পুরুষে, সকল বচনে, সকল লিঙ্গে একই নিযম। ব্যতিক্রম নাই।

এতে অবশ্য সুবিধা অসুবিধা দুইই আছে। যারা ককবরক শিখবেন তাদের জন্য এটা একটা বড় সুবিধা। কিন্তু বাংলায় খাই, খাও, খায বা খান বললেই কর্তা যে আমি, তুমি, সে, বা তিনি তা বুঝা যায। কিন্তু ইংরাজীতে eat বা ককবরকে চাঅ বললে কিছুই বুঝায় না। ইংরাজী ও ককবরকে ক্রিযার সঙ্গে কর্তাটিকেও পরিষ্কার করে বলতে হয়। ককবরকে আঙ চাঅ, নীঙ চাঅ, ইত্যাদি বললে তবেই অর্থ পরিষ্কার হয়। নইলে হয় না।

অতীত কাল—সাইম্যা জরা

এই ছেলেটির নাম তখিরায়। ও আমার কাকার ছেলে। এরা উদয়পুরে থাকে। ও গতকাল আমাদের বাড়ী এসেছে। ওর বাবাও এসেছেন। ওর বাবা আমার কাকা হন।

গতকাল বাবা বাজারে গিয়েছিলেন। তিনি বাজার থেকে মাছ এনেছিলেন। তিনি একটা কাপড় কিনেছেন। তিনি আজ দুইটা চাদর বিক্রি করেছেন। আমার ঠাকুরমা পাছড়া বুনেন।

এই মেয়েটির নাম উমা। ও কুমারঘাটে থাকে। ও আমার মাসীর মেয়ে। আমার মেসোমশায় ফরেষ্টার। উমা মেলাঘর গিয়েছিল মেলাঘরে উমার পিসীর বাড়ী। ওর পিসেমশাই দারোগা। উমা মেলাঘরে চারদিন ছিল। ও গত পরশুদিন আমাদের বাড়ী এসেছে। ও আমাকে তিনটা খেলনা দিয়েছে।

—০—

অ চেরাইনি মুঙ তখিরায। ব আনি কাকানি বাসাল। বরগ উদয়পুর' তঙগ। ব মিয়া চিনি নগ' ফাইখা। বিনি বাফা ব ফাইখা। বিনি বাফা আনি কাকা।

মিয়া আনি বাবু বাজার' থাঙখা। ব বাজারনি আ তুবুখ'। ব রি কাঙসা পাইখা। ব তিনি দুলাই কাঙনাই ফালখা আনি আচুই রিতরাগ তাগ'।

অ বারাইনি মুঙ উমা। ব কুমারঘাট' তঙগ। ব আনি মইনি বাসাজুক। আনি মুআ ফরেষ্টার। উমা মেলাঘর' থাঙখা। বিনি

পিনি নগ মেলাঘর'। বিনি পিআ দারোগা। উমা মেলাঘর' সালবীরাই তঙখা। ব উসকাঙগ' চিনি নগ' ফাইখা। ব আন' থুঙজাকনাই মুঙথাম রাখা।

ব্যাকরণ-ককমা

অতীতকাল—লাইমা জরা

নিত্য অতীতকালের (লাইমা জরা) কথা প্রকাশ করতে ককবরকে ক্রিয়াপদের শেষে-খা যুক্ত হয়।

বাংলা ও ককবরক ভাষীদেব মধ্যে অতীতকালের বাক্যকেও বর্তমান কালে বলার একটা প্রবণতা আছে। যথা—

(১) গতকাল বাবা বাজারে গিয়েছিলেন।

(২) গতকাল বাবা বাজারে যান।

১নং বাক্যটি অতীতকালে আব ২নং বাক্যটি বর্তমানকালে। কিন্তু বাক্য দুটি সমার্থক। ককবরকেও তাই।

(১) মিয়া বাবু বাজার' থাঙখা।

(২) মিয়া বাবু বাজার' থাঙগ।

এখানেও প্রথম বাক্যটি লাইমা জবায (অতীত কাল) আর দ্বিতীয বাক্যটি তাবুক জরায় (বর্তমান কাল)। কথা বলার সময বক্তা লাইমা জরার বাক্যও তাবুক জরায় বলতেই পছন্দ করেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইংরাজী ভাষায এই বাক্যটি বর্তমান কালে বলা যাবে না। ইংরাজীতে কাল (tense) এর ব্যবহার অবশ্য করণীয়।

ককবরকে ক্রিয়াপদের অন্তে 'মানি' যোগ করেও অতীতকাল প্রকাশ করা হয়। নীচের বাক্যগুলি দেখি।

আঙ ই হোষ্টেল' তঙমানি—আমি এই হোষ্টেলে ছিলাম/ থাকতাম।

ব কলকাতাঅ থাঙমানি—তিনি কলকাতা গিয়েছিলেন।

বরগ আফুরু বিথি চামানি—ওরা তখন ওষুধ খেয়েছিল।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে—খা প্রত্যয় ও—মানি প্রত্যয়যুক্ত অতীত কালের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। মানি প্রত্যয় দূর অতীত বুঝায়। বাংলার ইয়াছ, ইয়াছি, ইয়াছেন ইত্যাদি প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়ায়, অর্থাৎ ইংরাজীর present perfect tense এ মানি প্রত্যয় হবে না, —খা হবে। তবে—খা প্রত্যয সর্বত্রই হবে।

ভবিষ্যৎ কাল—ফাইনাই জরা

আমি সুন্দর জামা পরেছি। আমরা আজ চৌদ্দ দেবতার বাড়ী যাব। আজ কমলার জন্মদিন। আজ সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ীতে অনেক লোক আসবে। আমার দিদি গান গাইবে। আমার দাদা বাঁশী বাজাবে। সবাই কমলাকে উপহার দেবে। ও অনেক জিনিস পাবে। কমলার বন্ধুরা আসবে। আজ কমলা খুব হাসবে। অন্যদিন ও খুব কাঁদে।

আগামীকাল সকালে উমা চলে যাবে। •দুপুরবেলা তখিরায়ও চলে যাবে। কাল রাত্রে আমার মামা আসবেন। মামা আমাকে খুব ভালবাসেন। মামা অনেক জিনিস আনেন। আমি অনেক জিনিস পাই। মামা আসলে মা খুব খুশী হন।

—o—

আও কামচালাই নাইথক চুমথা। চাঙ তিনি চৌদ্দ দেবতা মতাইঅ থাঙনাই। তিনি কমলানি আচাইমানি সাল। তিনি সানজা জবাঅ চিনি নগ' বরক কাবাঙ ফাইনাই। আনি বাই রাচাবনাই। আনি দাদা সুমুই তামনাই। জত'ন' কমলান' উপহার বানাই। ব মানাই কাবাঙ মাননাই। কমলানি বাইআপসঙ ফাইনাই। তিনি কমলা জববুই মানাইনাই। ব কুবুনি সাল' বেলাই কাব'।

খানা ফুঙগ উমা থাঙনাই। দিপর' তখিরায় ব থাঙনাই। খানা হব' আনি মামা ফাইনাই। মামা আন' জববুই হামজাগ'। মামা মানাই কাবাঙ তুবুঅ। আঙ মানাই কাবাঙ মান'। মামা ফাইখে আমা জববুই তঙথকজাগ'।

ব্যাকরণ—ককমা
ভবিষ্যৎ কাল—ফাইনাই জরা

ফাইনাই জরায় (নিত্য ভবিষ্যৎ কাল) ক্রিয়াপদের শেষে-নাই যোগ করতে হয়। সমস্ত পুরুষ, বচন ও লিঙ্গে একই নিয়ম।

' ভবিষ্যৎ কাল সম্বন্ধে উপরে কেবল একটি চিহ্নই দেওয়া হয়েছে। সেটি 'নাই'। কিন্তু ভবিষ্যৎ কালের চিহ্ন হিসাবে ককবরকে আরও একটি চিহ্ন প্রচলিত আছে। সেটি হলো 'আনু' বা উানু। যেমন :

আঙ থাঙনাই—আমি যাব।

আঙ থাঙগানু—আমি যাব।

নাঁঙ চানাই—তুমি খাবে।

নাঁঙ চাউানু—তুমি খাবে।

বরগ ফাইনাই—তারা আসবে।

বরগ ফাইআনু—তারা আসবে।

ক্রিয়াপদের অন্তে আ ধ্বনি থাকলে আনু প্রত্যয়টি উানু হয়ে যায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভবিষ্যত কালের চিহ্ন 'নাই' এবং 'আনু/উানু'র মধ্যে সামান্য অর্থগত পার্থক্য আছে। আপাত দৃষ্টিতে দুটিই ভবিষ্যত কালের চিহ্ন। কিন্তু আনু/উানুতে কেবল সম্ভাব্যতা বুঝায়, নিশ্চয়তা বুঝায় না।

আঙ খানা টাকারজলা থাঙগানু। এই বাক্যটির প্রকৃত অর্থ 'আমি আগামীকাল টাকারজলা যেতে পারি'। অর্থাৎ বক্তার যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে তিনি এ সম্বন্ধে নিশ্চিত নন।

কিন্তু 'আঙ খানা টাকারজলা থাঙনাই।' এই বাক্যটির অর্থ 'আমি আগামীকাল টাকারজলা যাব।' অর্থাৎ বক্তা তার যাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত। তবে ভাষার সূক্ষ্ম পার্থক্য (nuances) সকল বক্তার কাছে সুস্পষ্ট নাও থাকতে পারে। একথা সকল ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অল্প শিক্ষিত ইংরাজের কাছে 'May I come in sir'? এবং 'Can

I come in, Sir'? এর পার্থক্য খুব স্পষ্ট নয়। স্বাভাবিক ভাবেই ককবরকেও একথা প্রযোজ্য। সকলেই ভাষাটি ব্যবহার করেন। কিন্তু সকলেরই ভাষাটির সম্যক উপলব্ধি আছে এই কথা বলা শক্ত। হিন্দী ব্যাকরণে 'আমি' ও 'আমরা' দুটি আলাদা শব্দ। লিখিত ভাষায় দুটিই সুস্পষ্ট ভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কেবল উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের বাদ দিলে শতকরা সত্তর জন হিন্দী ভাষী কেবল আমরা—হাম—ব্যবহার করেন উভয় অর্থে। একই ভাবে 'নাই' এবং 'আনু/ডানু' যুক্ত ক্রিয়াপদের অর্থগত (semantic) সামান্য পার্থক্য সকল ককবরক বক্তার কাছে হয়ত স্পষ্ট নয়। কিন্তু বেশীর ভাগ বক্তাই এ সম্বন্ধে সচেতন বলে মনে হয়। আমরা আমাদের বলায় ও লেখায় এই পার্থক্য মনে রেখে চলব।

ঘটমান বর্তমান কাল—তাবুক তঙমা জরা

এখন সকালবেলা। আমি পড়ছি। আমার মা রান্নাঘরে রান্না করছেন। আমার বাবা পুকুরে স্নান করেছেন। ঠাকুরমা ফুল তুলছেন। কমলা মুড়ি খাচ্ছে। দিদি মাছ কাটছে। রাস্তা দিয়ে দুটো রিক্সা যাচ্ছে। একজন লোক ও একটি মহিলা এ দিকে আসছেন। আমি ওঁদেরকে চিনি। ঐ লোকটির নাম মলিনবাবু আর তাঁর সঙ্গের মহিলাটির নাম মলিনা দেবী। মলিনবাবুর স্ত্রী মলিনা দেবী। মলিনবাবু ডাকঘরে কাজ করেন। তিনি অসুস্থ। মলিনা দেবী তাঁর স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছেন।

দিদি আসছে। আমার দিদি খুব ভাল। দিদি গান শেখে। ও আমাকে খুব ভালবাসে। দিদি একটা কলম আনছে। আমি কলম দিয়ে লিখব। আমি দশটার সময় স্কুলে যাব। আমার বন্ধু আমার সঙ্গে স্কুলে যায়।

—০—

তাবুক ফুঙ। আঙ পরিঅই তঙগ। আনি আমা গানতিনগ' সঙগই তঙগ। আনি বাবু পুখিরিঅ তৌকাই তঙগ। নানা খুম খলই তঙগ। কমলা উরীম চাঅই তঙগ। বাই আ সাইঅই তঙগে। লামাতাই রিক্সা খুঙনাই থাঙগই তঙগ। বরক খরকসা তাই বীরাই খরকসা ইয়াও ফাইঅই তঙগ। আঙ বরগন' সিনিঅ। আ বরকনি মুঙ মলিনবাবু, তাই বিনি লগিনি বীরাইনি মুঙ মলিনা দেবী। মলিনা দেবী মলিনবাবুনি বিহিক। মলিনবাবু পোস্টাপিস' সামুঙ তাঙগ। বিনি সাক হাময়া। মলিনা দেবী বিনি বীসায়নি লগি থাঙগই তঙগ।

বাই ফাইঅই তঙগ। আনি বাই জবরুই কাহাম। বাই রাঁচাবনানি সাঁরাঁঙগ। ব আন' জবরুই হামজাগ'। বাই কলম কংসা তুবুঅই তঙগ। আঙ কলম বাই সাইনাই। আঙ দশটা জরা ইস্কুল' থাঙনাই। আনি ইয়ার আনি লগি ইস্কুল' থাঙগ।

ব্যাকরণ—ককমা

ঘটমান বর্তমান কাল—তাবুক তঙমা জরা

আগেই বলা হয়েছে যে ককবরকে কালের কেবল ঘটমান ও নিত্য এই দুইরূপ হয়। ঘটমান বুঝাবার জন্যে ক্রিয়াপদের শেষে 'অই তঙ' এবং তার পরে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের চিহ্ন —অ —খা, —নাই, যুক্ত হয়।

আমি পড়ছি— আঙ পড়ি+ অই তঙ+অ।
আঙ পড়িঅই তঙগ।
তিনি খাচ্ছেন— ব চাঅই তঙগ।
মহিলাটি কাঁদছেন—অ বীরাই কাবই তঙগ
ছেলেরা খেলেছে— চাঁলারগ থুঙগাই তঙগ।

উপরের বাক্যগুলিতেই দেখা যায় যে. পুরুষ বচন অথবা লিঙ্গ ভেদে ক্রিয়ার কাল চিহ্নের কোন পরিবর্তন হয় না।

ভাষায় ঘটমান বর্তমানকালে বাক্যগঠনের ব্যবস্থা থাকলেও ককবরক ভাষীরা সাধারণত: নিত্য বর্তমানে বলতেই বেশী পছন্দ করেন। সুতরাং ঘটমান বর্তমান কালের ব্যবহার খুব কম। এতে অবশ্যই অবাক হওয়ার কিছু নাই। সংস্কৃত ভাষায় ঘটমান কাল বুঝাবার সাধারণ কোন ব্যবস্থাই নাই। বাংলা ভাষায়ও বক্তারা ঘটমান কালের পরিবর্তে অনেক সময় নিত্য বর্তমান ব্যবহার করেন। যেমন. 'কি করছ ?' এই প্রশ্নের উত্তরে শোনা যায় চিঠি লিখি/বই পাড়ি/ ভাত খাই, ইত্যাদি। আসলে বক্তা বলছেন ''চিঠি লিখছি/বই পড়ছি/ ভাত খাচ্ছি, ইত্যাদি।

ঘটমান অতীত কাল—লাইমা তঙমা জরা

কাল আমরা সিনেমায় গিয়েছিলাম। খুব সুন্দর গল্প। একটা নদী। একটি ছেলে জলে সাঁতার কাটছিল। একটা নৌকা যাচ্ছিল। নৌকাটাতে দশজন লোক ছিল। চারজন বসেছিল। ওরা তাস খেলছিল। একজন লোক দাঁড়িয়েছিল। সে গান করছিল। নৌকাতে অনেক বাঁশ ছিল। ছয়টা বাঁশ জলে পড়ে গেল। একজন লোকও জলে পড়ে গেল। সবাই হাসছিল। আমাব বোন হাততালি দিচ্ছিল।

আমরা রাত নয়টায় বাড়ী ফিরেছি। আমার ঠাকুরমা তখন পূজা করছিলেন। ঠাকুরদাদা শুয়েছিলেন। তিনি রেডিও শুনছিলেন। আমরা তখন খেলাম। পরে শু'লাম। বাবা তখনও পডছিলেন। মা চিঠি লিখছিলেন। আমি ঘুমিযে পড়লাম।

—o—

মিয়া চাঁড সিনেমাঅ থাঙখা। কথমা বেলাই কাহাম। তাঁযমা তাঁইসা। চেরাই খরকসা তাঁয়অ ইয়গই তঙখা। কঙ খুঙসা থাঙগই তঙখা। আ কঙগ বরক খরকচি তঙখা। খরকবাঁরাই আচুগই তঙখা। বরগ তাস থুঙগই তঙখা। বরক খরকসা বাচাঅই তঙখা। ব রাঁচাবই তঙখা। কঙগ ওআ কাঁবাঙমা তঙখা। ওআ কঙদক তাঁয়অ কাঁলাই থাঙখা। বরক খরকসা ব তাঁয়অ কাঁলাই থাঙখা। বেবাক ন মাঁনাঁই-অই তঙখা। আনি কাঁকাঁই ইয়াফা খরবই তঙখা।

চাঙ হরনি নম্বতামফুরু নগ' কিফিলই ফাইখা। আনি নানা আফুরু মাতাই রাঅই তঙখা। আচু রকই তঙখা। ব রেডিও খানাঅই তঙখা। চাঙ আফুরু চাখা। আবনি উল' রকখা। বাবু আফুরু ব পড়িঅই তঙখা। আমা চিঠি সাইঅই তঙখা। আঙ থুখা।

ব্যাকরণ—ককমা

ঘটমান অতীত—লাইমা তঙমা জরা

আমরা আগেই শিখেছি যে ককবরকে ঘটমান কাল বুঝাবার জন্য ক্রিয়াপদের শেষে 'অই তঙ' এবং তার পরে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের চিহ্ন—অ, খা, নাই ইত্যাদি বসে। এই নিয়মে ঘটমান অতীত (লাইমা তঙমা জরা) কালেও 'অই তঙখা' যুক্ত হয়।

একটা নৌকা যাচ্ছিল—কঙ খুঙসা থাঙ + অই তঙ + খা।

কঙ খুঙসা থাঙগই তঙখা।

আমার বোন হাততালি দিচ্ছিল—আনি কাকাই য়াফা থরবই তঙখা।

সবাই হাসছিল—বেবাক ন মানাইঅই তঙখা।

উপরের উদাহরণগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে পুরুষ, বচন ও লিঙ্গ নির্বিশেষে ক্রিয়ার কালচিহ্ন একই রকম থাকে, কোন পরিবর্তন হয় না। তবে ককবরকভাষীরা ঘটমান অতীত কালের ব্যবহার খুব কমই করেন।

আমি তখন খাচ্ছিলাম—আফুরু আঙ চাঅই তঙখা।

কিন্তু প্রায় সকলেই 'আফুরু আঙ চাঅ' বলে থাকেন।

ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল—ফাইনাই তঙমা তরা

আজ আমাদের ছুটি। আজ স্কুল নাই। এখন মাঠে যাচ্ছি। আমার বন্ধুরাও আসছে। আমরা মাঠে খেলতে থাকব। কমলাও আমার সঙ্গে যাবে। সে মাঠের পাশে বসবে। সে খেলা দেখতে থাকবে। জয়ের বোন বেবীও মাঠে আসবে। কমলা ও বেবী বন্ধু। ওরা কথা বলতে থাকবে। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ব। তখন লেবু খেতে থাকব। আমরা লবণ দিয়ে লেবু খেতে খুব ভালবাসি। কমলা লেবু খায় না। ওদেরকে চকোলেট দেব। ওরা চকোলেট খেতে থাকবে। আমি চারটে লেবু ও আটটা চকোলেট এনেছি।

—o—

তিনি চিনি ছুটি। তিনি ইস্কুল কীরীই। তাবুক আঙ মাঠ' থাংগই তঙগ। আনি ইয়ারসং ব ফাইঅই তঙগ। চীঙ মাঠ' থুঙগই তঙনাই। কমলা ব আনি লগি থাঙনাই। ব মাঠ গানাঅ আচুগনাই। ব থুঙমান নাইঅই তঙনাই। জয়নি হানক বেবী ব মাঠ' ফাইনাই। কমলা তাই বেবী মারে। বরগ কক সাঅই তঙনাই। চীঙ লেঙ সীরীঙ নাই। আফুক জামির চাঅই তঙনাই। চীঙ সমবাই জা'মব চানানি জবুই কামজাগ'। কমলা জামির চায়া। বরগন' চকোলেট রীনাই। বরগ চকোলেট চাঅই তঙনাই। আঙ জামির থাইবীরীই তাই চকোলেট কাইচার তুবুখা।

ব্যাকরণ—ককমা

ঘটমান ভবিষ্যৎ—ফাইনাই তঙমা জরা

ঘটমান ভবিষ্যৎ কালে (ফাইনাই তঙমা জরা) ক্রিয়াপদের শেষে 'অই তঙনাই' যোগ করা হয়। ককবরকে এই কালের ব্যবহারও খুব কম।

আমরা মাঠে খেলতে থাকব—চাঙ মাঠ' থুঙ+অই তঙ+নাই।
চাঙ মাঠ' থুঙগই তঙনাই।

এখানে থুঙ এই ক্রিয়াপদের অন্তে ঘটমান কালের চিহ্ন অই তঙ এবং সবার শেষে ভবিষ্যৎ কালের চিহ্ন 'নাই' যোগ হলো।

অব্যয় কারা

গৌর : নবীন, ও নবীন! বাজারে যাও?

নবীন : হ্যাঁ, বাজারেই যাচ্ছি।

গৌর : বটতলা যাবে?

নবীন : না, দুর্গা চৌমুহনী যাব।

গৌর : হঠাৎ মেয়েটার পেট ব্যথা করছে। একটা ওষুধ লাগবে। দুর্গা চৌমুহনীতে পাবে?

নবীন : পাব। না পেলে বটতলা থেকে আনব।

গৌর : অনর্থক তুমি আবার বটতলা যাবে? ঠিক আছে, আমিই যাব।

নবীন : রাখ। বাজে কথা বলো না। ওষুধের চেয়ে বড় কি আছে? আমিই আনব।

গৌর : ধর প্রেসক্রিপশনটা। একটা বড়ি আর একটা মিকশ্চার।

নবীন : চিন্তা করো না। আমি তাড়াতাড়ি চলে আসব। আমার কেনার বেশি কিছু নাই। একটু মাছ আর কিছু তরিতরকারি কিনব। এই ওষুধ দুর্গাচৌমুহনীতেই পাব আশা করি।

গৌর : আচ্ছা, তুমি যাও। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব। মেয়েটাকে একলা ফেলে গেলাম না।

—o—

গৌর : নবীন, অ নবীন ! বাজার দে থাঙ ?

নবীন : আঅ, বাজার' ন থাঙগ।

গৌর : বটতলা থাঙনাই দে ?

নবীন : ইহি, দুর্গাচৌমুহুনী থাঙনাই।

গৌর : আচমসা সাজুকনি বহগ সাজাগই তঙগ। বিথি কাইসা নাঙনাই। দুর্গাচৌমুহুনীঅ মাননাই দা ?

নবীন : মাননাই। মানয়াখে বটতলানি তুবুনাই।

গৌর : এরেঙ নাঁঙ তাহানি বটতলা থাঙনাই ? দখাই, আঙন' থাঙনাই।

নবীন : তঙগরাদি। নাঁঙ কক এরেঙ তা সাদি। বিথিনি সাই তাম' কতর তঙ ? আঙ ন তুবু নাই।

গৌর : অ প্রেসক্রিপশন রমদি। বড়ি কলসা তাই মিকশ্চার থাইসা।

নবীন : তা অআনাদি। আঙ দাকতি কিফিলই ফাইনাই। আনি পাইনানি মানাই কাবাঙ কাবাই। আ কিসা, তাই মুইখুতুঙ কিসা পাইনাই। অ বিথিরগ আঙ দুর্গাচৌমুহুনীঅ ন মাননানি খা খালাইঅ।

গৌর : হিঙখাই, নাঁঙ থাঙদি। আঙ নন' নাইসিঙগই তঙনাই। আঙ সাজুকন, সাইচুঙ কালাঙগই থাঙলিয়া।

ব্যাকরণ—ককমা

অব্যয়—কারা

আগেই আমরা পড়েছি যে যেসব শব্দ বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম এবং ক্রিয়া এই চার ভাগের কোনটাতেই পড়েনা সেগুলিকে অব্যয় বলি। অব্যয়কে ককবরকে কারা বলি। অব্যয়ের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে কোন অবস্থাতেই তার কোন পরিবর্তন হয় না, বীমুঙ (বিশেষ্য) এর মত

তার সির (লিঙ্গ) বা স্থক (বচন) এর পরিবর্তন হয় না, খীলায়মা (ক্রিয়া)র মত সে 'কাল' চিহ্ন বা 'না' চিহ্ন ধারণ করে না, অথবা খলিমা (বিশেষণ) র মত সে বামুঙ-এর উপর নির্ভর করে না। উপরের পাঠে আমরা কয়েকটি কারার ব্যবহার দেখলাম। এগুলি হলো—অ—ও, আঅ—হ্যাঁ, ইহি—না; তা—না; দা, দে—নাকি, ক্ষিয়া—কিন্তু, সাই—চেয়ে, হিঙখাই—আচ্ছা।

ইংরাজী ব্যাকরণে কারাকে preposition, conjunction ও interjection এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। ককবরক ব্যাকরণে সেই রকম ভাগ করা হল না।

'কারা' বাক্যের অন্যান্য পদগুলির পরস্পরের সম্বন্ধকে আরও পরিষ্কার করে। ককবরক কারাগুলি সাধারণতঃ সম্বোধক, সংযোজক ও মনোভাব জ্ঞাপক হয়।

সম্বোধক : অ।

সংযোজক : দুইটি বাক্য বা শব্দকে যোগ করার জন্য' তাই, ক্ষিযা,

প্রশ্নে—দা, দে,

তুলনায়—সাই

মনোভাব জ্ঞাপক : সম্মতি—আঅ, হিঙখাই,

অসম্মতি—ইঁহিঁ, তা,

দুঃখ, আনন্দ, ইত্যাদি—বাঃ, উঃ, আঃ, ইত্যাদি।

বাক্য—ককতাঙ

আমি উমাকান্ত স্কুলে পড়ি। আমরা সকলে মাঠে খেলি। তখিরাঁয়ের বাবা আমার কাকা। উমা পরশুদিন আমাদের বাড়ী এসেছে। সে কাল সকালে চলে যাবে। একজন লোক আসছেন। একটি ছেলে জলে সাঁতার কাটছিল। কমলা মাঠের পাশে বসবে। আমরা লবণ দিয়ে লেবু খেতে খুব ভালবাসি। আমার শরীর অসুস্থ।

—০—

আঙ উমাকান্ত ইস্কুল' পড়িঅ। চাঁঙ বেবাক মাঠ' থুঙগ। তখিরায়নি বাবু আনি কাকা। উমা উসকাঙগ আনি নগ' ফাইখা। ব খীনা ফুংগ খাঙনাই। বরক খরকসা ফাইঅই তঙগ। চেরাই খরকসা তৗয়অ ইয়গই তঙখা। কমলা মাঠ গানাঅ আচুগনাই। চাঙ সমবাই জামির চানানি জববুই হামজাগ'। আনি সাক হামযা'।

ব্যাকরণ--ককমা

বাক্য—ককতাঙ

কতকগুলি শব্দ একত্র হয়ে একটি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করলে তবে তাকে বাক্য বলা হয়। উপরে কতকগুলি বাক্য দেওয়া আছে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে ঐ বাক্যগুলির প্রত্যেকটিতে একটি বক্তব্য বলা হয়েছে। এগুলিতে কোন আদেশ করা হচ্ছে না, কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছেনা বা কোন বিস্ময় প্রকাশ করা হচ্ছে না।

যে বাক্যে কেবল কোন বক্তব্য রাখা হয় তাকে আমরা উক্তিমূলক বাক্য বলে থাকি। ককবরকে চার রকমের বাক্য দেখতে পাই।

(১) উক্তিমূলক বাক্য—Statement sentence — ককতাঙ

ককসা। এই রকম বাক্যে কেবল একটি বক্তব্য রাখা হয়।

(২) জিজ্ঞাসাসূচক বাক্য— Question sentence— ককতাঙ স্থঙমুঙসা। এই রকম বাক্যে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়।

(৩) আদেশসূচক বাক্য— Command Sentence— ককতাঙ দাগিমাসা। ককতাঙ দাগিমাসায় কোন আদেশ বা অনুরোধ করা হয়।

(৪) বিস্ময়সূচক বাক্য—Exclamatory Sentence—ককতাঙ মীলাঙসা। এই রকম বাক্যে বিস্ময়, আনন্দ, দুঃখ ইত্যাদি আবেগ প্রকাশ পায়।

প্রত্যেক প্রকার বাক্যই আবার দুই রকম হতে পারে। (১) হ্যাঁ—বোধক—affirmative—আঁঙসা, এবং (২) না—বোধক—negative-আঁঙগিয়াসা।

উক্তিমূলক বাক্য ককতাঙ ককসা

আমার নাম অমল। আমার বাবার নাম শ্রীনরেশ ত্রিপুরা। আমাদের বাড়ী আগরতলা। আমার বাবা বোধজঙ্গ স্কুলের শিক্ষক।

আনি মুঙ অমল। আনি বাবুনি মুঙ শ্রীনরেশ ত্রিপুরা। চি'ন পারা আগরতলা। আনি বাবু বোধজঙ্গ স্কুল' মাষ্টার।

এটা বই। এটা আমার বই। এই বইটা সুন্দর। বইটা নূতন এই বইটা খুব ভাল।

অক' বই। অক' আনি বই। অ বই নাইথক। অ বই কাতাল। অ বই জববুই কাহাম।

ঐটা গাছ। ঐটা কাঁঠাল গাছ। ঐ গাছটা বড়। ঐ গাছটা আমাদের।

অব' বাফাঙ। আব' থাইপুং বাফাঙ। আ বাফাঙ বতৗ। আব' চিনি বাফাঙ।

আমি আজ স্কুলে যাব না। আজ স্কুল নাই। আজ কের পূজা। আজ ছুটি। কাকা জিরানীয়া গিয়েছেন। তিনি এখনও আসেন নাই।

তিনি আও স্কুল থাঙগলাক। তিনি স্কুল কারাই। তিনি কের পূজা। তিনি ছুটি। কাকা জিরানীয়া থাঙখা। ব তাবুক ব ফাইয়াখো।

[পারা = গ্রাম, Village নগ = বাড়ী, ঘর, home, house কিন্তু বাড়ী বলতে পারা ব্যবহারই চলিত]

ব্যাকরণ—ককমা

উক্তিমূলক বাক্য—ককতাঙ ককসা

যে বাক্যে কেবল কোন বক্তব্য রাখা হয় তাকে উক্তি মূলক বাক্য- **statement sentence**— ককতাঙ ককসা বলে। উক্তিটি হ্যাঁ—বোধক— **affirmative**—আঁঙসা, অথবা না বোধক— **negative**—আঁঙ'গয়াসা হতে পারে।

আজ স্কুলে যাব— তিনি আঙ স্কুল' থাঙ নাই।

আজ স্কুলে যাব না — তিনি স্কুল' থাঙগলাক।

প্রশ্নবোধক বাক্য ১—ককতাঙ সুঙমুঙসা ১

একজন লোক : তোমার নাম কি ?

অমল : আমার নাম অমল।

লোক : তোমার বাবার নাম কি ?

অ : আমাব বাবার নাম শ্রীনরেশ ত্রিপুবা।

লো : তুমি সুন্দর জামা পরেছ। তোমবা কোথায যাচ্ছ ?

অ : আমরা উদয়পুব যাচ্ছি। আমরা নিমাইবাবুর বাড়ী যাব।

লো : নিমাইবাবু কে ?

অ : তিনি আমার কাকা।

লো : তোমরা ওখানে যাচ্ছ কেন ?

অ : আজ তখিরায়ের জন্মদিন।

লো : তখিরায় কে ?

অ : তখিবায় আমার কাকাব ছেলে।

লো : তোমরা কেমন কবে যাবে ?

অ : আমরা বাসে যাবো।

লো : তোমবা কখন যাবে ?

অ : আমরা একটু পরেই যাব। নটাব সময় যাব।

লো : তোমরা কবে আসবে ?

অ : আমরা আজ রাতেই ফিরে আসব।

লো : উদয়পুর এখান থেকে কত দূর ?

অ : এখান থেকে ষাট কিলোমিটার।

লো : বাসের ভাড়া কত ?

অ : বাসের ভাড়া তিনটাকা।

—০—

বরক খরকসা : নিনি মুঙ তাম' ?

অমল : আনি মুঙ অমল।

ব:খ : নিনি বাবুনি মুঙ তাম' ?

অ : আনি বাবুনি মুঙ শ্রীনরেশ ত্রিপুরা।

ব:খ : নাঁঙ কামচালাই নাইথক চুমখা। নরগ বীর' থাঙ ?

অ : চাঁঙ উদয়পুর' থাঙগই তঙগ। চাঁঙ নিমাইবাবুনি নগ' থাঙনাই।

ব:খ : নিমাইবাবু সাব' ?

অ : ব আনি কাকা।

ব:খ : নরগ তামনি বাগাই আর' থাঙ ?

অ : তিনি তখিবায়নি আচাইমানি সাল।

ব:খ : তখিবায় সাব' ?

অ : তখিরায় আনি কাকানি বাঁসালা।

ব:খ : নরগ বাহাই খাঁলাই থাঙনাই ?

অ : চাঁঙ বাস বাই থাঙনাই।

ব:খ : নরগ বাঁফুক থাঙনাই ?

অ : চাঁঙ কিসা উল' থাঙনাই। নযটা জবা থাঙনাই।

লো : নরগ বাঁফুক ফাইনাই ?

অ : চাঁঙ তিনি হর'ন কিফিলই ফাইনাই।

লো : উদয়পুর অরনি সিমি বাঁসাক চাল ?

অ : অরনি সিমি ষাট কিলোমিটার।

লো : বাসনি ভাড়া বাঁসাক ?

অ : বাসনি ভাড়া রাঙ খকথাম।

—০—

গিরীন : কিরে অমল, কাল কোথায় গিয়েছিলি

অমল : আমরা উদয়পুরে নিমাই বাবুর বাড়ী গিয়েছিলাম।

গি : হঠাৎ কেন গিয়েছিলি ?

অ : কাল তখিরায়ের জন্মদিন ছিল।

গি : তোরা কেমন করে গেলি ?

অ : আমরা বাসে গেলাম।

গি : কখন ফিরে এলি।

অ : আমরা রাতেই ফিরে এসেছি।

—o—

গিরীন : আই অমল, মিয়া বার' থাঙখা ?

অমল : চাঁঙ উদয়পুর' নিমাইবাবুনি নগ' থাঙখা।

গি : আসমসা, তামনি বাগাই থাঙখা ?

অ : মিয়া তখিরায়নি আচাইমানি সাল।

গি ; নরগ বাহাই থাঁলাই থাঙখা ?

অ : চাঁঙ বাস বাই থাঙখা।

গি : বাঁফুক কিফিলই ফাইখা ?

অ : চাঁঙ হর' ন কিফিলই ফাইখা।

ব্যাকরণ-ককমা

প্রশ্নবোধক বাক্য—ককতাঙ সুঙমুঙসা
ক-প্রশ্ন—ব-সুঙমুঙসা

জানবার ইচ্ছার নাম জিজ্ঞাসা। কিছু জানতে চাইলেই জিজ্ঞাসা করি। সংস্কৃত প্রশ্ন শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থও জিজ্ঞাসা। বিভিন্ন ভাষায় প্রশ্ন করার কত বিচিত্র নিয়ম প্রচলিত আছে। ককবরকেও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। এখানে আমরা সেগুলিই আলোচনা করব।

আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদগণ ইংরাজী প্রশ্নগুলিকে প্রধান দুইভাগে ভাগ করেছেন। (১) wh—প্রশ্ন ও (২) অন্যান্য প্রশ্ন। who, what,

when, which, where, ইত্যাদি শব্দের আদিতে, wh আছে বলে এগুলিকে ডবলিউ এইচ প্রশ্ন নাম দিয়েছেন তাঁরা। বাংলাতেও কে, কি, কেন, কবে, কখন, কোথায় ইত্যাদি শব্দের আদিতে ক আছে। সুতরাং এগুলিকে ক-প্রশ্ন বলা যেতে পারে। ককবরকে বাফুক-কখন, বাসুক —কত, বাহাই—কেমন করে, বার'—কোথায়, ইত্যাদি শব্দের আদিতে ব আছে। কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে যেমন : সাব'—কে, তাম'—কি, তামনি বাগাই—কেন ইত্যাদি। তবু আমরা এই প্রশ্নগুলিকে ব-সুত্তমুঙ বলব।

ইংরাজী ক প্রশ্ন তৈরী করা রীতিমত খটমট ব্যাপার। কোন কোন বাক্যে ক্রিয়াপদকে তুলে এনে কর্তার আগে বসাতে হয়। আর কোন কোন বাক্যে একটা do জোগাড় করে এনে কাজে লাগাতে হয়। বাংলায় বিষয়টা অনেক সোজা। (১) যে কোন উক্তিমূলক (statement) বাক্যে উপযুক্ত জায়গায় একটি প্রশ্নবোধক ক-শব্দ বসিয়ে দিলেই বাক্যটি প্রশ্নবোধক হয়ে যায় (২) তবে ক্রিয়াপদের শেষে পুরুষ অনুসারে চিহ্ন বসাতে হয়। যেমন :

(১) তোমার নাম — কি ?
আপনার বাড়ী — কোথায় ?
তোর বই — কোনটা ?

(২) তুই কোথায় যা-স ?
আপনি কোথায় যা-ন ?
তোমরা কোথায় যা-ও ?
সে কোথায় যা-য় ?
আমি কোথায় যা-ই ?

ককবরক নিয়ম সবচেয়ে সোজা। কোন জটিলতা নেই। এখানে বাংলার প্রথম নিয়মটি শুধু প্রযোজ্য, দ্বিতীয়টি নয় অর্থাৎ কোন উক্তিমূলক বাক্যে (statement) উপযুক্ত জায়গায় একটি প্রশ্নবোধক ক শব্দ বসিয়ে দিলেই বাক্যটি প্রশ্নবোধক হয়ে যায়। উপরের বাংলা

বাক্যগুলিকে নীচে ককবরকে দেওয়া গেল।

নিনি মুঙ তাম' ?

নিনি পারা বীর' ?

নিনি বই বীর' ?

নীঙ বীর' থাঙ ?

নীঙ বীর' থাঙ ?

নরগ বীর' থ'ঙ ?

ব বীর' থাঙ ?

আঙ বীর'. থাঙ ?

এখন এই নিয়মটির সঙ্গে তিনটি অনুসিদ্ধান্ত যোগ করতে হয়। (১) যে সব বাক্যে ক্রিয়াপদ নেই সেইসব বাক্যে ক-শব্দটি বাক্যের শেষে বসবে। (২) যে বাক্যে ক্রিয়াপদ আছে সেই বাক্যে ক-শব্দটি ক্রিয়াপদের আগে বসবে। (৩) প্রশ্নবোধক বাক্যে বর্ত্তমান কালের চিহ্ন বসে না, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের চিহ্ন বসে।

উদাহরণ: তোমরা কোথায় যাও—নরগ বীর' থাঙ ? (বর্ত্তমান)

তোমরা কোথায় গিয়েছিলে—নরগ বীর' থাঙখা ? (অতীত)

তোমরা কোথায় যাবে—নরগ বীর' থাঙনাই ? (ভবিষ্যৎ)

প্রশ্নবোধক বাক্য-২ ঃ ককতাঙ সুঙমুঙসা-২

কেশব : অমল তুমি এখন যাবে? ভাত খেয়েছ? আমাদের ফিরতে অনেক দেরী হবে।

অমল : কোথায় যাব?

কেশব : ওমা! তুমি জান না? কাল তাহের এসেছিল? তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে? সে তোমাকে বলে নাই?

অমল : হ্যাঁ, এসেছিল। বলেছে। কিন্তু সেতো বিকাল বেলা যেতে বলেছে। তুমি ভুলে গেছ? ইন্সপেক্টার তো বিকালে আসবে।

কেশব : আমি ভুলি নাই। বিকালে বড়রা যাবে। এখন আমরা যাব। সব তৈরী করতে হবে না?

অমল : আমি এখন কেমন করে যাই? আজ বাজার বার। বাজারে যাব না? শব্জী বিক্রী করতে হবে। লবণ, মাছ, চাল আনতে হবে না?

কেশব : তাহলে কি করি? আমি একা যাব? একা সব করতে পারব?

অমল : দাদুকে নেবে তোমার সঙ্গে? দাদু খুশী হয়ে যাবে তোমার সঙ্গে। কাজও করবে।

কেশব : দাদু বুড়ো মানুষ। কাজ করতে পারবে?

অমল : খুব পারবে। দাদুর গায়ে খুব শক্তি। দাদু, তামাক খাচ্ছ বসে বসে? কেশবের সঙ্গে পদ্মপুর যাবে?

দাদু : নারে, আজ যাব না। আজ মাঠে অনেক কাজ।

অমল : বুচিকে যেতে দেবে দাদু? বুচি যাবে কেশবের সঙ্গে? ও একা যাবে?

দাদু : বুচিকে জিজ্ঞেস করেছিস? কেশবটা সব সময় বুচিকে খেপায়। কিরে বুচির সঙ্গে ঝগড়া করবি না তো?

.কেশব : না, দাদু।

—o—

কেশব : অমল, নাঁও তাবুক থাঙনাই দে? মাই চাখা দে? চিনি কিফিলনানি বেলাই লেরনাই।

অমল : বার' থাঙনাই?

কেশব : ওমা, নাঁও সাইমাইয়া দে? মিয়া তাহের ফাইখা দে? নাঁও বাই মালাইখা দে? ব নন' সাইয়া দে?

অমল : ইঁ, ফাইখা। সাখা। ফিয়া ব ত সারিগ' থাঙনানি হিনই সাখা। নাঁও পগই থাঙখা দে? ইন্সপেক্টার ত সারিগ' ফাইনাই।

কেশব : আঙ পগয়াখো। সারিগ' অকরারগ থাঙনাই। চাঁঙ তাবুক থাঙনাই। জত তিআর খালাইনা নাঙগলাক দে?

অমল : আঙ তাবুক বাহাই খালাইঅই থাঙনাই? তিনি বাজারনি সাল। আঙ বাজার' থাঙগলাক দে? মুইখুতুঙ ফালনা নাঙনাই। সম, আ, মাইকুঙ তুবুনানি নাগঙলাক দে?

কেশব : ত আঙ তাম' খালাইনাই? আঙ সাইচুঙ থাঙনাই দে? সাইচুঙ জত'ন খালাইনানি মাননাই দে?

অমল : আচুন' নিনি লগি তালাঙনাই দে? আচু হামজাগই নিনি লগি থাঙনাই। সামুঙ ব খালাইনাই।

কেশব : আচু বরক বুড়া। সামুঙ খালাইনানি মাননাই দে?

অমল : বেলাইখে মাননাই। আচুনি সাগ' বেলাই ফান। আচু

আচুগ তাঁতাঁই তুমা নাঁওগই দে তঙ? কেশবনি লগি পদ্মপুর' থাঙনাই দে?

আচু : ইঁহি, তিনি থাঙলাক। তিনি খেত' সামুঙ কাঁবাঙ তঙগ।

অমল : বুচিন' থাঙনানি রাঁনাই দে? বুচি কেশবনি ল'গি থাঙনাই দে? ব সাইচুঙ থাঙগনাই দে?

আচু : বুচিন' সুঙখা দে? কেশব জত' ফুরু বুচিন জলি রাঁঅ। এ, বুচিবাই অআলাইগলাক খাবালে?

কেশব : ইঁহিঁ।

ব্যাকরণ—ককম্

ক-প্রশ্ন ছাড়া অন্যান্য প্রশ্নের আলোচনা করি এখন। অন্যান্য প্রশ্নের বেলায় ককবরকে নিয়মগুলি আরও সোজা। নীচের উদাহরণ-গুলিতে বিষয়টা পরিষ্কার হবে।

কাল তাহের এসেছিল—মিয়া তাহের ফাইখা।

কাল তাহের এসেছিল?—মিয়া তাহের ফাইখা দে?

দাদু কাজ করতে পারবে—আচু সামুঙ খালাইনানি মাননাই।

দাদু কাজ করতে পারবে?—আচু সামুঙ খালাইনানি মাননাই দে?

আমি বাজারে যাব না—আঙ বাজার' থাঙগলাক।

আমি বাজারে যাব না?—আঙ বাজার' থাঙগলাক দে?

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে উপরের বাংলা উক্তিমূলক ও প্রশ্নবোধক বাক্যগুলির মধ্যে আকৃতিগত কোন পার্থক্য নাই। একমাত্র পার্থক্য সমাপ্তি চিহ্নে। একটায় দাঁড়ি ও অন্যটায় জিজ্ঞাসা চিহ্ন। ককবরক বাক্যগুলিতে ক্রিয়াপদের পরে একটি দে যোগ করা হয়েছে।

অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের উক্তিমূলক বাক্যের শেষে 'দে' যোগ করে ককবরকে প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরী করা হয়। অঞ্চলভেদে এই 'দে' কোথাও কোথাও 'দা' হয়। অর্থাৎ—

আচু, নাঁঙ উদয়পুব' থাঙ নাই দে ? এবং

আচু, নাঁঙ উদয়পুব থাঙ নাই দা ?

বাক্য দুটি সমার্থক।

বর্তমান কালের বাক্যে নিয়মটা সামান্য অন্যরকম। নীচের বাক্যগুলি লক্ষ্য করে দেখা যাক—

তুমি ককবরক জান—নাঁঙ ককবরক মান'।

তুমি ককবরক জান ?—নাঁঙ ককবরক দে মান ?

সে এখন ভাত খায়—ব তাবক মাই চাও।

সে এখন ভাত খায় ?—ব তাবুক মাই দে চা ?

অর্থাৎ বর্তমান কালের প্রশ্নবোধক বাক্যে ক্রিয়াপদের আগে দে বা দা বসে। আব বর্তমান কালের প্রশ্নবোধক বাক্যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে বর্তমান কালেব চিহ্ন অ বসে না। আমরা আগেই পড়েছি যে ক-প্রশ্নের বাক্যেও বর্তমান কালের চিহ্ন বসে না।

অনুজ্ঞাসূচক বাক্য—ককতাঙ দাগিমাসা

অমল এদিকে এসো। ডাষ্টারটা নাও। এটা দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডটা মোছ। এবার চকটা নাও। অঙ্কটা কর। প্রথমে অঙ্কটা লেখ। একটা বাঁশ আঁক। আবার বইটা দেখ। বাঁশটা সাত মিটার লম্বা। শামুকটা চার ঘণ্টায় পাঁচ মিটার উঠে। কতক্ষণে ওটা বাঁশের মাথায় উঠবে? শুরু কর। বাঃ, ভাল করতে পারছ। তোমরা সবাই দেখ। খাতায় লেখ। এই মহীন! বাইরের দিকে কি দেখছ? বন্ধুরা ঘাস খাচ্ছে? এদিকে তাকাও। এই অঙ্কটা তুমি এক্ষুনি করবে।

—o—

অমল অর' ফাইদি। অ ডাষ্টার নাদি। অব'বাই ব্ল্যাকবোর্ড ন হুদি। তাবুক চক নাদি। অঙ্ক খাঁলাইদি। পুইলা অঙ্ক সাঁইদি। ওআ কওসা আককদি। তাই ওআইসা বই নাইদি। অ ওআ সাত মিটার কলক। সিকামবু ঘণ্টা কাইবাঁরাঁই অ মিটার কাইবা কাসাঅ ব বাঁফুক ওআ বসক' কাসানাই? চেঙদি। বাঃ, কাহাম খাঁলাই মানখা। নরগ বেবাক ন নাইদি। খাতাঅ সাঁইদি। আই মহীন! ফাতার' তাম' নুগ? ইয়ারসঙ সাম দে চাঅই তঙ? ইয়াঙ নাহার দি। ইঁ অঙ্কন' নীঙ তাবুক মা খাঁলাইনাই।

—o—

তোমরা সকলে কাল সকালে স্কুলে আসবে। শিক্ষকগণও আসবেন। আপনারা সকলেই কাল আসবেন। কাল সাফাই-এর দিন। আমরা সকলে স্কুল কম্পাউণ্ডটা পরিষ্কার করবো। জঙ্গল

কাটবো, ঝাট দেবো' আর বেড়াগুলো ঠিক করবো। আমাদের পাঁচটা কোদাল, দশটা দা, দশটা ঝুড়ি আর কিছু দড়ি লাগবে'। আপনারা এখানে দাঁড়ান। তোমরাও দাঁড়াও। এক্ষুনি বলে দিচ্ছি কে কি নিয়ে আসবেন। সকলেই শুনুন। জিনিসগুলি নিয়ে কাল ঠিক সাতটায় এখানে আসবো আমরা সকলে। তিন ঘণ্টার কাজ। দশটায় আমরা বাড়ী ফিরে যাবো।

—o—

নরগ জতত' ন খাঁনা ফুঙগ ইস্কুল' ফাইবাইদি। মাষ্টাররগ ব ফাইনাই। নরগ জতত' ন খাঁনা ফাইদি। খাঁনা সাফাইনি সাল। চাঁঙ জতত' ন মিলিঅই খাঁনা ইস্কুল কম্পাউণ্ড সাফ খালাইনাই। বলঙ তান নাই, ফারনাই, তাই বেড়ারগ ঠিক খালাইনাই। চিনি গুদাল কাইবা, দা কাইচি, উরা খুঙচি, তাই দাঁখাই কিসা নাঙনাই। নরগ অর' বাচাদি। নরগ ব' বাচাদি। তাবুক ব সাঅই রহরু সাব' তাম' তুবুই ফাইনাই। জতত' ন খাঁনাবাইদি। মানাইরগ তুবুঅই খাঁনা সাতটামফুরু চাঁঙ জতত' ন অর' ফাইনাই। ঘণ্টা কাইথামনি সামুঙ। দশটামফুরু নগ' কিফিল নাই।

—o—

ব্যাকরণ—ককমা

অনুজ্ঞাসূচক বাক্য—ককতাঙ দাগিমাসা।

আদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা ইত্যাদি প্রকাশ করতে যে ধরণের বাক্য তৈরী করি সেগুলিকে বলি অনুজ্ঞাসূচক বাক্য— ককতাঙ দাগিমাসা।

(১) অমল এখানে আস। Amal, come here. অমল অর' ফাইদি।

উপরের বাক্যটি একটি অনুজ্ঞাসূচক বাক্য। বাংলা বাক্যটি বর্তমান কালে। ইংরাজী বাক্যটিও অনুজ্ঞাসূচক। একে ইংরাজীতে বলি Command sentence. ককবরক বাক্যটিও দাগিমাসা। কিন্তু এটিতে কোন কালচিহ্ন নেই। এটিতে ক্রিয়াপদের শেষে— দি যোগ করা হয়েছে।

(২) আপনারা সকলে কাল এখানে আসবেন। (you all) please come here tomorrow. নরগ জতত' ন খাঁনা ফুঙগ অর' ফাইদি।

এই বাক্যটিও অনুজ্ঞাসূচক। বাংলা বাক্যটি ভবিষ্যৎ কালে। ইংরাজী Command sentenceটি কিন্তু ভবিষ্যৎ কালে নয়, বর্তমান কালে। তবে অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না। tomorrow শব্দটিই বলে দিচ্ছে কখন আসতে বলা হচ্ছে।

ককবরক দাগিমাসা ককতাঙটিতে কোন কাল চিহ্নই নেই। এখানে কেবল ক্রিয়াপদের শেষে-দি যোগ করে দেওয়া হয়েছে। শ্রোতার বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এটি একটি দাগিমা (আদেশ), আগামীকাল এখানে আসতে বলা হচ্ছে।

সুতরাং দেখতেই পাচ্ছি যে ককবরকে ককতাঙ দাগিমাসাতে কোন কালচিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের শেষে-দি অথবা-বাইদি যুক্ত হয়।

—o—

রাম, আমার সঙ্গে আস। যদু বসুক। শ্যাম এখন যাক। যাদবকে বল একটু পরে আসুক। একটা কাজ করব।

—o—

রাম, আনি লগি ফাইদি। যদু আচুগথুন। শ্যাম তাবুক থাঙথুন। যাদবন' সাদি, কিসা উল' ফাইথুন। আঙ তাবুক সামুঙ কাইসা তাঙ নাই।

উপরের বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত 'আসুক, যাক, বসুক' প্রভৃতি

ক্রিয়াপদগুলিতেও আদেশ বা অনুরোধ বুঝায়। সাধারণ আদেশ ইত্যাদিতে বক্তা শ্রোতাকে বলেন। সুতরাং ক্রিয়াপদে মধ্যম পুরুষ হয়। কিন্তু যখন যাকে আদেশ করা হয় সে অনুপস্থিত তখন অর্থাৎ ক্রিয়ায় নাম পুরুষ ও অনুজ্ঞা বুঝাতে ক্রিয়ার সঙ্গে বাংলায় 'উক, উন' যুক্ত হয়। ইংরাজীতে এই সকল বাক্যে Let ব্যবহৃত হয়। ককবরকে ক্রিয়াপদের সঙ্গে থুন যোগ হয়।

সে আসুক—Let him come—ব ফাইথন।

রাম যাউক/যাক—Let Ram go—রাম থাঙথুন।

যদু বসুক—Let Jadu sit—যদু আচুগথুন।

বিস্ময়সূচক বাক্য—ককতাঙ মৗলাঙসা

উঃ কি ব্যথাটা পেলাম! ইয়াও, জববুই, দুখু মানখা!

বাঃ, বাড়ীটাতো সুন্দর! বা, অ নগ ত নাইথক!

আমরা জিতেছি! চাঙ জিতিখা!

উপরের বাক্যগুলি বক্তার মনের ব্যথা বা আনন্দ প্রকাশ করছে। এগুলিকে বিস্ময়সূচক বাক্য— ককতাঙ মৗলাঙসা— বলা হয়। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে ককবরক ও বাংলায় উক্তিমূলক ও বিস্ময়-সূচক বাক্যের গঠন প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নেই। আসল পার্থক্যটা বলার ভঙ্গীতে। দুটি বাক্য বলা হয় দুই রকম tone এ। উঃ, ইয়াও, বাঃ, ইত্যাদি ধ্বনিমূলক শব্দ। এসব শব্দ পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই এক রকম।

Tone-এর পার্থক্য বলে বুঝানো যত সহজ লিখে বুঝানো ততই কঠিন। সেই চেষ্টা করার কোন অর্থ হয় না। কেবল এইটুকু জানা প্রয়োজন যে উক্তিমূলক বাক্যের শেষে থাকে দাঁড় (।), এবং বিস্ময়-সূচক বাক্যের শেষে বিস্ময় চিহ্ন (!) দেওয়া হয়। রঙ দেখেই বুঝা যায় অগ্নিনির্বাপক সংস্থার গাড়ী বা ক্রশ চিহ্ন দেখলেই বুঝি

হাসপাতালের গাড়ী। কিন্তু সব সময় কোনটা কোন রংয়ের গাড়ী বা কোনটা বিস্ময় চিহ্ন আর কোনটা দাঁড়ি খেয়াল থাকে না—ভুল হয়। তবে সাইরেন বাজিয়ে মেদিনী কাঁপিয়ে যখন আসে 'আগুন গাড়ী' তখন আর ভুল হয় না। তেমনি ঠিকমত উচ্চারণ করলে আর উক্তিমূলক ও বিস্ময়সূচক বাক্যের মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা থাকে না।

না-বোধক—আঁওগিয়াসা

অমল : এই বিশু, বিকালে মাঠে যাবি ?

বিশু : না, আজ যাব না।, সকালে খাই নাই। ক্ষুধা লেগেছে। ছুটি হলেই বাড়ী যাব।

অমল : ক্যান্টিনে কিছু খেয়ে নে। স্কুলের পর চল মাঠে যাই। আজ ভাল খেলা আছে।

বিশু : না। আমার পয়সা নাই।• আর বাড়ী যেতেই হবে। আমার মা খাবে না। আমার জন্য চিন্তা করবে।

অমল : আমার কাছে পয়সা আছে। চল খাবি।

বিশু : নারে ভাই। আমরা গরীব। অন্যের পয়সায় খাই না। আর আজ শনিবার। দুটোর সময় ছুটি হবে। বাড়ী গিয়ে খাব।

অমল : কি বললি ? আমার পয়সায় খাবি না ? তুই আমার বন্ধু না। তোর সঙ্গে কথা বলবো না। তোদের বাড়ী যাব না। আজ সারাদিন আমিও খাব না। উপোস থাকব। মাসীকে সব বলবো।

বিশু : আরে ভাই, রাগ করিস না। আমার কথা শোন।

অমল : না। তোর কথা শুনব না। তোর সাথে খেলব না। তোর পেয়ারা খাব না। তোর বাঁশী নেব না। তোকে বন্ধু ডাকব না।

বিশু : শোন অমল। ঠিক আছে খাব। ঐ ঘণ্টা বাজছে। এখন চল ক্লাসে যাই।

অমল : খাবি তো ? ঠিক আছে চল। ছুটির পর একা বাড়ী যাবি না। আমি তোর সঙ্গে যাব।

—০—

অমল : আই বিশু, সারিগ মাঠ' থাঙনাই দে ?

বিশু : ইহিঁ। তিনি থাঙগলাক। ফুঙগ চাজাগয়া। অক খুইখা। ছুটি আঁঙখাই ন নগ' থাঙ নাই।

অমল : ক্যান্টিন' কিসা চাঅই নাদি। ইস্কুলনি উল' হিমদি মাঠ' থাঙনাই। তিনি খুঙমুঙ কাহাম তঙগ।

বিশু : ইহিঁ। আনি রাঙ কাঁরাই। তাই আঙ নগ' মাসিমা থাঙনাই। আনি আমা চাগলাক। আনি বাগাঁই অআনসগই তঙনাই।

অমল : আনি ইয়াগ' পুইসা তঙগ। হিমদি, চানাই।

বিশু : ইহিঁ ভাই। চাঙ কাঁরাইসা। বাঁইনি পুইসা বাই চাইয়া। তাই তিনি শনিবার। তুইটামফুরু ছুটি আঁঙনাই। নগ' থাঙগই চানাই।

অমল : তাম' হিন ? আনি পুইসা বাই চাইয়া দা ? নাঁঙ আনি ইয়ার আঁঙগিয়া। নাঁঙ বাই আঙ কক সাগলাক নিনি নগ' থাঙগলাক। তিনি সাপুঙ আঙ ব চাগলাক। উবাস তঙনাই। মইন' জততন' সানাই।

বিশু : আরে ভাই, তা জলিজাকদি। আনি কক খানাদি।

অমল : ইহিঁ। নিনি কক খানাগলাক। নিনি লগি থুঙগলাক। নিনি গয়াম চাগলাক। নিনি সুমুই নাগলাক। নন' ইয়ার নাঁঙগলাক।

বিশু : অমল খানাদি। দখাই, আঙ চানাই। উক'ঘণ্টা

তামখা। তাবুক ক্লাশ' হিমদি।

অমল : চাউআমু বীলে? দখাই, হিমদি। ছুটিনি উল' সাইমুঙ নগ' তা থাঙদি। আঙ নাঙবাই থাঙ নাই।

—o—

অনিল : কেমন আছ বুধু?

বুধু : ভাল নাই। শরীরটা ভাল না। আমার স্ত্রীও অসুস্থ। টাকা পয়সাও নাই। ভাল লাগে না আর।

অনিল : এখন যাচ্ছ কোথায়? এই রোদে যেও না। গোপী বাড়ী আছে? চল আমার সঙ্গে এখন যেতে হবে না তোমার।

বুধু : যাচ্ছিলাম ওযারেঙ বাড়ী। গোপীও বাড়ী নাই। থাক, আমি আর যাব না এখন। চল, তোমার সঙ্গে যাই। বিড়ি খাবে? খাও। ধর।

অনিল : না। আমি বিড়ি খাই না। তুমিও খাইও না। তোমার শরীর খারাপ। তোমার বিড়ি খাওয়া উচিত নয়।

বুধু : তোমার তো নেশা নাই। তুমি বিড়ি খাও না। আমাদের তো পয়সা নাই। ভাল জিনিষ খেতে পারি না। তাই বিড়ি খাই। তুমি পান খাও না? খাবে? আছে আমার সঙ্গে পান।

অনিল : পান খাই। তবে এখন খাব না। এক কাপ চা খেতে খুব ইচ্ছে করছে। তোমার বাড়ীতেই চল যাই। দুজনে বসে চা খাব।

বুধু : চাও ভাল না। চা বেশী খেও না। আমি প্রায় খাই না। মাঝে মাঝে এক আধটু হয়ে যায়। আমার স্ত্রী বেশী চা খায়। চায়ে দুধ খায় না, চিনি খায় না। ও মিষ্টি

ছাড়া কাল চা খায়। আমি মিষ্টি বেশী খাই।

অনিল : বেশী মিষ্টি খেয়ো না। বেশী কোনটাই ভাল নয়। এবার মেলায় যাবে না? মেলায় গেলে আমার দাদার বাড়ী যেও। দাদার মনটা ভাল নেই। ছেলেটা পাশ করতে পারে নাই। পেনশনটাও পায় নাই এখনও।

বুধু : আমাদের কপাল ভাল না। কোনটাই হয় না। তুমি শনিবারে আগরতলা যাও নাই? তোমার যাওয়ার কথা ছিল না?

অনিল : না। যেতে পারি নি। কাল যাব।

বুধু : এসে গেছি। আস, বস।

অনিল : বৌদি কোথায়? ও বৌদি। চা খাব। কাল খাব না। সাদা চ, মিষ্টি দিয়ে।

বৌদি : আসুন। আপনি ফর্সা মানুষ, সাদাই খাবেন। সাদাই দেব। এক্ষুণি দিচ্ছি।

—o—

অনিল : বাহাই তঙ, বুধু?

বুধু : হাময়া। সাক হাময়া। আনি হিক ব হাময়া। রাঙ পুইসা ব কাঁরাই। তাই তঙ থগয়া।

অনিল : তাবুক বাঁর' থাঙ? অ সাতুঙগ' তা থাঙদি। গোপী নগ' দে তঙ? আনি লাগি হিমদি। তাবুক নিনি থাঙনা নাঙগলাক।

বুধু : ওয়ারেঙ বাড়ীঅ থাঙমানি তা। গোপী ব নগ' কাঁরাই। আঙখা, আঙ তাবুক থাঙগলাক। হিমদি, নাঁঙবাই থাঙনাই। বিড়ি নাঁঙনাই দে? নাঁঙদি। রমদি।

অনিল : ইঁহিঁ। আঙ বিড়ি নাঁঙগিয়া। নাঁঙব তা নাঁঙদি। নিনি সাকহাময়া নাঁঙ বিড়ি নাঁঙমানি চায়া।

বুধ : নিনি ত লয় কাঁরাই। নাঙবিড়ি নাঙগিয়া। চিনি ত পুইসা কাঁরাই। মানাই কাহাম চাই . নাঙ মাইয়া। আবনি বাগাই বিড়ি নাঙগ। নাঙ কুআই চাইয়া দে? চানাই দে? আনি থানি কুআই তঙগ।

অনিল : কুআই চাঅ। ফিয়া তাবুক চাগলাক। চা কাপসা বেলাই নাঙনা মুচুঙগ। হিমদি, নিনি নগন' থাঙনাই। থরগনাই আচুগই চা নাঙনাই।

বুধু : চা ব হাময়া। চা কাঁবাঙ তা নাঙদি। আঙ নাঙ থাইয়া। ওআইসা ওআইসা নাঙজাগতাই আঙগ। আনি হিক চা বেলাই নাঙগ। ব দুধ বাই চা নাঙগিয়া। চিনি চায়া। ব কুতুই কাঁরাই চা কসম নাঙগ। আঙ কুতুই কাঁবাঙ চাঅ।

অনিল : কুতুই কাঁবাঙ তা চাদি। জেসাফান' কাঁবাঙ হাময়া। তাকলাই মেলাঅ থাঙগলাক দে? মেলাঅ থাঙখাই আতানি নগ' থাঙদি। আতানি বাঁখা হাময়া। বাঁসালা পাশ খালাই মানলিয়া। পেনশন ব তাবুক ব মাইয়াখো।

বুধু : চিনি কপাল হাময়া। মুঙসা ফান' আঙগিয়া। নাঙ শনিবার' আগরতলা থাঙলিয়া দা? নিনি থাঙনানি কক কাঁরাই খা দে?

অনিল : ইঁহি। থাঙমানলিয়া। খানা থাঙনাই।

বুধু : ফাইবাই খা। ফাইদি, আচুগাদি।

অনিল : বাসাই বাঁর'? অ বাসাই? চা নাঙনাই। কসম নাঙগলাক। চা কুফুর, কুতুই বাই।

বাসাই : ফাইদি। নাঙ বরক কুফুর। কুফুর ব নাঙনাই। কুফুর ব রানাই। আচুগ দি। তাবুক ন রানাই।

ব্যাকরণ—ককমা

না-বোধক বাক্য—ককতাঙ আঙগিয়াসা

আমি রোজ স্কুলে যাই।

আমি রোজ স্কুলে যাই না।

প্রথম বাক্যটি হ্যাঁ-বোধক (affirmative — আঙসা) আর দ্বিতীয়টি না-বোধক (negative— আঙগিয়াসা)। প্রথমটি থেকেই দ্বিতীয়টি তৈরী হয়। নিয়মটিও পরিষ্কার। প্রথম বাক্যটির শেষে শুধু না যোগ করা হয়েছে। বর্তমান কালের এই নিয়ম ভবিষ্যৎ কালেও প্রযোজ্য। যেমন—

আমি আজ স্কুলে যাব।

আমি আজ স্কুলে যাব না।

কিন্তু অতীত কালে নিয়মটি এত সহজ সরল নয়। যেমন:—

আমি কাল স্কুলে গিয়াছিলাম।

আমি কাল স্কুলে যাই নাই।

একবারও ভেবে দেখেছি কি প্রথম বাক্য থেকে দ্বিতীয় বাক্যে যেতে কত পথ পরিক্রমা করতে হলো? যা ক্রিয়ার সঙ্গে অতীত কাল ও উত্তম পুরুষের চিহ্নযুক্ত হয়ে বহু বিবর্তনের পর তৈরী হয় 'গিয়াছিলাম'। কিন্তু বাক্যটি না বোধক হলেই খোল নলচে সব বদলে যায়। যা + উত্তম-পুরুষ + বর্তমান কাল = যাই। তার সঙ্গে যোগ করা হলো নাই। আমরা কি কখনো ভেবেছি যে 'নাই' শব্দটির মধ্যে অতীত কালের দ্যোতনাও আছে?

ককবরকেও না-বোধক বাক্য, ককতাঙ আঙগিয়াসা, প্রস্তুত করার বিভিন্ন নিয়ম প্রচলিত আছে। আমরা নীচে সেগুলি আলোচনা করছি।

(১) উক্তিমূলক হ্যাঁ-বোধক বাক্য (Statement sentence —ককতাঙ ককসা) বর্তমান কালে ক্রিয়াপদের শেষে ইয়া অথবা য়া যোগ করলে না-বোধক হয়। ইয়া/য়ার পরে আর বর্তমান কালের চিহ্ন অ যোগ করতে হয় না। যেমন :—

আঙ বেরমা চাঅ—আমি শুকনা মাছ খাই।

আঙ বেরমা চাইয়া—আমি শুকনা মাছ খাই না।

আঙ চা নাঁঙগ—আমি চা খাই।

আঙ চা নাঁঙগিয়া—আমি চা খাই না।

(২) হ্যাঁ-বোধক অতীত কালের বাক্যে ক্রিয়াপদের শেষে লিয়া যোগ করলে না-বোধক হয়। লিয়ার পরে আর অতীত কালের চিহ্ন খা যোগ করতে হয় না। যেমন :—

নোঁঙ ইস্কুল' থাঙখা—তুমি স্কুলে গিয়েছিলে।

নোঁঙ ইস্কুল' থাঙলিয়া—তুমি স্কুলে যাও নাই।

ব আউলি নাইখা—সে শহর দেখেছে।

ব আউলি নাইলিয়া—সে শহর দেখে নাই।

(৩) হ্যাঁ বোধক অতীত কালের বাক্যে ক্রিয়া পদের শেষে ইয়া/য়া যোগ করে না-বোধক করা হয়। ইয়া/য়া-র পরে অতীত কালের চিহ্ন 'খা' রূপান্তরিত হয়ে 'খো' হয়ে যায়। যেমন :—

নোঁঙ ইস্কুল' থাঙখা—নোঁঙ ইস্কুল' থাঙয়াখো/থাঙলিয়া।

ব আউলি নাইখা—ব আউলি নাইলিয়া/নাইয়াখো।

(৪) হ্যাঁ-বোধক ভবিষ্যৎ কালের বাক্যে ক্রিয়া পদের শেষে লাক যোগ করে না-বোধক করা হয়। লাক এর পরে আর ভবিষ্যৎ কালের চিহ্ন 'নাই' যোগ করা হয় না। ক্রিয়া পদের শেষ ধ্বনিটি স্পৃষ্টধ্বনি ছাড়া অন্য ধ্বনি হলে ক্রিয়াপদ ও লাক এর মধ্যে গ এর আগম হয়। যেমন :—

চেরাইজুক কাবনাই—মেয়েটি কাঁদবে।

চেরাইজুক কাবলাক—মেয়েটি কাঁদবে না।

চাঙ কুআ কাইসা চগনাই—আমরা একটা কুয়া খুঁড়ব।

চাঙ কুআ কাইসা চগলাক—আমরা একটা কুয়া খুঁড়ব না।

আঙ তাবুক মাই চানাই — আমি এখন ভাত খাব।

আঙ তাবুক মাই চাগলাক — আমি এখন ভাত খাব না।

ব খীনা থাঙ নাই — সে কাল যাবে।

ব খীনা থাঙগলাক — সে কাল যাবে না।

(৫) ক্রিয়া-বোধক আদেশসূচক (command) বাক্যে ক্রিয়া-পদের আগে 'তা' ব্যবহার করে না বোধক করা হয়। যেমন :—

তাবুক থুঙদি — এখন খেলা কর।

তাবুক তা থুঙদি — এখন খেলা করো না।

অ থাইচুক চাদি—এই আমটি খাও।

অ থাইচুক তা চাদি—এই আমটি খেয়ো না।

(৬) অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও উপরের ১ নং ও ২ নং নিয়ম প্রযোজ্য। যেমন :—

আঙ মাই চাইয়াঅই ইস্কুল' থাঙগ—আমি ভাত না খেয়ে ইস্কুলে যাই।

ব মাই চালিয়াঅই ফাইখা—সে ভাত না খেয়েই এসেছে।

(৭) নাই বুঝাতে কীরাই বলা হয়। বাংলাতে নাই বললে যেমন বর্তমান কালের চিহ্ন দিতে হয় না। ককবরকেও কীরাই বললে বর্তমান কালের চিহ্ন দিতে হয় না। যেমন :

I have money.—I have no money.

আমার কাছে টাকা আছে—আমার কাছে টাকা নাই।

আনি থানি রাঙ তঙগ—আনি থানি রাঙ কীরাই।

এখানে বাংলা ও ককবরকের রূপান্তর একই নিয়মে হয়। ইংরাজীর নিয়ম আলাদা। **I have no money** বাক্যটির আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ হবে, 'আমার কাছে টাকা আছে নাই'।

(৮) অতীত কালেও নাই বুঝাতে কাঁরাই ব্যবহার করা হয়। কাঁরাই এর পরে অতীত কালের চিহ্ন খা ব্যবহার করা বিধেয়। কিন্তু কথ্য (spoken) ককবরকে কাঁরাইখার বদলে শুধু কাঁরাই বলাই রীতি।

[বাংলায় ও তাই। যেমন :—

হরিদাস — বুঝলে, কাল মাছটা কেনার খুব ইচ্ছে হয়েছিল।

আবদুল — কিনলেন কেন? কিনলেই পারতে?

হরিদাস — আমার কাছে টাকা নাই (ছিল না)। তবে বাংলায় টাকা নাই' এবং 'টাকা ছিল না' র ব্যবহার প্রায় সমান সমান]

উদাহরণ : I had money — I had no money

আমার কাছে টাকা ছিল — আমার কাছে টাকা নাই/ ছিল না।

আনি থানি বাঙ তঙখা — আনি থানি বাঙ কাঁরাই/কাঁরাইখা।

উপরে চার নম্বর নিয়মে বলা হয়েছে যে ক্রিয়াপদের শেষ ধ্বনিটি স্পৃষ্ট ধ্বনি ছাড়া অন্য ধ্বনি হলে ক্রিয়াপদ ও লাক এর মধ্যে গ এর আগম হয়। একটি ব্যতিক্রম আছে। ঙ স্পৃষ্টধ্বনি হলেও এর পরে গ এর আগম হয়। যে সব ধ্বনি উচ্চারণের সময় দুইটি বাকপ্রত্যঙ্গ পরস্পরকে স্পর্শ করে তাদের স্পৃষ্ট ধ্বনি বলে। বাংলা বর্ণমালার ক থেকে ম পর্যন্ত বর্ণগুলি স্পৃষ্টধ্বনির দ্যোতক। আমাদের উচ্চারণে অবশ্য চ সময় সময়, ছ অনেক সময় এবং ফ সবসময় স্পৃষ্ট না হয়ে ঘৃষ্টধ্বনি হয়ে যায়।

কারক ও বিভক্তি—তাঙনায় তাই বাগমারি

আমি এখন খাচ্ছি। আমরা আজ উদয়পুর যাব। মা কমলাকে একটা কলম দিয়েছেন। কমলা কলম দিয়ে লিখছে। বাবা দোকান থেকে কলমটা এনেছেন। কমলা আমার বোন। কমলার বাক্সে অনেক পুতুল আছে।

আঙ তাবুক চাঅই তঙগ। চাঁঙ তিনি উদয়পুর' থাঙনাই। আমা কমলান' কলম কঙসা রাখা। কমলা কলমবাই সাইঅই তঙগ। বাবু দোকাননি অ কলম তুবুখা। কমলা আনি হানক। কমলানি বাক্সঅ পুতুল কাবাঙ তঙগ।

ছেলেরা খেলা করছে। ক্লাব ওদেরকে একটা বল দিয়েছে। ওরা খুব খুশী। ওরা পাম্পার দিয়ে বলটা পাম্প করেছে। তখিরায় মিহিরকে বল দিল। মিহির থেকে বুলু বল পেল। বুলু গোলে শট করলো। বুলুর বল গোলে ঢুকল। গোল!

চেরাই রগ থুঙগই তঙগ। ক্লাব বরগন' বল থাইসা রাখা। বরগ জববুই তঙথকজাকখা। বরগ পাম্পার বাই বল পাম্প খালাইখা। তখিরায় মিহিরন' বল রাখা। মিহিরনি বল বুলু মানখা। বুলু গোল' শট খালাইখা। বুলুনি বল গোল' হাবখা। গোল!

মা রান্না করছে। মা আমাকে ভাত দেবে। আমি একটু পরে গরু নিয়ে মাঠে যাব। আমি দা দিয়ে জঙ্গল কাটব। আমরা জঙ্গল থেকে লাকড়ী আনব। জঙ্গলে অনেক খরগোস আছে। আমরা খরগোস ধরি। আমার বন্ধুরাও আমার সঙ্গে যায়।

আমা সঙগই তঙগ। আমা আন' মাইমুই রানাই। আঙ কিসা উল' মুসুক নাঅই মাঠ' খাঙনাই। আঙ দাবরক বাই বলঙ তাননাই। চাঙ বলঙ নি বল তুবুনাই। বলঙগ কুরকুস কাবাঙ তঙগ। চাঙ কুরকুস রম'। আনি ইয়ার সঙ ব আনি লগি থাঙগ।

—০—

ব্যাকরণ—ককমা

কারক ও বিভক্তি—তাঙনায় তাই বাগমারি

ককতাঙ (বাক্য) এ ব্যবহৃত খীলায়মা ককথাই (ক্রিয়াপদ) এর সঙ্গে বীমুঙ (বিশেষ্য) এবং মুঙয়াচাক (সবনাম) ককথাই এর সম্বন্ধকে আমরা তাঙনায় (কারক) বলি। যে চিহ্নগুলি দিয়া তাঙনায় বুঝানো হয় সেগুলিকে বাগমারি (বিভক্তি) বলি।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কাবক ও বিভক্তির ব্যবহারে তারতম্য আছে। সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষায় কারকের ব্যবহার অত্যন্ত বিস্তৃত। ইংবাজী ভাষায় এদের ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত। বাংলা ও ককবরকে তাঙনাই এর ব্যবহার ইংরাজী ও সংস্কৃতের মাঝামাঝি বলা যায়।

ককবরকে কারক পাঁচ প্রকার: কর্তা, কর্ম, করণ, অপাদান ও অধিকরণ।

কর্তৃ কারক—তাঙনায় খীলায়ফাঙ

ক্রিয়া যার দ্বারা সম্পাদিত হয় তাকে কর্তা বলে। প্রতিটি ক্রিয়া পদেই কিছু করা, হওয়া, বা থাকা বুঝায়। যে করছে, হচ্ছে বা থাকছে সে-ই কর্তা।

ক) অমল পড়িঅই তঙগ—অমল পড়ছে।

খ) বীরবিক্রম বুবাগরা কাহাম তঙখা—বীরবিক্রম ভাল রাজা ছিলেন।

গ) অ চেরাই কতর আঁওখা—ছেলেটি বড় হয়েছে।

ঘ) তাবুক বাজার' থাঙদি—এখন বাজারে যাও।

উপরের ক, খ, ও গ বাক্যে অমল, বীরবিক্রম ও চেরাই কর্তা। ঘ বাক্যে কর্তা অনুক্ত। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কোন কোন বাক্যে কর্তা অনুক্তও থাকতে পারে। ককবরকে কর্তায় বিভক্তি চিহ্ন শূন্য, অর্থাৎ কোন বিভক্তি চিহ্নই নাই।

কর্ম কারক—তাঙনায় সামুঙ

ক্রিয়া যা করে, দেখে ইত্যাদিকে কর্ম বলে। আমরা ক্রিয়া পরিচ্ছেদে কর্ম সম্বন্ধে পড়েছি। এবার নীচের বাক্য দুটি দেখি।

১। বরগ মাই চাঅ—ওরা ভাত খায়।

২। দিলীপ বন' পত্রিকা রীঅ—দিলীপ ওকে পত্রিকা দেয়।

প্রথম বাক্যে মাই এবং দ্বিতীয় বাক্যে ব আর পত্রিকা কর্ম। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে মাই ও পত্রিকায় বিভক্তি চিহ্ন শূন্য। কিন্তু ব-তে বিভক্তি চিহ্ন ন যুক্ত হয়েছে। কর্মকারকে ন ও শূন্য বিভক্তির নিয়ম এই রকম :— মুখ্য কর্মে শূন্য বিভক্তি ও গৌণ কর্মে ন বিভক্তি হয়। মানুষ ও মনুষ্যবাচক শব্দে ন বিভক্তি হয়। প্রাণীবাচক শব্দেও কোন কোন সময় ন বিভক্তি হয়। জড়বাচক শব্দে সবসময় এবং মনুষ্যেতর প্রাণীবাচক শব্দে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শূন্য বিভক্তি হয়।

করণ কারক—তাঙনায় তাঙসঙ

লাঠি দিয়া মারি। কলম দিয়া লিখি। হাত দিয়া খাই। যা দিয়া কাজটা করি তাকে করণ কারক—তাঙনায় তাঙসঙ— বলে।

ককবরকে করণ কারকে বিভক্তি চিহ্ন বাই।

১। রাবণ রাম কর্তৃক নিহত হয়।

Ravan was killed by Ram.

রাবণ রাম বাই বুথাব জাকখা।

২। আমি কলম দিয়ে লিখছি।

I am writing with a pen.

আঙ কলম বাই সাইঅই তঙগ।

ইংরাজীতে করণ কারককে Instrumental case বলে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ইংরাজীতে করণ কারকের জন্য by এবং with যুক্ত হয়।

সংস্কৃত ভাষায় সহ অর্থে এবং সহ শব্দ যোগে করণ কারক ও তৃতীয়া বিভক্তি হয়। ককবরকেও সহ অর্থে করণ কারক হয়।

রামঃ সীতয়া লক্ষ্মণেন চ সহ বনং জগাম।

Ram went to the forest with Sita and Lakshman.

রাম সীতা তাই লক্ষ্মণ বাই বলঙগ থাঙখা।

রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন।

কিন্তু ককবরকে সহ বা সহিত শব্দ যোগে করণ কারক হয় না। উপরের বাক্যটি অন্য রকম করেও বলা যায়। যেমন :—

রাম, সীতা লক্ষ্মণনি লগি বলঙগ থাঙখা।

এখানে আর করণ কারক হয়নি।

অপাদান কারক—ভাঙনায় সিমি

নাঁঙ আরনি ফাইদি — তুমি ওখান থেকে আস।

বাঁফাঙনি বাঁথাই কালাইঅ — গাছ থেকে ফল পড়ে।

যা বা যে জায়গা থেকে বিচ্ছেদ হয় তাকে অপাদান কারক বলে। অপাদান কারকে নি বিভক্তি হয়। অপাদান কারকে নি বিভক্তি যুক্ত

হলেও অনেক সময় সিমি — হইতে — শব্দটিও যুক্ত হয়। সিমি ব্যবহৃত হলেও অর্থ একই থাকে।

নাঙ আরনি ফাইদি। } তুমি ওখান থেকে আস।
নাঙ আরনি সিমি ফাইদি। }

অধিকরণ কারক—তাঙনায় ইয়াচাগনায়

মাসা বলঙগ তঙগ — বাঘ বনে থাকে।

সাল ফুঙগ বাচাঅ — সকালে সূর্য উঠে

সামুঙগ বাখা রাদি — কাজে মন দাও।

বলঙগ-বনে, ফুঙগ-সকালে, সামুঙগ-কাজে, ইত্যাদি শব্দে ক্রিয়ার আধার বুঝায়। ক্রিয়ার আধার (স্থান, কাল, পাত্র, বিষয় ইত্যাদি) কে অধিকরণ কারক বলে। অধিকরণ কারকে অ বিভক্তি হয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা কারক ও বিভক্তি চিহ্ন সম্বন্ধে যা দেখলাম তা সংক্ষেপে নীচে দেওয়া গেল।

কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি হয়।

কর্মকারকে শূন্য অথবা ন বিভক্তি হয়।

করণ কারকে বই বিভক্তি হয়।

অপাদান কারকে নি বিভক্তি হয়।

অধিকরণ কারকে অ বিভক্তি হয়।

সম্বন্ধ পদ—ককথাই সানদাই

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের সহিত ঐ বাক্যে ব্যবহৃত বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সম্বন্ধকে কারক বলে। কারককে যে যে চিহ্ন দিয়া প্রকাশ করা হয় সেগুলিকে বিভক্তি বলে। এতক্ষণ আমরা কারক আলোচনা করেছি। এবার আলোচনা করছি সম্বন্ধ পদ।

বাক্যের একটি বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সঙ্গে অন্য একটি বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সম্বন্ধ থাকলে প্রথমটিকে সম্বন্ধ পদ বলে। ইংরাজী ব্যাকরণ মতে সম্বন্ধপদও কারক — possessive case. ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণে সম্বন্ধ পদ কারক নয় কারণ এর সঙ্গে ক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ নেই। একই যুক্তিতে ককবরকেও আমরা সম্বন্ধ পদকে কারক বলছি না। ককবরকে সম্বন্ধ পদে নি বিভক্তি হয়।

উদাহরণ : আনি ফাইয়ুঙ — আমার ভাই।

বাবুনি কলম — বাবার কলম।

নিনি বই — তোমার বই।

—o—

বিভক্তি — বাগমারি

যে চিহ্নগুলি দিয়া কারক চিহ্নিত হয় সেগুলিকে বিভক্তি —বাগমারি বলে। সংস্কৃত, লাতিন প্রভৃতি ক্লাসিকেল ভাষায় বিভক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। ঐসব ভাষায় বিভক্তি যুক্ত হলে শব্দের রূপ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই জন্য ছেলেরা বসে সে শব্দের রূপ মুখস্থ করে। সংস্কৃতে বিভক্তিকে প্রথমা, দ্বিতীয়া ইত্যাদি সাত ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ককবরকে আমরা তা করিনি। আমরা আমাদের বিভক্তিগুলোকে বিভক্তি রূপেই দেখব।

ককবরকেও বাংলা ও সংস্কৃত ইত্যাদির ভাষার মত বিভক্তিগুলি শব্দের অন্তে বসে। এতে বিশেষ্যের কোন পরিবর্তন হয় না। কেবল যে বিশেষ্যের শেষে ঙ আছে তার পরে অ বসলে মধ্যে একটি গ এর আগম হয়। যেমন— বলঙ + অ = বলঙগ। ককবরকে মোট চারটি বিভক্তি আছে : অ, ন, নি, বাই। কোন কোন সর্বনাম

পদের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হলে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। ঐ পরিবর্তন গুলো নীচে দেখানো হল।

আঙ + ন = আন,

চাঙ + ন = চান' অথবা চাঙন'

নাঙ + ন = নন'

আঙ + নি = আনি

চাঙ + নি = চিনি

ব + নি = বিনি

উপসর্গ—সাকাঙ কারঙ

কিছু কিছু ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ কেবল অন্য শব্দের আদিতে বসে। এগুলিকে আমরা উপসর্গ—সাকাঙ কারাঙ—বলব ইংরাজীর prefixes এবং বাংলা ও সংস্কৃতের উপসর্গ আর ককবরকের সাকাঙ কারাঙ ঠিক সমার্থক নয় ককবরকে প্রধান উপসর্গ এগারটি। এগুলি হল: অ, আ, ই, উ, ক, ফ, ব, বা, ম, র, এবং স। এগুলির মধ্যে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি সাধারণত: পরবর্তী শব্দের প্রথম স্বরধ্বনিটি গ্রহণ করে ঐ শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। যে:—

ক + তর = কতর (ত এর অ ক এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে)

ক + হাম = কাহাম (হা এর আ ক এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে)

ক + সিপ = কিসিপ (সি এর ই ক এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে)

ক + ফুর = কুফুর (ফু এর উ ক এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে)

ক + বেল = কেবেল (বে এর এ ক এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে) ইত্যাদি।

একই নিয়মে 'ফ' তৈরী করেছে ফলক, ফুমুগ;

ব তৈরী করেছে বথক;

বা তৈরী করেছে বাহান, বাতাই, বিহিক।

ম তৈরী করেছে মিহিম, মুথু;

র তৈরী করেছে রহর, রিহিন
স তৈরী করেছে সতন, সেপেঙ ইত্যাদি।

তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে। কয়েকটি ব্যতিক্রম নীচে দেখা যাক। বী + র' = বীব', বী + মা = বীমা, ম + থাঙ = মথাঙ।

বাংলা ও সংস্কৃত উপসর্গগুলির নির্দিষ্ট কোন অর্থ নাই। বিভিন্ন ধাতু বা শব্দের আদিতে বসে তারা নূতন শব্দ তৈরী করে। উদাহরণ: আহার, পরিহার, প্রহার, বিহার। ইংরাজীতে dis—, in—, un—, প্রভৃতি কিছু কিছু prefix এর নির্দিষ্ট অর্থ থাকে। এই ব্যাপারে ককবরকে সাকাঙ কার'ঙগুলি অনেক সরল। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে এদের প্রত্যেকের একটি মোটামুটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে। অর্থগুলি নীচে দেখানো হলো।

অ, ই, সাধারণত: নিকট বুঝায়।

অ, অক', অব', অম', ই, ইক', ইব', ইম' = এই, এইজন, ইত্যাদি।

অব' = এখানে।

আ, উ, সাধারণত: দূর বুঝায়।

আ, আক' আব, আম', উ, উক', উব', উম' = ঐ, ঐটি, ঐজন, ইত্যাদি।

আর' = ওখানে, আফুক = ঐ সময়ে, তখন।

ম, ফ ও ব সাধারণত: ক্রিয়া পদকে নিজন্ত করে।

নুগ = দেখা; ফ + নুগ = ফনুগ = দেখানো

থক = থামা; ব + থক = বথক = থামানো।

থু = ঘুমানো; মুথু = ঘুম পাড়ানো।

ক সাধারণত: বিশেষণ পদের দ্যোতক। কতর —বড়, কাহাম— ভাল, কিসিপ—ভিজা, কুফুর—সাদা, কেবেল—দুবল, ইত্যাদি।

বী ককবরকের অসংখ্য সাধারণ বিশেষ্য পদের আদিতে যুক্ত আছে। ঐ বিশেষ্য পদগুলি যখন সাধারণ থাকে না, যখন বিশেষ হয়ে উঠে তখন আর এই বী যুক্ত থাকে না। বিশেষ্য পদগুলির আদিতে বী যুক্ত থেকে যেন ঘোষণা করছে ঐ পদটির বিশেষ স্থান

বক্তার অজানা। নীচের উদাহরণগুলি থেকে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে।

বাঁফা—বাবা ; আনিফা = আফা—আমার বাবা, নিনিফা = নাফা—তোমার বাবা।

বাঁমা — মা ; আনিমা = আমা – আমার মা, নিনিমা = নামা — তোমার মা।

বিহিক — স্ত্রী ; আনিহিক— আমার স্ত্রী।

বাঁতাই — ডিম ; তকতাই — মুরগীর ডিম।

বাহান— মাংস ; পুহান পাঁঠার মাংস।

বাঁসা — ছেলে ; আনিসা — আমার ছেলে।

র এবং স এর অর্থ এত পরিষ্কার নয়। নীচে এদেরও একটি করে উদাহরণ দেওয়া গেল।

হর —পাঠানো (বক্তার নিকট থেকে দূরের দিকে)।

রহর — পাঠানো (দূর থেকে বক্তার দিকে)।

পেঙ— সন্তুষ্ট করা।

সেপেঙ — সোজা করা—Straighten.

প্রত্যয়—উল' কীরাঙ

বিপিন : ডাক্তার, ও ডাক্তার ! ঘরে কি কর ? বাইরে এসো।

ডাক্তার : কি ব্যাপার বিপিন ? কেমন আছ ? মাথার চুল যে সব সাদা হয়ে গেছে ?

বিপিন : উঁহুঁ, কেবল চুল হয় নাই। ভাল করে দেখ। দাড়ি, গোঁফ সব সাদা হয়ে গেছে। চোখে কম দেখি। গালের চামড়া কুঁচকে গেছে। দাঁত নড়ছে। বুড়ো হয়েছি। এখন পর্যন্ত হাঁটতে পারি।

ডাক্তার : কি হয়েছে ? মন খারাপ ? বোস। তুমি শিক্ষক। চুল সাদা হলে ভালই লাগবে। জিভটা দেখাও। নাকটা লাল কেন ? কানের উপর থেকে কাপড় সরাও।

বিপিন : ঠাণ্ডা লেগেছে। গলায় ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা, পিঠে ব্যথা। পেটে ক্ষুধা নাই। সেটা ভাল। খাবার নাই। গরীবের ক্ষুধা লাগা ভাল না।

ডাক্তার : খুব কথা শিখেছ ? বৌদি শেখায় ভাল। জামাটা খোল। বুকটা একটু দেখব। জোরে জোরে শ্বাস নাও। হাতটা ওদিকে রাখ। পাটা এদিকে আন, আমার আঙ্গুলটা ধর।

বিপিন : হাটুতে ব্যথা, কনুইয়ে ব্যথা। হঠাৎ ব্যথা বাড়ে। কি করবো ?

ডাক্তার : কিছুনা, ভয় পেয়ো না। দুদিনে ভাল হয়ে যাবে। ভাত খাবে না। দুধ আর রুটি খাবে। কাজ করবে না। শুয়ে থাকবে। বিশ্রাম করবে। ঔষধগুলি ঠিকমত খাবে।

বিপিন : অনর্থক কথা বলো না। আমি দুধ খাই না। দুধের চেয়ে বার্লি ভাল। তাড়াতাড়ি কর। আমি এখন চলে যাব।

ডাক্তার : হ্যাঁ যাবে। একটু হাতটা এখানে রাখ। প্রেসারটা দেখব। ইস, নখগুলি কাট না কেন? বৌদি কি করে? কিছু দেখে না।

বিপিন : সব ফল পাকলে মিষ্টি, মানুষ পাকলে তেতো। বৌদির সময় কোথায়? নাতি নাতনী দেখে।

ডাক্তার : ওষুধগুলি নাও। দুদিন পরে আবার আসবে।

বিপিন : ছেলেটাকে পাঠাব। আসতে পারব না। আমি বড় দুর্বল।

ডাক্তার : তুমি ভয় পেয়েছ। দুদিনের মধ্যেই ভাল হয়ে যাবে। তখন তুমিই আসবে। গাছ থেকে কটা বেগুন নিয়ে এসো। তোমাদের বেগুনগুলি খুব ভাল।

বিপিন : আনব ভাই, আনব। এখন যাই।

ডাক্তার : এসো। আস্তে আস্তে যাবে।

—o—

বিপিন : ডাক্তার, অ ডাক্তার? নগ' তাম' থীলাই? অঙখরদি।

ডাক্তার : তাম' বিপিন? বাহাই তঙ? বখরকনি বাথানাই জতত' ফুরই সে থাঙবাইখা?

বিপিন : ইঁহিঁ, বাথানাই সিমি আঁঙগিয়াখো। নাইসিকদি।

খচাই. সেওফারি জত'ন ফুর বাইখা। মকল সে বেশি মুগলিয়া। খাঙগানি বুকুর হুইঅই থাঙবাইখা। বুআ লরে বাইখা। বুড়া আঁঙখা। তাবুকসাক হিমনানি মান'।

ডাক্তার: তাম' আঁঙখা ? খা হাময়াদে ? আচুগদি।, নাঁঙ ফাঁরাঁঙনায়। বাঁখানাই ফুরখে কাহাম ন নাঙনাই। বাঁসলাই ফুনুগদি। বাঁকাঁঙ কাঁচাক তামাঁঙগই ? বাঁখুনজু সাকানি রি খিবদি।

বিপিন: কাচাঙ নাঙখা। ততরাঁ সাঅ, গংদনা সাঅ, ফিকুঙ সাঅ। অকখুইয়া। আক' কাহাম। চামুঙ বাঁরাঁই। কাঁরাঁইসানি অকখুইনা হাময়া।

ডাক্তার: বেলাই কক সাঁরাঁঙখাদে ? বাসাই হামখে ফাঁরাঁঙগ। কামচালাই থুকদি। খাকলাব নাইসনাণ্ড। ফান খালাই হামা হচাদি। ইয়াগ আইয়াঙ তনদি। ইয়াকুঙ ইয়াঙ তুবুদি। আনি ইয়াসি রমদি।

বিপিন: ইয়াসকু সাঅ। ইয়াগজুরা সাঅ। আচমসা সামা তর'। তাম' খালাইনাই ?

ডাক্তার: কুসতামইয়া। তা কি'রদি। সালনাই'ন বিসিঙগ হাম আঁঙনাই। মাই চাগলাক। দুধ তাই রুটি চানাই। সামুঙ তাঙগলাক। রকই ভঙনাই। লেঙলানাই। বিথিরগ সই সই চানাই।

বিপিন: এরেঙ কক তা সাদি। আঙ দুধ নাঙগিয়া। দুধনি সাই বার্লি কাহাম। দাকতি খালাইদি। আঙ তাবুক থাঙনাই।

ডাক্তার: আঅ। নাঁঙ থাঙনাই। কিসা আচুগদি। ইয়াগ অর' তনদি। প্রেসার নাই নাই। তামাঁঙগই ইয়াসকু রাইয়া ? বাসাই তাম' খালাই ? কুসতাম মুগয়াদা ?

বিপিন : বাথাই জতত' মুঙখাই তুইঅ। বরক মুঙখাই কাথা।
বাসাইনি সময় বার' ? বুমুক বুমুকজুকরগন' নাইঅ।

ডাক্তার : বিথিরগ নাদি। সালনাই উল' ফাইউদি।

বিপিন : সান' রহরনাই। আঙ ফাইনানি মানলাক। আঙ বেলাই কেবেল।

ডাক্তার : নাঙ কিরিখা। নাঙ সালনাইনি বিসিঙগ' হামনাই। আফুক নাঙন' ফাইনাই। বাফাঙনি ফানতক কিসা। তুবুঅই ফাই'দ। নরগণি ফানতকরগ জববুই কাহাম।

বিপিন : তুবুনাই ফাইযুঙ, তুবুনাই। তাবুক থাঙখা।

ডাক্তার : ফাগদি। কেলেরই থাঙদি।

দ্রষ্টব্য : তঙদি — তনদি, তাম' আঙ + আই— তামাঙগই ; মুন খালাইঅই — মুই খাই মুঙখাই।

ককমা—ব্যাকরণ
প্রত্যয়—উল' কারাঙ

কিছু কিছু ধ্বনি বা শব্দ কেবল অন্য শব্দের অন্তে যুক্ত হয়। এগুলিকে প্রত্যয় বলি। বাংলা ও সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রত্যয়ের বিস্তারিত আলোচনা আছে। ইংরাজীতে প্রত্যয় আলাদা ভাবে আলোচিত হয় না। আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাকরণে প্রত্যয়কে suffix বলা হয়। বাংলা ও সংস্কৃতে প্রত্যয়কে কৃৎ ও তদ্ধিত এই দুই ভাগে দেখানো হয়। ককবরকের প্রত্যয়গুলিকে আমরা এক ভাগেই দেখবো। যে কোন ভাষায়ই প্রত্যয়ের সংখ্যা অনেক। আমরা এখানে কেবল প্রধান প্রধান প্রত্যয়গুলি দেখব।

১। অ—(ক) বর্তমান কালের চিহ্ন রূপে ক্রিয়ার অন্তে বসে।

আঙ থঙগ — আমি যাই

নাঁঙ চাঅ — তুমি খাও।

ব কাব' — সে কাঁদে।

খ) অধিকরণ কারকের চিহ্ন রূপে বিশেষ্য পদের অন্তে বসে।

আঙ ইস্কুল' থাঙগ — আমি স্কুলে যাই।

২। খা—অতীত কালের চিহ্নরূপে ক্রিয়ার অন্তে বসে।

ব ফাইখা — সে এসেছে।

খো—নঞর্থক য়ার পরে খা প্রত্যয়টি খো হয়ে যায়।

ব ফাইয়াখো — সে আসে নাই।

৩। মানি—দূর অতীত কালের চিহ্নরূপে ক্রিয়ার অন্তে বসে।

আঙ অর' তঙমানি—আমি এখানে ছিলাম/থাকতাম

৪। নাই/উনু/আনু-ভবিষ্যৎ কালের চিহ্নরূপে ক্রিয়ার অন্তে বসে।

আমি যাব — আঙ থাঙনাই, আঙ থাঙগানু।

আমি খাব — আঙ চানাই, আঙ চাউনু।

৫। অই—ক্রিয়াপদের ঘটমান অবস্থা বা অসমাপিকার চিহ্ন হিসাবে ক্রিয়ার অন্তে বসে। এটি ইংরাজী present participle এর চিহ্ন ing এর অনুরূপ।

আঙ চাঅই তঙগ — আমি খাচ্ছি।

আঙ চাঅই ইস্কুল' থাঙনাই—আমি খেয়ে স্কুলে যাব।

৬। জাক—ইংরাজী en বা past participle এর অনুরূপ জাক প্রত্যয়টি ক্রিয়ার অন্তে বসে ক্রিয়াকে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ায় পরিণত করে। এটি বাংলা ও সংস্কৃতের ক্ত প্রত্যয়ের মত। অ রীচামুঙ পথিকা দেববর্মা বাই রীচাবজাকখা — এই গানটি পথিকা দেববর্মা কর্তৃক গীত হইয়াছিল।

ইংরাজী past participleটি বিশেষণ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। যেমন: Heard melodies are sweet. সংস্কৃতের ঐতিহ্য অনুসারে বাংলায়ও ক্ত প্রত্যয়ান্ত অধীত, পঠিত, প্রদর্শিত ইত্যাদি শব্দ কর্মবাচ্যের

ক্রিয়া এবং বিশেষণ এই দুই ভাবেই ব্যবহৃত হয়। ককবরকেও জাক প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণ রূপেও ব্যবহৃত হয়। যেমন: লেঙজাক —পরিশ্রান্ত, রুগজাক — সিদ্ধ (boiled), দালকজাক—মিশ্রিত, ইত্যাদি।

৭। নায়—ককবরকের নায় প্রত্যয়টি ইংরাজী er এর অনুরূপ। ক্রিয়া পদের অন্তে নায় যুক্ত হয়ে সেই ক্রিয়ার কারক বুঝায়। নায়কে সংস্কৃত বাংলার অক প্রত্যয়ান্ত শিক্ষক, সেবক, কারক, ইত্যাদি শব্দের অক এর সঙ্গে তুলনা করা যায়

সীরাঙ —শিক্ষা করা—learn
সীরাঙনায়—শিক্ষার্থী — learner
ফীরাঙ—শিক্ষা দেওয়া — teach
ফীরাঙনায়—শিক্ষক — teacher
খালাই—করা — do
খালাইনায়—কারক, কর্তা — doer

৮। মুঙ—মুঙ প্রত্যয়টি ক্রিয়া পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়া পদটিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করে।

চা—খাওয়া—চামুঙ—খাদ্য
থুঙ—খেলা করা—থুঙমুঙ—খেলা
রীচাব—গান করা—রীচাবমুঙ -রীচামুঙ—গান

৯। থুন—থুন প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ক্রিয়া অনুজ্ঞাসূচক বা ভাব বাচ্যের ক্রিয়া হয়ে উঠে।

আঙ—হওয়া, আঙথুন—হউক, হোক।
চা—খাওয়া; চাথুন=খাউক, খাক।
থাঙ—যাওয়া: থাঙথুন—যাউক, যাক।

১০। পাই—ককবরক পাই শব্দটির অর্থ (১) কেনা, ও (২) শেষ

হওয়া। কিন্তু এই শব্দটি প্রত্যয়রূপে ক্রিয়ার অন্তেও বসে। তখন ক্রিয়াটি সম্পূর্ণতঃই শেষ হয়েছে বুঝায়। বাংলায় এসে গেছে, চলে গেছে, হয়ে গেছে ইত্যাদি উক্তিতে গেছে শব্দটি পূর্ববর্তী ক্রিয়াটি সম্পূর্ণতঃই শেষ হয়েছে বুঝায়। পাই শব্দটি বাংলার গেছে শব্দটির অনুরূপ।

সাই—লেখা, সাইবাইখা—লিখেছে, লিখে ফেলেছে।

পাই—কেনা, পাইবাইখা—কিনেছে, কিনে ফেলেছে।

ফাই—আসা, ফাইরাইখা—এসেছে, এসে গেছে।

(উপরের তিনটি শব্দে সন্ধি হয়ে পাই এর প ধ্বনিটি ব হয়ে গেছে।)

১১। উ—'পুনরায়' অর্থে ক্রিয়া পদের অন্তে বসে।

ব ফাইউখা—সে আবার এসেছে।

১২। সিক—'বিশেষ' বা 'ভালভাবে' অর্থে ক্রিয়ার অন্তে বসে।

মানাইন' নাইসিক দি—জিনিসটাকে ভালভাবে দেখ।

১৩। সন—'একটু' অর্থে 'নাই' ক্রিয়াপদের অন্তে বসে।

ইগালা নাইসন দি—এদিকে একটু দেখ।

১৪। চম—'গোপনে' অর্থে 'নাই' ক্রিয়ার অন্তে বসে।

নাইচমদি—গোপনে বা আড়াল থেকে দেখ।

১৫। দি/দা—আদেশ, অনুরোধ, ইত্যাদি বুঝাতে ক্রিয়ার পরে বসে।

ইয়াও ফাইদি—এদিকে আসুন।

১৬। য়া—বর্তমান ও অতীত কালে ক্রিয়ার অন্তে বসে ক্রিয়াকে না-সূচক করে। বর্তমান কালে ক্রিয়ার সঙ্গে য়া যুক্ত হলে তখন আর কালের চিহ্ন অ বসে না। অতীত কালে ক্রিয়ার সঙ্গে য়া যুক্ত হলে কাল চিহ্ন খা রূপান্তরিত হয়ে খো হয়।

ব পুহান চায়া—সে পাঁঠার মাংস খায় না।

ব মাই চায়াখো—সে ভাত খায় নাই।

১৭। লাক—ভবিষ্যৎ কালে ক্রিয়ার অন্তে বসে ক্রিয়াকে না-সূচক

করে। লাক যুক্ত হলে ক্রিয়ার পরে আর কাল চিহ্ন নাই বা আনু/উানু বসে না। ক্রিয়াপদের শেষ ধ্বনিটি স্পৃষ্ট-ধ্বনি ছাড়া অন্য ধ্বনি হলে ক্রিয়া ও লাক এর মধ্যে একটি গ্-ধ্বনির আগম হয়।

ব কাবলাক—সে কাঁদবে না।

আঙ থাঙগলাক—আমি যাব না।

১৮। সাক—'পর্য্যন্ত' অর্থে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়।

তাবুক সাক—এখন পর্য্যন্ত।

১৯। লিয়া—অতীত কালের ক্রিয়ার অন্তে বসে ক্রিয়াকে না-সূচক করে। লিয়া যুক্ত হলে আর ক্রিয়ার সঙ্গে খা যুক্ত হয় না।

শব্দ-শব্দ-শব্দ

বিপরীতার্থক শব্দ

কতর—চিকন

কলক—বাংরা

কংম—পাতলা

কাপ—মানাই

কাসা, কা—অভুগর

কাহাম—হাময়া

কুথুই—কাথাঙ

কুফুর—কসম

কাচাঙ—কুতুঙ

কাতাল—কাচাম

কেরাম, কারান—কুফুঙ, লন্দা

কালাই—কারাক

চেরাই—বুরা

তঙ—কারাই

তলা—সাকা

থামচি কুতুঙ—কাচাঙ

থাঙ—ফাই

খু—বাচা

না—রী

নাইথক—সিতরা

বিগরা—গানাড়

বিসিং—ফাতার

বুই—বাইথাঙ

মাগমুঙ—পিরমুঙ

রম—য়াকার

রাজা—পাতলা

স', সত—দাগা রো

কর—সাল

হাসুক—হারুঙ

হিম—আচুগ

হিলিক—হেলেঙ

পদ পরিবর্তন

ক্রিয়া	বিশেষ্য	ক্রিয়া	বিশেষণ
চা	চামুঙ, চানায়	সি	কিসি
সা	সামুঙ	হাম	কাহাম
থুঙ	থুঙমুঙ, থুঙনায়	থুই	কুথুই
কিরি	কিরিমুঙ, কিরিনায়	তর	কতর
পাই	পাইমা, পাইনায়	ফুর	কুফুর
ফাই	ফাইমা, ফাইনায়	সম	কসম
থাঙ	থাঙমা		
ফাল	ফালমা, ফালনায়		

ক্রিয়া	বিশেষণ
রুগ	রুগজাক
কাই	কাইজাক
দালক	দালকজাক

বাচ্য পরিবর্তন

আপনারা সকলে বসুন। আমাদের প্রধান অতিথি এসে গেছেন। স্কুলের ছেলেদের দ্বারা তিনি মাল্যভূষিত হবেন। স্কুলের মেয়েদের দ্বারা উদ্বোধনী সঙ্গীত গীত হবে। তারপর মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক প্রদর্শনীর আরম্ভের ঘোষণা দেওয়া হবে। প্রধান অতিথি কর্তৃক পুরস্কার বিতরিত হবে। বাচ্চারা সামনে এসে বস। অনুষ্ঠানের পর সিনেমা দেখানো হবে। জঙ্গলের ছবি। খুব সুন্দর। সিংহ আছে। হাতী আছে। বাঘ, হরিণ, বানর, সব আছে। তোমরা ভীত হইওনা। ভীত হওয়ার কিছু নাই।

বিপাশা? বিপাশা কিয়াও? তুমি কোথায় আছ? তোমাকে ডাকা হচ্ছে। তুমি যেখানেই থাক তাড়াতাড়ি এখানে চলে আস। পুরস্কারের জিনিসগুলি পাওয়া যাচ্ছে না। ওগুলো কোথায় রেখেছ? ওগুলো এখনই লাগবে। ওগুলো নিয়ে আস। তুমি তাড়াতাড়ি আস।

যারা গাছের উপরে উঠেছেন নেমে আসুন। আপনাদের জন্য অনেক জায়গা করা হয়েছে। এখানে এসে বসুন। ওখান থেকে সিনেমা দেখা যাবে না। পরে জায়গা পাওয়া যাবে না। এক্ষুণি উদ্বোধনী সঙ্গীত গীত হবে। একটু পরেই আমরা প্রদর্শনী দেখব। যারা চলে যাচ্ছেন তাঁরা ফিরে আসুন।

ভলান্টিয়াররা গেটে যাও। বাচ্চারা থাকুক। মেয়েদের ওদিকে যেতে

দাও। ওরা বারান্দায় বসুক। স্কুলের মেয়েদের বল, ওরা গান শুরু করুক।

—o—

'নরগ জতত' আচুগ'দি। চিনি নাওবাই কতর সকফাইখা। স্কুলনি চেরাইরগ বাই ব খুমতাও বাজ্ঞাকনাই। স্কুলনি সাজুকরগ বাই চেঙফুরুনি রাচাবমুও রাচাবজ্ঞাকনাই। আবনি উল' মাননীয় মন্ত্রী বাই প্রদর্শনীনি চেঙমানি কক সাজ্ঞাকনাই। নাওরাই কতর বাই পুরস্কার বাজ্ঞাকনাই। চেরাইরগ সাকাওগ ফাইঅই আচুগ'দি। অনুষ্ঠাননি উল' সিনেমা ফুনুগজ্ঞাকনাই। বলঙনি ছবি। জবনুই নাইথক। সিঙ্গ তওগ। মাইয়ুও তওগ। মীসা, মসক, মীথরা জততন' তওগ। নবগ তা কিরিজ্ঞাকদি। কিরিনানি কুসতাম কাবাই।

বিপাশা? বিপাশা বিয়াও? নাও বার' তও? নন' নাওজ্ঞাগ'। নাও জেসা জাগান' তওগ, দাকতি অর' ফাইদ। পুরস্কাররনি মানাইরগ মানজাকখা। আবরগ বার' তনিখা? আবরগ তাবুকন' নাওনাই। আবরগ তুবুঅই ফাইদ। নাও দাকতি ফাইদি।

জে বরকরগ বাফাও সাকাঅ ক সাখা বরগ অঙথর ফাইদি। নরগনি বাগাই জাগা কাবাও খালাইজ্ঞাকখা। অর' ফাইঅর আচুগ'দ। আরনি সিমি সিনেমা নুগজ্ঞাকলাক। উল' জাগা মানজ্ঞাকলাক। তাবুক ব চেঙফুরুনি রাচাবমুও রাচাবজ্ঞাকনাই। কিসা উল' চাও প্রদর্শনী নুগনাই। জে বরকরগ থাঙগই তওগ বরগ কিফিলই ফাইদি।

ভলান্টিয়াররগ গেট' থাঙদি। চেরাইরগ অর' তঙখুন। বারাইরগন' আইয়াও থাঙনানি রাদি। বরগ হাতিনাঅ আচুগথুন। স্কুলনি সাজুক-রগন' সাদি, বরগ রাচাবানানি চেঙথুন।

ব্যাকরণ—ককমা

বাচ্য—Voice

ক্রিয়াপদটির রূপের পরিবর্তন হয় বিভিন্ন বাক্যে, বিভিন্ন কারণে। সাই—লেখ—ক্রিয়াপদটি, সাই—লেখ, সাইশ—লেখে, সাইখা—লিখেছিল, সাইনাই—লিখবে, সাইজাক'—লিখিত হয়, সাইজাকখা—লিখিত হয়েছিল, সাইজাকনাই—লিখিত হবে, সাইদি—লেখ, সাইথুন—লিখুক, ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়। এই রূপভেদের দ্বারাই বুঝা যায় ক্রিয়া পদটির সঙ্গে কার সম্বন্ধ বিশেষভাবে সূচিত-কর্তার সঙ্গে না কর্মের সঙ্গে। এই রূপভেদকেই বাচ্য বলে। অর্থাৎ ক্রিয়ার যে রূপভেদের দ্বারা ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তা বা কর্মের সম্বন্ধ সূচিত হয় তাকেই বাচ্য বলে।

বাচ্য ভেদে ককবরক বাক্যগুলিকে সাধারণত: দুইভাগে ভাগ করা যায়। কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্য।

কর্তৃবাচ্যে কর্তাই বাক্যের মধ্যে প্রধান। বাক্যের ক্রিয়াপদটি দ্বারা যা করা বা হওয়া বুঝায় তা কর্তাই করেন বা হন।

১। আমাদের প্রধান অতিথি এসেছেন।

Our chief guest has come.

চিনি মাওরাই কতর ফাইখা।

২। বিড়ালটি একটি ইঁদুর ধরিয়াছিল।

The cat caught a mouse.

আমিঙ সিনজ' মাসা রমখা।

এই বাক্য দুটি কর্তৃবাচ্যে। প্রথম বাক্যে কর্তা অতিথি। আসা কাজটি তিনিই করেছেন। দ্বিতীয় বাক্যটিতে কর্তা বিড়াল। ধরা

কাজটি সে করেছে। এই বাক্য দুটিতে কর্তায় প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি হয়েছে। প্রথম বাক্যে আসা ক্রিয়াটি অকর্মক। দ্বিতীয় বাক্যে ধরা ক্রিয়ার কর্ম ইঁদুর। সে সামান্য প্রাণী বলে কর্ম কারকেও শূন্য বিভক্তি হয়েছে।

ককবরক বাক্য দুটিতেও বাংলার অনুরূপ কারক ও বিভক্তি হয়। নাওরাই ও আমিঙ কর্তা। কর্তায় শূন্য বিভক্তি হয়েছে। সিনজ' কর্ম। বাংলার অনুরূপ কারণে কর্মেও শূন্য বিভক্তি হয়েছে।

কর্মবাচ্যে কর্তা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ক্রিয়ার সঙ্গে কর্মেরই সম্বন্ধ সূচিত হয়। কর্তার গুরুত্ব এত কমে যায় যে কর্তা অনুল্লেখিত থাকে অনেক বাক্যে।

বিড়ালটি দ্বারা একটি ইঁদুর ধৃত হইয়াছিল।

A mouse was caught by the cat.

আমিঙ বাই সিনজ' মাসা রমজাকথা।

দ্বিতীয় বাক্যটিকে উপরে কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই কর্মবাচ্যের বাক্যটিতে মূল কর্তায় করণকারক ও তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে। কর্ম, কর্তার মত প্রথমা বিভক্তি নিয়ে ক্রিয়াপদের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ সূচিত করছে। ক্রিয়াপদটি ক্ত প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। কাল চিহ্ন প্রকাশের জন্য 'হওয়া' ক্রিয়াটির আগম হয়েছে।

ইংরাজীতে বিভক্তি চিহ্নের বাহুল্য নেই। ইংরাজীতে বাক্যমধ্যে পদের অবস্থান বিভক্তির মত গুরুত্বপূর্ণ। উপরের বাক্যটিতে cat ও mouse স্থান পরিবর্তন করেছে। মূল ক্রিয়াপদে ক্ত পদের ইংরাজী রূপ past participle হয়েছে। বাংলার মতই কাল চিহ্ন ধারণ করার জন্য be ক্রিয়াপদের আগম হয়েছে। cat এর আগে by বসেছে।

ককবরকেও কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে রূপান্তরের নিয়মটি বাংলা বা ইংরাজীর অনুরূপ। কিন্তু ককবরকে নিয়মটি একটু সরলতর। দ্বিতীয় বাক্যটির রূপান্তর আরও একবার দেখি।

আ'মিঙ সিনজ' মাসা রম খা।

আমিঙ বাই সিনজ' মাসা রমজাকখা।

পরিবর্তনগুলি তালিকাভুক্ত করা যাক।

১। কর্তায় করণকারক ও বাই বিভক্তি হয়েছে।

২। কর্মে প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি হয়েছে।

৩। ক্রিয়াপদে জাক (এটি বাংলার ক্ত বা ইংরাজীর en এর অনুরূপ।) যুক্ত হয়েছে। এর শেষে অতীত কালের চিহ্ন খা এসেছে।

ককবরকে কাল চিহ্ন ধারণ করার জন্য অন্য কোন ক্রিয়া পদের আগম হয় না। বাংলা ও ইংরাজীতে যথাক্রমে হওয়া এবং be এর আগম হয়।

আগে বলা হয়েছে যে কর্মবাচ্যে কর্তা অনুল্লেখিত থাকতে পারে। আমাদের আলোচিত দ্বিতীয় বাক্যটিকে আবার দেখি।

ক) আমিঙ সিনজ' মাসা রমখা।

খ) আমিঙ বাই সিনজ' মাসা রমজাকখা।

গ) সিনজ' মাসা রমজাকখা।

উপরের ক বাক্যে কর্তাই ক্রিয়ার আসল কারক, দ্বিতীয় বাক্যে সে গুরুত্বহীন, যন্ত্র মাত্র। (ইংরাজীতে করণ কারককে instrumental case বলে)। গ বাক্যে কর্তা একেবারেই অনুপস্থিত।

ককবরকে কর্মবাচ্যের বাক্যে কর্তায় করণ কারক ও বাই বিভক্তি হয়, কর্মে শূন্য বিভক্তি হয়, ক্রিয়ার সঙ্গে জাক প্রত্যয় যুক্ত হয়ে তার পরে কাল চিহ্ন বসে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি

খদ্দের : আপনার কাছে ভাল কলম আছে ?

দোকানদার : রবি, কলম দেখাও। আলমারীতে ভাল কলম আছে।

রবি : বাবা, আলমারীতে কলম নাই।

দোকানদার : ভাল করে দেখ। উপরে বাঁদিকে আছে। ডানদিকে ওগুলো পেন্সিল। সোজা তাকাও হ্যাঁ, এখানে।

রবি : নিন কলম। এক একটা এগার টাকা।

খদ্দের : কম হবে না ? দশটাকা ?

রবি : বাবা দশটাকায় দেবে ?

দোকানদার : আর পঞ্চাশ পয়সা দিন।

খদ্দের : না, আর দেব না।

দোকানদার : ঠিক আছে, দিয়ে দে।

খদ্দের : নাও টাকা।

রবি : বাবা, দশটাকা দাও। উনি বিশটাকার নোট দিয়েছেন।

দোকানদার : আর কিছু নেবেন না ?

খদ্দের : না, আব কিছু নেব না।

দোকানদাব : নিন টাকা।

—০—

পাইনায় : নিনি থানি কলম কাহাম দে তঙ ?

ফালনায় : রবি, কলম ফুনুগদি। আলমাবীঅ কলম কাহাম তঙগ।

রবি : বাবু, আলমারীঅ কলম কারাই।

ফলনায় : নাইসিকদি। সাকানি ইয়াকসি 'গালাঅ তওগ। ইয়াগরা গালা আবরগ পেন্সিল। কেপলেও নাহারদি। আঅ, অর'।

রবি : কলম নাহাদি। কলম কওসা রাওচিসা।

পাইনায় : কমিজাকলাক দে? রাওচি?

রবি : বাবু, রাওচি বাই বানাই দে?

ফালনায় : তাইব' পুইসা খলনাই লেপচি রাদি।

পাইনায় : ইঁহি, তাই রায়া।'

ফালনায় : দখাই, বাদি।

পাইনায় : রাও নাহাদি।

রবি : বাবু, রাওচিরাদি। ব রাও খলপেনি 'নোট কাইসা রাখা।

ফালনায় : তাইব' কিসা নাইয়া দে?

পাইনায় : ইঁহিঁ, তাই নাগলাক।

ফালনায় : বাও নাহাদি।

[না- নেওয়া + দি- অনজ্ঞা জ্ঞাপক অব্যয় = নাহাদি। মধ্যে হা এর আগম হয়]

খদ্দের জিজ্ঞেস করলেন ভাল কলম আছে কিনা। দোকানদার রবিকে কলম দেখাতে বললেন। তিনি বললেন আলমারীতে ভাল কলম আছে। রবি বললো আলমারীতে কলম নেই। দোকানদার রবিকে ভাল করে দেখতে বললেন। তিনি বললেন উপরে বাঁদিকে আছে।

রবি খদ্দেরকে কলম দেখালো। সে বললো এক একটা এগার টাকা। খদ্দের দশটাকা বললো। রবি তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলো দশটাকায় দেবে কিনা। বাবা প্রথমে আরও পঞ্চাশ পয়সা চাইলেন। পরে দিতে বললেন।

পাইনায় সুণ্ডখা কলম কাহাম দে তঙ? ফালনায় রবিন' কলম ফুমুগনানি সাখা। ব সাখা আলমারিঅ কলম কাহাম তঙগ। রবি সাখা আলমারীঅ কলম কাঁরাই। ফালনায় রবিন' কাহাম.খ নাইনানি সাখা। ব সাখা সাকানি ইয়াকসি গালা তঙগ।

রবি পাইনায়ন' কলম ফুমুগখা। ব সাখা কলম কণ্ডসা বাঙ চিসা। পাইনায় রাঙচি সাখা। রবি বিনি বাফান' সুণ্ডখা রাঙচি বাই রানাইদা? বাফা পুঁইলা তাইব'পুইসা খলনাই লেপচি সানখা। উল' রানানি সাখা।

—o—

ব্যাকরণ—ককমা
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি

প্রত্যেকেই আমরা কথা বলি। অনেক সময় অমল যে কথা বিমলকে বলেছে বিমল সেই কথা কমলকে এসে বলে। বিমল যদি হুবহু অমলের কথা কমলের কাছে এসে বলে তবে তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলা হয়। যেমন:—

অমল বলেছে "আমি যাবনা"। — অমল সাখা "আঙ থাঙগলাক।" কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই বিমলরা এরকম হুবহু কথা এসে বলে না। তারা কথাটা নিজের মত করে বলে। এই নিজের মত করে বলাকে বলে পরোক্ষ উক্তি যথা—

অমল বলেছে সে যাবে না— অমল সাখা ব থাঙগলাক।

এই পরোক্ষ উক্তি কথ্য ভাষার চেয়ে লিখিত ভাষায় প্রয়োজন হয় বেশী। স্কুলে গল্প কবিতার সারাংশ লিখতে, অফিসে নোট শীট লিখতে, খবরের কাগজের রিপোর্ট লিখতে, সব সময় পরোক্ষ উক্তি ব্যবহার হয়। সুতরাং পরোক্ষ উক্তি শেখা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

ইংরাজীতে প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তি রূপান্তরের বিস্তারিত নিয়ম আছে। ইংরাজী ভাষায় tense বদল করা রীতিমত খটমট ব্যাপার। বাংলা ও ককবরকে এই রূপান্তরের নিয়ম অনেক সরল। আমাদের ভাষায় প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে রূপান্তর করতে ক্রিয়ার কাল পরিবর্তন করতে হয় না। এখানে পরিবর্তন বক্তার পুরুষের পরিবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিষয়টা উদাহরণ দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করি।

১। অমল সাখা, "আংও স্কুল' পাডিঅ।"

অমল বললো, "আমি স্কুলে পাড।"

২। অমল সাখা, "রবি মিযা ফাইখা।"

অমল বললো, "রবি কাল এসেছ।"

৩। অমল সাখা, "নাঁও খানা অ বই মানাই।"

অমল বললো, "তুমি কাল বইটা পাবে।"

উপরের তিনটি বাক্যে অমল কি কি বলেছে তা হুবহু বলা হয়েছে। তার কথাগুলো উদ্ধার চিহ্নের মধ্যে দেখানো হয়েছে। প্রত্যেকটি বাক্যে 'অমল বললো' অংশটি অতীত কালে। কিন্তু অমলের উক্তিগুলি বিভিন্ন কালে। ১ নং বাক্যে উক্তিটি বর্তমান কালে, ২ নং বাক্যে এটি অতীত কালে, আর ৩ নং বাক্যে এটি ভবিষ্যৎ কালে।

এবার বাক্যগুলি পরোক্ষ উক্তিতে কেমন হয় দেখি।

১। অমল সাখা ব স্কুল' পডিঅ।

অমল বললো যে সে স্কুলে পড়ে।

২। অমল সাখা রবি মিযা ফাইখা।

অমল বললো যে রবি কাল এসেছে।

৩। অমল সাখা ব খানা অ বই মাননাই।

অমল বললো যে সে কাল বইটি পাবে।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে বাংলা পরোক্ষ উক্তির বাক্যগুলিতে এই কটি পরিবর্তন হয়েছে।

ক) পরোক্ষ উক্তির বাক্যে উদ্ধার চিহ্ন ব্যবহার হয় নাই।

খ) 'যে' অব্যয়টি যোগ করে পরোক্ষ উক্তিটিকে বাক্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গ) প্রত্যক্ষ উক্তির 'আমি' ও 'তুমি' কে পরোক্ষ উক্তিতে 'সে' করা হয়েছে। রবি-তে কোন পরিবর্তন হয় নাই।

ঘ) 'আমি, তুমি' তে পরিবর্তন হওয়ায় ক্রিয়ার পুরুষ চিহ্নে পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ 'পড়ি' স্থলে 'পড়ে' হয়েছে।

এবার দেখি ককবরক পরোক্ষ উক্তিগুলিতে কি কি পরিবর্তন এসেছে।

ক) উদ্ধার চিহ্ন ব্যবহার হয় নাই।

খ) 'আঙ ও 'নোঙ' এর স্থলে 'ব' হয়েছে।

ককবরকে 'যে' ব্যবহার হয় নাই। ককবরকে ক্রিয়ার পুরুষের চিহ্ন নাই বলে সেখানেও কোন পরিবর্তন আসে নাই।

উপরে বিশ্লেষিত তিনটি বাক্যই উক্তিমূলক। আমরা দেখলাম ককবরক উক্তিমূলক বাক্যকে প্রত্যক্ষ উক্তি থেকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করতে কেবল (১) উদ্ধার চিহ্ন উঠে যায়, আর (২) প্রত্যক্ষ উক্তিটির কথায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন হয়।

যদি প্রত্যক্ষ উক্তিটি উক্তিমূলক বাক্য না হয়? যদি প্রশ্ন হয়? এবার দেখি তাহলে পরোক্ষ উক্তিতে কি পরিবর্তন আসে।

৪। অমল বলেলো, "তোমার নাম কি?"
অমল সাখা, " নিনি মুঙতাম'?"

৫। অমল বললো, "তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?"
অমল সাখা, "নরগ বার' থাঙখা?"

৬। অমল বললো, "আমি আজ যাব?"
অমল সাখা, "আঙ তিনি থাঙনাই দে?"

উপরের তিনটি বাক্যে উদ্ধার চিহ্নের মধ্যে তিনটি প্রশ্ন আছে। এবার দেখি এগুলি পরোক্ষ উক্তিতে গেলে কি পরিবর্তন হয়।

৪। অমল জিজ্ঞেস করলো তার নাম কি।

অমল সুঙ খা বিনি বামুঙ তাম"।

৫। অমল জিজ্ঞেস করলো তারা কোথায় গিয়েছিল।

অমল সুঙখা বরগ বাব' থাঙখা।

৬। অমল জিজ্ঞেস করলো সে আজ আসবে কিনা।

অমল সুঙখা ব তিনি ফাইনাই দে।

প্রত্যক্ষ উক্তির প্রশ্নগুলিকে পরোক্ষ উক্তিতে নিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন গুলি হয়েছে।

ক) উদ্ধার চিহ্ন উঠে গেছে।

খ) 'বললো'র জায়গায় 'জিজ্ঞেস করলো' এসেছে। সাখা হয়েছে সুঙখা।

গ) প্রশ্নের কর্তায় প্রযোজনীয় পরিবর্তন এসেছে।

এবার অনুজ্ঞা সূচক বাক্য হলে কি হয় ত দেখি।

৭। আবদুল বললো, "তোমরা এখানে বস।"
আবদুল সাখা, "নবগ অর' আচুগদি।"

৮। ডেভিড বললো, "ওরা এখন যাক।"
ডেভিড সাখা, "বরগ তাবুক থাঙথুন।"

এই বাক্যগুলিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করি।

৭। আবদুল ওদের এখানে বসতে বললো।
আবদুল বরগন' অব' আচুগনানি সাখা।

৮। ডেভিড ওদের এখন যেতে বললো।
ডেভিড বরগন' তাবুক থাঙনানি সাখা।

অনুজ্ঞা সূচক বাক্যে পরিবর্তনগুলি নিম্নরূপ।

ক) উদ্ধার চিহ্ন উঠে যায়।

খ) 'বললো—সাখা' কথাটি বাক্যের শেষে চলে যায়।

গ) প্রত্যক্ষ উক্তির বাক্যটির ক্রিয়া অসমাপিকা হয়।

ঘ) প্রত্যক্ষ উক্তিটি পরোক্ষ উক্তির কর্তা ও ক্রিয়ার মাঝখানে জায়গা করে নেয়।

মোটামুটি ভাবে উক্তি পরিবর্তনের নিয়মগুলি উপরে দেওয়া গেল।

শৈলী—ষ্টাইল

এক এক জন লোকের কথা বলার ধরণ এক এক রকম। শুধু কি কথা বলা? চুল আচড়ানোর ধরণ, কাপড় পড়ার ধরণ, এমন কি হাটা চলার ধরণেও মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে। এক জনের কথা অন্য জনে অনুকরণ করলে পর্যন্ত বুঝতে পারি কার অনুকরণ করা হচ্ছে। হাটা দেখে দূর থেকেই চিনতে পারি আসছে অভিরাম দেববর্মা। কথা শুনেই বুঝতে পারি আমাদের করুণাময় তার শিক্ষক সংগ্রাম বাবুর কথা নকল করে আমোদ করছে। লেখা দেখেই বুঝতে পারি এ লেখা তখিরায়ের। ছাপানো বই পড়ে বলে দিতে পারি লেখকের নাম।

এই ধরণ কথাটিরই ইংরাজী প্রতিশব্দ style. এই style কথাটি এত চালু যে ভুলেই যাই এটি ইংরাজী। এর একটি কেতাদুরস্ত ভারতীয় প্রতিশব্দও আছে—শৈলী। শব্দটি সংস্কৃতজ। এটি অসমীয়া, বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দী, তেলুগু এবং আরও কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় চালু আছে। কিন্তু style এর তুলনায় এর জনপ্রিয়তা অনেক কম। গুরু গম্ভীর লেখায় শৈলী শব্দের ব্যবহার। style এর আনাগোনা সর্বত্র।

কথা ও লেখায় প্রত্যেক লোকের style আলাদা। আসলে মানুষের ব্যক্তিত্বই style এ প্রকাশিত হয়। স্বাভাবিক ভাবেই style মানেই ব্যতিক্রম। আমরা এই ব্যাকরণ বইটিতে যা পড়লাম সে সবই সাধারণ নিয়ম। ছোটবেলায় মা কথা বলতে, হাটতে, খেতে, চুল আঁচড়াতে শিখিয়েছিলেন। এখন কি আর সে সব কথা মনে পড়ে?

এখন কি আর আধো আধো কথা বলি? দুহাত ছড়িয়ে শরীরটাকে ব্যালান্স করে হাটি? আস্তে আস্তে খাই? মাঝখান দিয়ে সিঁথি করে চুল আঁচড়াই? না কিছুই করি না। ব্যাকরণও মায়ের মত। সব নিয়ম মাফিক শেখাবে। আমরাও শিখব। কিন্তু একবার নিজেরা লিখতে এবং বলতে শিখলেই আমরা যার যার ধরণ অনুসারে বলব ও লিখব। সেটাই হবে আমাদের যার যার ধরণ শৈলী বা style.

রোজ যে পিঁড়িটাতে বসে খাই সেটাতে কোন অলঙ্করণ থাকে না। পূজায় বসার আসনটাতে আছে। রোজকার রান্না ডালে, ভাতে শাকে কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না। বাড়ীতে জামাই এলে রান্নায় বৈশিষ্ট্য আসে। ম ম গন্ধ রাস্তা থেকে পাওয়া যায়। বাড়ীতে আলো তো রোজই জ্বলে। দেওয়ালীর আলো আলাদা।

বাজারে কত লোক কথা বলে। সেখানে ভাষায় কোন style নেই। ক্লাশের শিক্ষক মশায়ের কথায় style থাকে। পণ্ডিত মশায় যখন ভাগবত পাঠ করেন তাঁর ভাষায় style থাকে। মন্ত্রী মশায়ের বক্তৃতায় ষ্টাইল থাকে। কিন্তু ঐ শিক্ষক মশায়, পণ্ডিত মশায়, মন্ত্রী মশায় বাজারও করেন। তখন তাঁদের ভাষাও সাধারণ হয়ে যায়। তখন তাদের ভাষাতেও কোন ষ্টাইল থাকে না। অর্থাৎ ভাষার ষ্টাইল কেবল ব্যক্তি নির্ভর নয়; স্থান, কাল, পাত্র, বিষয় সব মিলে style এর জন্ম দেয়।

ভাষায় বক্তা বা লেখকের শৈলী প্রকাশ পায় বিভিন্ন ভাবে। একটা পদ্ধতি হচ্ছে কর্তৃবাচ্যের বদলে কর্মবাচ্যের ব্যবহার। বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ক লেখায় কর্মবাচ্যের ব্যবহার বেশী করতে হয় বিষয়ের প্রয়োজনে। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের বিন্যাস (arrangement) বদল করে দিয়ে ভাষাকে আরও চিত্তাকর্ষক করে তুলতে চেষ্টা করেন অনেক লেখক। এটাও আর একটা শৈলী। প্রত্যক্ষ উক্তির ব্যবহার করে ভাষায় নাটকীয়তা আনা যায়। কিন্তু তাতে লেখকের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করার অসুবিধা হয়। লেখক নিজের শৈলী অনুসারে

আ

আ—মাছ।

আঅ—হ্যাঁ।

আইবি—দিদি।

আঙ—আমি।

আচমসা—হঠাৎ।

আচাই—জন্ম।

আচাই হা—জন্মভূমি।

আচু—পিতামহ।

আচুই—পিতামহী।

আচুগ—বসা।

আতা—দাদা, বড় ভাই।

আন'—আমাকে।

আনি—আমার।

আন্নু—ভবিষ্যৎ কালের চিহ্ন।

আব'—ঐটি।

আবনি বাগাই—সেই জন্য।

আবুই—দিদি।

আমা—মা।

আমিঙ—বিড়াল।

আর'—সেখানে, ওখানে।

আহাই—এইভাবে।

আঁঙ—হওয়া।

আঁঙসা—হ্যাঁ বোধক।

আঁঙগিয়াসা—না বোধক।

আঁঙ কলক—পিছন।

ই

ই, ইক', ইব', ইম'—এই, এইটি, এইজন।

ইগালা—এই পাশে।

ইয়গ—সাঁতার কাটা।

ইয়া, য়া—না-সূচক প্রত্যয়।

ইয়াকসি—ডান, দক্ষিণ।

ইয়াক, ইয়াগ—হাত।

ইয়াকুঙ—পা।

ইয়াগ জুরা—কনুই।

ইয়াগরা—বাম।

ইয়াঙ—এইদিকে।

ইয়াফা—হাতের পাতা, থাব'।

—খরব—হাততালি দেওয়া।

ইয়ার—বন্ধু।

ইয়াসকু—হাটু, খুর, নখ।

ইয়াসি—আঙ্গুল।

ঈ—হ্যা।

ইহিঁ—না।

উ

উ, উক', উব', উম'—ঐ, ঐটি, ঐজন।

উগালা—ঐ দিকে, ওপাশে।

উরীম—মুড়ি।

উল'—পরে।

উসকাঙ—পরশুদিন।

এ

এরেঙ—অকারণ, অনর্থক।

ও

ওআ—বাঁশ।

ওআইসা-ওআইস—মাঝে মাঝে।

ওআনা—চিন্তা করা।

ক

কক—ভাষা, শব্দ, শ্রেণী-বিভাজক বিশেষণ, গাযের তিল বুঝাতে সংখ্যাব সঙ্গে বসে।

—খরক—মূল কথা।

—বথমা—মূল বথা।

—বারমা—প্রতিজ্ঞাভঙ্গ।

ককতাঙ—বাক্য।

—ককসা—উক্তিমূলক বাক্য।

—দাগিমাসা—আদেশসূচক বাক্য।

—মীলাঙসা—বিস্ময়সূচক বাক্য।

—সুঙ মুঙসা—জিজ্ঞাসাসূচক বাক্য।

ককথাই—পদ; প্রবাদ।

—সানদাই—সম্বন্ধ পদ।

ককমা—ব্যাকরণ।

কঙ—টা, টি; মরা গাছ, বাঁশ, কাঠ বা বাঁশের তৈরী লম্বা জিনিস বুঝাতে সংখ্যার সঙ্গে বসে।

কতব—বড; মহৎ।

কথমা—গল্প, উপন্যাস।

কবম'—হলুদ বং।

করায়—ঘোড়া।

কল—টা, টি, ছোট গোল জিনিসের ক্ষেত্রে সংখ্যার সঙ্গে বসে।

কলক—লম্বা।

কলম—গাঢ।

কসম—কাল (black)।

—সা—কাল লোক।

—মা—শ্যামলী মেয়ে।

কা, কাসা—চডা।

কাই—সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বসে; বিয়ে করা।

—জাক—বিবাহিত।

কাখরাঙ—নীল।

কাঙ—টা, টি; চ্যাপ্টা, পাতলা কাপড়ের মত জিনিস বুঝাতে সংখ্যার সঙ্গে বসে।

কাচাঙ, কাঁচাঙ—ঠাণ্ডা।

কাথাম—তৃতীয়।
কাপ, কাব—কাঁদা।
কামগোলাই—জামা, shirt, frock.
কামি—গ্রাম।
কার—অব্যয়।
কাবাক—শক্ত, সবল।
কালাই—পড়া, পড়ে যাওয়া, fall.
কাহাম—ভাল, সুস্থ।
কিচিঙ—বন্ধু।
কিকল—ফেরা, প্রত্যাবর্তন করা।
কিরি—ভয় করা।
—জাগ—ভীত হওয়া।
—জাগয়া—ভীত না হওয়া।
—নায—ভীতু।
—মুঙ—ভয়।
কিসা—কিছু, একটু।
কিসি—ভিজা।
কুআই, কুআয়—সুপারী, পান সুপারী।
—কাঙ—সুপারী গাছ।
কুতুই—মিষ্টি।
কুতুঙ—গরম।
কুথুই—মৃত।
কুফুঙ—বড়, মোটা।
কুফুর—সাদা।
কুবুই—সভ্য।
কুবুনি—অন্ধ।
কুমাই—হারানো, হারিয়ে ফেলা।
কুলুম—জ্বর, অসুখ।
কুসভাম—কিছুই।
কাঁকাই—ছোট বোন।
কাঁখা—তিক্ত, তেতো।
কাঁচাক—লাল।
কাঁচাঙ—উজ্জ্বল, ঠাণ্ডা' নম্র।
—তত'—বিনয়ী।
কাঁচাম—পুরাতন।
কাঁচাব কাঁচার—মাঝে মাঝে।
কাঁতাল—নূতন।
কাঁথাঙ—জীবিত।
কাঁনাই—দ্বিতীয়।
কাঁবাঙ—অনেক।
কাঁরা—শ্বশুর।
—জুক—শাশুড়ী।
কাঁরান—শুকনা, শীর্ণ, রোগা।
কাঁরাই—নাই, অনুপস্থিত।
—সা—গরীব।
কাঁলাই, কাঁলায়—সহজ, সস্তা, নরম।
কেপলেঙ—সোজা।

কেপেগ— নরম, কোমল।

কেবেল—দুবল।

কেরাঙ কথমা—লৌকিক গল্প।

কেরাম—শীর্ণ, সরু।

কেলের—ধীরে ধীরে।

খ

খক—টাকা বুঝাতে সংখ্যার সঙ্গে বসে।

খচাই—দাড়ি।

খরক—মানুষ ও মনুষ্যবাচক শব্দের সংখ্যা বুঝাতে সংখ্যার সঙ্গে বসে; পুরুষ (ব্যাকরণের)।

খল—তোলা (ফুল), চয়ন করা;

খল, খলপে—কুড়ি, বিশ।

খা—ক্রিয়ার অন্তে বসে অতীত কাল বুঝায়, হৃদয়; মন

খা, খামা—প্রস্রাব করা।

খাইচিগ, খাচিক—দৌড় দেওয়া

খাকলাব—বুক।

খাঙগা, খাঙগার—গাল।

খিব—সরানো, স্থানান্তর করা।

খিলিমা—বিশেষণ।

খুক—খোলা, খুলে নেওয়া।

খুঙ—টা, টি; ঘর, নৌকা। ইত্যাদির সঙ্গে বসে

খুতুঙ—সূতা।

খুম—ফুল।

—খাঙ—মালা।

খৌনা—শোনা, আগামী কাল।

খৌরাঙজিজি—সবুজ।

খৌলাই—করা।

খৌলায়মা—অভ্যাস করা; ক্রিয়া।

খে—অসমাপিকা ক্রিয়ার চিহ্ন।

গ

গরদনা—ঘাড়।

গলা—কলস।

গানতিনগ—রান্নাঘর।

গানা—পাশ, side.

গুদাল—কোদাল।

গুআই নগ—গোয়াল ঘর।

—গীনাঙ—মান।

চ

চা—খাওয়া।

চামুঙ—খাদ্য।

চার—আট।

চারী—খাওয়ানো।

চাল—চুর।

চি—দশ।

চিকন—ছোট।

চিনি, চাঙনি—আমাদের।

চুআন, চাআন—মদ বানাবার বড়ি।

চুকু—নয়

চুম—পরা।

চাঙ—আমরা।

চান'—আমাদিগকে।

চালা—পুরুষ।

চেঙ—আরম্ভ করা।

চেরাই—শিশু বালক, ছেলে।

—জুক—মেয়ে।

জ

জত', জতত'—সব।

জততনি—সবচেয়ে।

—অকরা—প্রধান।

জববুই—খুব।

জরা—সময়; কাল।

জলি রা—বিরক্ত করা।

জামির—লেবু।

জালা মান—বিরক্ত হওয়া।

জুদা জুদা—পৃথক পৃথক, বিভিন্ন।

জেসাফা—যা কিছু।

ত

তক—পাখী, মোরগ।

—চালা—মোরগ।

—মা—মুরগী।

তঙ—বাস করা; অবস্থান করা। হওয়া।

—থক—খুশী, আনন্দিত

তঙথকজাগ—আনন্দিত হওয়া।

তঙথক জাগযা—বিষণ্ণ হওয়া।

তত্তরা—গলা। neck.

তন—রাখা।

তর—বড় হওয়া।

তা—না বোধক অব্যয়। অনুজ্ঞা সূচক এঅর্থক বাক্যে ক্রিয়ার আগে বসে।

তাই—আর, এবং।

—সা—আর একটু।

তাকলাই—এবার।

তাখুক—পেঁচা, পাখীর খাঁচা; ভাই।

তাখুম—হাঁস।

—চালা—হংস।

—বীরাই—হংসী।

—রাজগাঙ—রাজহাঁস।

—চালা—রাজহংস।

—বাঁরাই রাজহংসী।

তাগ—বোনা, weave.

তাঙ—করা।

তাঙনায়—কর্মী ; কারক।

—ইযাচগনাই—অধিকরণ কারক

—খালায়ফাঙ—কর্তৃকারক।

—তাঙসঙ—করণ কারক।

—সামুঙ—কর্মকারক।

—সিমি—অপাদান কারক।

তান—কাটা।

তাবুক—এখন, বর্তমান।

—জরা— বর্তমান কাল।

—তঙমা জরা—ঘটমান বর্তমান কাল।

—সাক—এখন পর্যন্ত।

তাম—বাজা (দশটা বাজালো —দশটা তামখা)।

তাম'—কি।

তামঙগই, তামাঁঙনই—কেন।

তামনি বাগাঁই—কিসের জন্য, কেন।

তাল—মাস, চাঁদ।

তিনি—আজ

তুই—মিষ্টি, মিষ্টি হওয়া।

তুকরি—ঝুড়ি।

তুঙ—টি, টা, সরু লম্বা জিনিষের ক্ষেত্রে সংখ্যার সঙ্গে বসে।

তুবু—আনা।

তাঁই—টি, টা, ডিমের ক্ষেত্রে সংখ্যার সঙ্গে বসে ; দিয়ে along। লামাতাঁই—রাস্তা দিয়ে ; জল।

তাঁক—স্নান করা।

তাঁতাঁই—অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে ক্রিয়াপদটির দ্বিত্ব সূচনা করে।

আচুগতাঁতাঁই—বসে বসে।

তাঁয়—জল ; মাসী।

তাঁয়মা—নদী।

তাঁলাঙ—নেওয়া।

থ

থক—থামা।

থাই—টা, টি, ফল বা বড় গোল জিনিসের ক্ষেত্রে সংখ্যার সঙ্গে বসে।

থাইচুক—আম।

থাইপুঙ—কাঁঠাল।

থাইলিক—কলা।

থাঙ—যাওয়া, গমন করা ; বাঁচা।

—মা—গমন।

থানি—কাছে, আনি থানি রাঙ কৗরাই—আমার কাছে টাকা নাই।

থাম—তিন।

থামচি—রাগ।

থামচি কুতুঙ—রাগী।

থু—ঘুমানো।

থুই—মরা, মরে যাওয়া।

থুঙ—খেলা করা।

—জাকনাই—খেলনা।

জাকনায়—খেলোয়াড়।

—মুঙ—খেলা

থুন—ক্রিয়ার অন্তে বসে ক্রিয়ার অনুজ্ঞা ও নাম পুরুষ বুঝায়।

থুরুক—মুসলমান।

দ

দক—ছয়।

দখাই—ঠিক আছে।

দা, দে—প্রশ্নের চিহ্ন। বর্তমান কালে ক্রিয়ার আগে এবং অতীত ও ভবিষ্যত কালে ক্রিয়ার পরে বসে।

দাইতি, দাকতি—শীঘ্র, তাড়াতাড়ি।

দাগারা—ধাক্কা দেওয়া, ঠেলা।

দালক—মেশানো।

—জাক—মিশ্রিত; বিবিধ।

দি—অনুজ্ঞাসূচক প্রত্যয়।

দিপর—দুপুর।

দুমা—ধূম, ধোঁয়া।

—নাঙ—ধূমপান করা।

—মাকতি—তামাক।

দুলাই—চাদর।

দীক, লের—বিলম্ব, দেরী।

দাথাই—দড়ি, রশি।

দে—প্রশ্নসূচক অব্যয়।

দেক—টা, টি।

দেকা—ষাঁড়, পুরুষ বাছুর।

ন

ন—ই (কথায় জোর দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত প্রত্যয়)।

নখা—আকাশ।

—গুরুম—মেঘগর্জন।

—ফিলিক—বিজলী।

নগ—ঘর, বাড়ী।

নন'—তোমাকে।

নরগ—তোমরা।

না—নেওয়া।

নাই—দেখা।

—থক—সুন্দর।

—সন—একটু দেখা।

—সিক—ভালভাবে দেখা।

নাওরাই—অতিথি।
নাঙ—লাগা।
নানা—ঠাকুরমা।
নায়—সংস্কৃত ও বাংলার অক এবং ইংরাজীর—er প্রত্যয়ের অনুরূপ প্রত্যয়।
নাহার—তাকানো।
নি—অপাদান কারক ও সম্বন্ধ পদের বিভক্তি চিহ্ন।
নিনি—তোমার।
নুগ—ক্রি, দেখা।
—না—বি, দেখা।
নাই—দুই।
নাঙ—তুমি ; ডাকা, পান করা।

প

পগ—ভুলে যাওয়া।
পাই—শেষ করা ; ক্রয় করা।
—নায়—ক্রেতা।
—না—ক্রয়।
পি—পিসী।
পিআ—পিসেমশাই।
পিরমুঙ—আলো।
পুইলা—প্রথম।
পুইসা—পয়সা।
পুন—ছাগল।
—জুআ পাঁঠা!
পুমা—পোয়াতী ছাগল।
পুহান—পাঁঠার মাংস।

ফ

ফাই—আসা।
ফাইনাই—ভবিষ্যৎ।
—জরা—ভবিষ্যৎ কাল।
—তঙমা জরা—ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল।
ফাইনায়—আগন্তুক।
ফাইমা—আসা, আগমন।
ফাইয়ুঙ—ভাই।
ফাঙ—টা, টি ; গাছের সংখ্যা বুঝাতে সংখ্যার সঙ্গে বসে।
ফাতার—বাহির।
ফার—ঝাঁট দেওয়া।

ব

ব—সে, তিনি ; ও।
বরক—মানুষ।
বখরক—মাথা।
বল—কাঠ, লাকড়ি।
বলঙ—বন।
বসক—মাথা top.
বহগ—পেট।
বা—পাঁচ।

বাই—দিদি ; দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক।

বাইআপ—বন্ধু।

বাইথাঙ—নিজ।

বাগমারি—বিভক্তি।

বাগমা—একভাগ ; প্রথমভাগ ; কেউ।

বাগাই—জন্য

বাচা—উঠা, দাঁড়ানো।

বাবু—বাবা, পিতা।

বায়—ভেঙ্গে যাওয়া।

বার—টা. কুল বুঝালে সংখ্যার সঙ্গে যোগ হয়।

বারা—বেটে।

বাসাই—বৌদি।

বাহাই—কেমন, কেমন করে।

বিগর'—দরিদ্র।

বিথি—ওষুধ।

বিনি—তার, তাহার।

বিবাক— সব।

বিসি—বছর।

বিসিঙ—মধ্যে, মাঝখানে।

বিহিক—স্ত্রী।

বুআ—দাঁত।

বুই—অণ্ড।

বুকুর—চামড়া।

বুগ—ধার।

বুগয়া—ভোতা।

বুবাগরা—রাজা।

বুবার—ফুল।

বুরা—বৃদ্ধ।

বুসুক—নাতি।

—জুক—নাতনী।

বা—মারা (বেত্রাদি দিয়া আঘাত করা)।

বাকাঙ—নাক, নাসারন্ধ্র।

বাথা—হৃৎপিণ্ড, হৃদয়, মন।

—কতর—সাহসী।

—কুচু—ভীরু।

বাখানাই—চুল।

বাখুনজু—কান।

বাতাই—ডিম।

বাথাই—ফল।

মুন—পাকা, পেকে উঠা।

বাফা—বাবা, পিতা।

বাফাঙ—গাছ।

বাফুরু—কখন।

বামুঙ—নাম।

বার'—কোথায়।

বারাই—স্ত্রীলোক, চার।

বারাম বারম—প্রত্যেক।

বালাই—পাতা।

বীলাম—গর্ত।

বীসলাই—ভিক্ষা।

বীসা, বীসালা—সন্তান, ছেলে।

বীসাই, বীসায়—স্বামী।

বীসাক—শরীর।

বীসাজলা—ছেলে মেয়ে।

বীসাজুক—মেয়ে।

বীসাক—কত, কতটুকু।

বেদেক—শাখা

বেরমা—শুকনা মাছ।

বেলাই—খুব।

ম

ম—ই (জোর দেওয়ার জন্য)।

মই—মাসী।

মকল—চোখ।

মতম—গন্ধ।

মতাই—দেবতা, ভগবান।

—নগ—মন্দির।

—রী—পূজা করা।

মল—কাল, ঋতু।

মস'—লঙ্কা।

মসক—হরিণ।

মসা, মীসা—বাঘ।

মা—টি, টা ; পশুর সংখ্যা বুঝাতে যোগ হয়।

মাই—ধান, ভাত।

মাইযুঙ—হাতি।

—বীরাই—হস্তিনী।

মাইরাঙ লতা—বাসন কোসন।

মাইরুঙ—চাউল।

মাগমুঙ—অন্ধকার।

মান—পাওয়া, জানা, পারা।

মানি—অতীত কালের চিহ্ন।

মানাই—জিনিস।

—রগ—জিনিস পত্র।

মার মার—বার বার।

মারে—সখী, সই।

মিআ, মিয়া—গতকাল।

মুআ—মেসোমশাই।

মুইখুতুঙ, মুইথুঙ—শজারু।

মুঙ—নাম।

—কতর—বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ।

—গীনাঙ—খ্যাতিমান।

—য়াচাক—সর্বনাম।

মুঙ—ইচ্ছা করা' আকাঙ্ক্ষা করা

মুথু—ঘুম পাড়ানো।

মুকগ—পাহারা দেওয়া।

—নায়—পাহারাদার।

মুসুক—গরু, গাই।

মীখরা—বানর।

মীনাই—হাসা, হাস্য করা।

য়

য়া, ইয়া—নঞঅর্থক প্রত্যয়।

র

রক—শোয়া।

রগ—বহুবচনের চিহ্ন।

রম—ধরা।

রহর, হর—পাঠানো।

রা—শ', শত, কাটা।

রাঙ—টাকা।

রি—কাপড়।

রিগনাই—শাড়ী।

রিভরাগ—পাছড়া, পার্বতী মেয়েদের নিম্নাঙ্গের পোষাক।

রুগ—সিদ্ধ করা।

—জাক—সিদ্ধ।

রুঙ—নৌকা।

রুউা—কুঠার, কুড়াল।

রী—দেওয়া।

রীচাব—গান করা।

—মুঙ, রীচামুঙ—গান।

রীজা—পুরু, মোটা।

ল

লক—লম্বা হওয়া।

লগয়া—বেটে।

লগি—সঙ্গে।

লনদা—মোটা।

লাই—পাতা; টি, টা, পাতা বুঝালে সংখ্যার সঙ্গে বসে।

লাইচিমা—লজ্জা।

—কাবাঙ—লাজুক।

লাইমা—অতীত।

—জরা—অতীত কাল।

—তওমা জরা—ঘটমান অতীত কাল।

লাক—ক্রিয়াপদের শেষে যুক্ত হয়ে ভবিষ্যৎ কাল ও না-বোধকের একত্রে সূচনা করে।

লাথা—লাঠি।

লাপ—টি, টা, চামড়ার সংখ্যা বুঝাতে সঙ্গে বসে।

লাম—টা, টি, গর্তের সংখ্যা বুঝাতে সঙ্গে বসে।

লাম—পথ।

লিয়া—ক্রিয়াপদের শেষে যুক্ত হয়ে অতীত কাল ও না বুঝায়।

লেঙ—পরিশ্রম করা।

—জাক—পরিশ্রান্ত।

লেঙলা—বিশ্রাম করা।

লেঙ সাঁবাঙ—পরিশ্রান্ত হওয়া।

লেপ—টা, টি, পয়সার সংখ্যার সঙ্গে বসে।

লের—দেরী, বিলম্ব।

উা

উানু—আনু দ্র:

উাহান—শূকরের মাংস।

স

স সত—টানা Pull.

সই—সত্য; ঠিক নিশ্চয়।

সঙ—রান্না করা; মনুষ্য ও মনুষ্য বাচক শব্দের বহুবচনের চিহ্ন।

সবাই—গায়ের তিল।

সম—লবণ, কাল হয়ে যাওয়া।

সর—লোহা

সা—টা, টি; বলা, কওয়া; প্রকাশ করা, এক, ব্যথা করা; ছেলে।

সাই—কুটা পরিষ্কার করা; চাইতে, চেয়ে, জানা, হাজার, সহস্র।

সাইচুঙ—একাকী।

সাইরিগ, সারিগ—বিকাল, সন্ধ্যা।

সাক—দ্র: বাসাক, পর্যন্ত।

সাকা—উপর।

সাজুক—মেয়ে।

সাতুঙ—রোদ।

সান—চাওয়া।

সানজা—সন্ধ্যা।

সাপুঙ—সারাদিন।

সাব'—কে।

সাবায—ভেঙ্গে ফেলা।

সাম—ঘাস।

সামুঙ—কাজ।

—তাঙ—কাজ করা।

সাল—সূর্য, দিন।

—বাঁরাম বাঁরাম—প্রত্যেক দিন।

সি—ভিজে যাওয়া।

সিকলা—যুবক।

সিকলী—যুবতী।

সিকামবু—ব্যাঙ।
সিঙপ—সিংহ।
সিন্তরা—কুৎসিত।
সিনজ'—ইঁদুর।
—অলা—বড় ইঁদুর।
—কুণ্ডহুরুণ্ড—নেংটি ইঁদুর।
সিনি—সাত, চেনা।
সিমি—হইতে; মাত্র, কেবল।
সির—লিঙ্গ।
—গুরমা—ক্লীবলিঙ্গ।
—চালা—পুংলিঙ্গ।
নাই—উভয়লিঙ্গ।
—বারাই—স্ত্রীলিঙ্গ।
সুক—বচন।
—সা—এক বচন।
—বাঙ—বহুবচন।
সুঙ—জিজ্ঞাসা করা, প্রশ্ন।
সুমুই—বাঁশী।
সাই—লেখা; কুকুর।
সাকাঙ—আগে; কাছে; সামনে।
সানাম—তৈরী করা, বানানো।
সারাঙ—শিক্ষা করা।
সারাঙনায়—শিক্ষার্থী, ছাত্র।
সারাঙমা—শিক্ষা।
সেঙকারি—গোঁফ।

হ

হই—ঢিলা, কুঁচকানো।
হর—আগুন, রাত্রি, পাঠানো।
হলা—পাটশোলা।
হা—জগৎ; দেশ; মাটি।
হাচুক—পাহাড়, পর্বত।
হাতিনা—বারান্দা।
হানক—বোন।
হাব—প্রবেশ করা।
হাম—ভাল হওয়া।
—জাগ—ভালবাসা, ভাল লাগা, খুশী হওয়া স্নেহ করা।
—জাগয়া—বিরক্ত হওয়া।
হামা হচা—শ্বাস নেওয়া।
হাকুঙ—সমতল ভূমি।
হিক—দ্র: বিহিক।
হিঙথাই—আচ্ছা।
হিন—বলা, গালি দেওয়া।
হিম—হাঁটা, চলা।
হিলিক—ভারি, heavy.
হু—মোছা, মাজা, পরিষ্কার করা।

শব্দার্থ

বাংলা—ককবরক

এই বইয়ে ব্যবহৃত শব্দগুলি নীচে অভিধানের ধাঁচে সাজিয়ে দেওয়া হল।

অকারন—এরেঙ।
অতিথি—নাওরাই।
অধিকরণ কারক—তাঙনায ইয়াচাগনাই।
অনুপস্থিত—কাঁবাই।
অনেক—কাঁবাঙ।
অন্ধকার—মাগমুঙ।
অন্য—কুবুনি, বুই।
অপাদান কারক—তাঙনায সিমি।
অব্যয়—কারা।
অভ্যাস করা—খালাযমা।
অসুখ—কুলুম।
আকাঙ্ক্ষা করা—মুচুঙ।
আকাশ—নখা।
আগন্তুক—ফাইনায়।
আগামীকাল—খানা।
আগুন—হব।
আগে—সাকাঙ।
আঙ্গুল—ইয়াসি।
আচ্ছা—হিঙথাই।
আজ—তিনি।
আনন্দিত হওয়া—তঙথকজাক।
আনা—তুবু।
আম—থাইচুক।
আমরা—চাঙ।
আমাদিগকে—চান’।
আমাদের—চিনি।
আমাকে—আন’।
আমি—আঙ।
আর—তাই।
আর একটু—তাইসা।
আরম্ভ করা—চেঙ।

আলো—পিরমুঙ।
আসা—ফাই।
ইচ্ছা করা—মুচুঙ।
ইঁদুর—সিনজ'।
উজ্জ্বল—কাঁচাঙ।
উঠা—বাচা।
উপর—সাকা।
ঋতু—মল।
এই, এইটি—অ, অক', অব', অম', ই', ইক', ইব', ইম'।
এই পাশে—ইগালা।
এইভাবে—আহাই।
এই রকম—অমতাই।
একটু—কিসা।
একাকী—সাইচুঙ।
এখন—তাবুক।
এখন পর্য্যন্ত—তাবুক সাক।
এখানে—অর'।
এবং—তাই।
এবার—তাকলাই।
ঐ, ঐটি,—আব', উ, উক', উব', উম'।
ঐদিকে—উগালা।
ও—ব—also, too.
ওষুধ—বিথি।

কখন—বাফুরু।
কত, কতটুকু—বাসাক।
কনুই—ইয়াগ জুরা।
কর্তৃকারক—তাঙনায় খীলায়ফাঙ।
করণকারক—তাঙনায় তাঙসঙ
কর্মকারক—তাঙনায় সামুঙ।
কর্মী—তাঙনায়।
করা—খালাই, তাঙ।
কলস—গলা।
কলা—থাইলিক।
কাজ—সামুঙ।
কাজ করা—সামুঙ তাঙ।
কাটা—তান', রা।
কাঠ—বল।
কান—বীখুনজু, খুনজু।
কাপড়—রি।
কারক—তাঙনায়।
অধিকরণ—ইয়াচাগনাই।
অপাদান—সিমি।
কর্তৃ—খীলায় ফাঙ।
কর্ম—সামুঙ।
করণ—তাঙসঙ।
কাল—জরা।
কাল, (black)—কসম।
কাঁঠাল—থাইপুঙ।

কাঁদা—কাপ, কাব।
কি—তাম'।
কিছু—কিসা।
কিছুই—কুসতাম।
কুকুর—সাই।
কুঁচকানো—হই।
কুটা (মাছ ইত্যাদি)—সাই।
কুৎসিৎ—সিতরা।
কুড়াল—রুউা।
কুড়ি—বিশ, খলপে, খল।
কে—সাব,।
কেন—তামভগই, তামাঁডগই,
তামনি বাগাই।
কেনা—পাই।
কেমন করে—বাহাই।
কোথায়—বার'।
কোদাল—গুদাল।
কোমল—কেপেগ।
ক্রিয়া—খালায়মা।
ক্রেতা—পাইনায়।
ক্ষুধা—অক খুইমা।
ক্ষুধা লাগা—অক খুই।
খাওয়া—চা।
খাওয়ানো—চাগৗ।
খাদ্য—চামুঙ।
খুব—বেলাই, জবরুই।
খেলনা—থুঙজাকনাই।
খেলা—থুঙমুঙ।
খেলা করা—থুঙ।
খেলোয়াড়—থুঙজাকনায়।
খোলা, খুলে নেওয়া—থুক।
গতকাল—মিআ, মিয়া।
গন্ধ—মতম।
গত—বালাম।
গরম—কুতুঙ।
গরীব—কারাইসা বিগরা।
গরু—মুসুক।
গলা—ততরা।
গল্প—কথমা, কেরাঙ কথমা।
গাছ—বাফাঙ।
গান—রাচাবমুঙ, রাচামুঙ।
গান করা—বাচাব।
গাল—খাডগা, খাঙগার।
গালি দেওয়া—হিন।
গাঢ়—কলম।
গোয়াল ঘর—গুআই নগ।
গোঁফ—সেঙকারি।
গ্রাম—কামি।
প্রস্রাব করা—থা, থামা।
ঘটমান অতীত কাল—লাইমা
তঙমা জরা।

ঘটমান বর্তমান কাল—তাবুক তওমাজরা।

" ভবিষ্যৎ "—ফাইনাই তওমাজরা।

ঘর—নগ।

ঘাস—সাম।

ঘাড়—গরদনা।

ঘুম পাড়ানো—মুথ্।

ঘুমানো—থ্।

ঘোড়া—করায়।

চলা—হিম।

চড়া—কা, কাসা।

চাইতে, চেয়ে—সাই।

চাউল—মাইরুঙ।

চাওয়া—সান।

চাদর—ছুলাই।

চামড়া—বুকুর।

চার—বোরোই।

চাঁদ—তাল।

চিন্তা করা—অআনা।

চুল—বাখানাই।

চেনা—সিনি।

চোখ—মকল।

ছয়—দক।

ছাগল—পুন।

ছাত্র—সারীগুনায়।

ছেলে—চেরাই, বাসা, সা।

ছেলে মেয়ে—বাসাজলা।

ছোট—চিকন।

জগৎ—হা।

জন্ম—আচাই।

জন্মভূমি—আচাই হা।

জন্তু—বাগাই।

জল—তোই, তোয়।

জিজ্ঞাসা করা—সুঙ।

জিনিস—মারোই।

জিহ্বা—বাসলাই।

জ্বর—কুলুম।

জামা—কামচালাই।

জীবিত—কাথাঙ।

ঝগড়া করা—অআলা, ওআলা।

ঝাঁট দেওয়া—ফার।

টাকা—রাঙ।

টানা, টান দেওয়া—স, সত'।

ঠাণ্ডা—কাচাঙ, কাচাঙ।

ঠিক—সই।

ঠিক আছে—দখাই।

ঠেলা দেওয়া—দাগারো।

ডাকা—নীঙ।

ডান—ইয়াকসি।

ডিম—বোতোই।

ঢিলে—হই।

তাকানো—নাহার।

তামাক—ছুমা মাকতি।

তার, তাহার—বিনি।

তারা, তাহারা—বরগ।
তাড়াতাড়ি—দাইতি, দাকতি।
তিক্ত, তেতো—কাখা।
তিন—থাম।
তিনি—ব।
তুমি—নাঙ।
তৃতীয়—কাথাম।
তৈরী করা—সানাম।
তোমরা—নরগ।
তোমাকে—নন,।
তোমার—নিনি।
তোলা, চয়ন করা—খল।
থামা—থক।
দশ—চি।
দড়ি—দাখাই।
দাদা—আতা।
দাড়ি—খচাই।
দাঁত—বুআ।
দাঁড়ানো—বাচা।
দিদি—আইবি, আবুই।
দিন—সাল।
দুই—নাই।
দুপুর—দিপর।
দূর—চাল।
দুর্বল—কেবেল।
দৌড় দেওয়া—খাইচিগ, খাচিগ।
দ্বিতীয়—কানাই।

দেওয়া—রা।
দেখা—নাই, নুগ।
দেবতা—মতাই।
দেবী—লের।
দেশ—হা।
ধরা—রম।
ধাক্কা দেওয়া—দাগা রা।
ধান—মাই।
ধার—sharpness—বুগ।
ধীরে ধীরে—কেলের।
ধূম—তুমা।
ধূম পান করা—তুমানাড।
নখ—ইয়াসকু।
নদী—তাযমা।
নরম—কালাই, কালায়, কেপেগ।
নয—চুকু।
না—ইঁহিঁ।
নাই—কারাই।
নাক—বাকাঙ।
নাতনী—বুসুকজক।
নাতি—বুসুক।
নাম—বামুঙ।
নামা—অভখর।
নাসারন্ধ্র—বাবাঙ।
নিজ—বাইথাঙ।
নীল—কাখরাঙ।

নূতন—কাঁতাল।
নেওয়া—ভালাঙ না।
নৌকা—কঙ।
পথ—লামা।
পদ—ককথাই।
পবত—হাচুক।
পরশুদিন—উসকাঙ।
পরা, পরিধান করা—চুম।
পরিশ্রম করা—লেঙ।
পরিশ্রান্ত—লেঙজাক।
পরে—উল'।
পর্যন্ত—সাক।
পড়া—কালাই, fall।
পয়সা—পুইসা।
পা—ইযাকুঙ।
পাওয়া—মান।
পাকা—মুন, ripen
পাঁচ—বা।
পাছড়া—রিতরাগ।
পাটশোলা—হলা।
পাঠানো—হর, রহর।
পাঁঠা—পুনজুআ।
পাঁঠার মাংস—পুহান।
পাতা—লাই।
পান করা—নাঁঙ।
পাহারা দেওয়া—মুরুগ।
পাহারাদার—মুরুগনাম।
পাহাড়—হাচুক।
পাশ—গালা—side.
পিছন—আঁঙকলক।
পিতামহ—আচু।
পিতামহ—আচুই, নানা।
পিসী—পি।
পিসেমশাই—পিআ।
পুরাতন—কাঁচাম।
পুকু—বাঁজা।
পুরোহিত—অচাই।
পূজা করা—মতাই রা।
পেঁচা—তাখুক।
পেট—অক, বহগ।
প্রত্যেক—বাবাম বারাম।
প্রথম—পুইলা।
প্রধান—অকরা।
প্রবেশ করা—হাব।
প্রশ্ন—সুঙমুঙ।
ফল—বাঁথাই।
ফুল—বাবার, খুম।
ফেরা—কিফিল।
বচন—সুক।
একবচন—সুকসা।
বহুবচন—সুকবাঙ।
বছর—বিসি।

বন—বলঙ।

বন্ধু—ইয়ার, কিচিঙ, বাই আপ।

বর্তমান—ভাবুক।

—কাল—তাবুক জরা।

বর্ষা—অআতাই মল।

বলা—সা।

বসা—আচুগ।

বড়—অকবা, কতং, বুফুঙ।

বড়জন—অকবাসা।

বাক্য—ককতাঙ।

—আদেশ সূচক—ককতাঙ দাগিমা সা।

—উক্তিমূলক—ককসা।

—জিজ্ঞাসা—সুঙমুঙসা।

—বিস্ময় সূচক—মালাসে।

বাঘ—মসা, মোসা।

বাজা—তাম।

বানর—মোখরা।

বাবা—বাবু, ফা, বৌফা।

বাম—ইয়াগবা।

বার বার—মার মার।

বারান্দা—হাতিনা।

বালক—চেরাই।

বাসকরা—তঙ।

বাসন কোসন—মাইকঙলতা।

বাহির—ফাতার।

—হওয়া—অঙখর।

বাড়ী—নগ।

বাঁচা—থাঙ।

বাঁশ—ওআ।

বাঁশী—সুমুই।

বিখ্যাত—মুঙকতর, মুঙগানাঙ।

বিজলী—নখা ফিলিক।

বিনয়ী—কাচাঙ তত'।

বিবাহিত—কাইজাক।

বিবিধ—দালকজাক।

বিভক্তি—বাগমারী।

বিভিন্ন—জুদাজুদা।

বিশেষণ—খিলিমা।

বিশ্রাম করা—লেঙলা।

বিষণ্ন হওয়া—তঙথকজাগয়া।

বিড়াল—আমিঙ।

বিয়ে করা—কাই।

বুক—খাকলাব।

বৃদ্ধ—বুবা।

বৃষ্টি—অআতাই।

বেগুন—ফানতক।

বেটে—বারা লগয়া।

বোন—হানক।

—ছোট—কাকাই।

বোনা, বয়ন—তাগ।

বৌদি—বাসাই।

ব্যাকরণ—ক'চম।
ব্যাঙ—সিকামবু।
ভগবান—মতাই।
ভবিষ্যৎ—ফাইনাই।
ভবিষ্যৎকাল—ফাইনাই জরা।
ভয়—কিরিমুঙ।
ভয় করা—কিরি।
ভাই—ত:খুক, ফাইয়ুঙ।
ভাত—মাই।
ভারী—হিলিক।
ভাল—কাহাম।
ভাল হওয়া—হাম।
ভাললাগা, ভালবাসা—হামজাগ।
ভাষা—কক।
ভিক্ষা—কিসি।
ভিজে যাওয়া—সি।
ভীত, ভীরু—কিরিনায়, বৌখা কুচু।
ভুলে যাওয়া—পগ্ন।
ভেঙ্গে ফেলা—সাবায়।
ভেঙ্গে যাওয়া—বায়।
ভোঁতা—বুগয়া।
মধ্যে—বিসিঙ।
মন—খা বৌখা।
মন্দির—মতাই নগ।
মরা—থুই।
মহৎ—কতর।

মা—আমা, মা, বীমা।
মাছ—আ।
মাজা, পরিষ্কার করা—ছু।
মাঝে মাঝে—ওআইসা
ওআইসা কাঁচার কাঁচার।
মাটি—হা।
মাত্র—সি'ম।
মাথা—বসক, top. বখরক head.
মানুষ—বরক।
মারা (বেত ইত্যাদি দিয়ে)—বৌ।
মালা—খুমতাঙ।
মাস—তাল।
মাসী—মই
মিশ্রিত—দালকজাক।
মিষ্টি—কুতুই।
মুরগী—তকমা।
মুসলমান—থুকক।
মুড়ি—উরাম।
মূলকথা—কক খরক, কক বথমা।
মত—কুথুই।
মেসোমশাই—মুআ।
মেঘ গর্জন, বজ্র—নখা গুরুম।
মেশানো—দালক।
মেয়ে—চেরাইজুক, বাসাজুক।
মোটা—কুফুঙ, লনদা।
মোরগ—তক, তকচৌলা।

যাওয়া—থাঙ।
যা কিছু—জেসাফা।
যুবক—সিকলা।
যুবতী—সিকলি।
বাগ—থামচি।
রাগী—থামচি কুতুঙ।
রাজহাঁস—তাখুম রাজগাঙ।
রাজা—বুবাগরা।
রাত্রি—হর।
রান্না করা—সঙ।
রান্না ঘর—গানতি নগ।
রোগা—কাঁবান্।
রোদ—সাতুঙ।
লঙ্কা—মস'।
লজ্জা—লাইচিমা।
লবণ—সম।
লম্বা—কলক।
লম্বা হওয়া—গক।
লাকিডি—বল।
লাগা—নাঙ।
লাজুক—লাইচিমা কাঁবাঙ।
লাঠি—লাথা।
লাল—কাঁচাক।
লিঙ্গ—সির।
উভয়লিঙ্গ—সিরনাই।
ক্লীবলিঙ্গ—সির গুরমা।
পুংলিঙ্গ—সিরচালা।
স্ত্রীলিঙ্গ—সির বাঁয়াই।
লেখা—সাই।
লেবু—জামির।
লোহা—সর।
শ', শত—রা।
শক্ত—কারাক।
শক্তী—মুইখুতুঙ, মুইতুঙ।
শব্দ—কক।
শরীর—বাঁসাক, সাক।
শাখা—বেদেক।
শাশুড়ী—কাঁরাজুক।
শাড়ী—রিগনাই।
শিক্ষা—সাঁবাঙমা।
শিশু—চেরাই।
শীঘ্র—দাকতি, দাইতি।
শীর্ণ—কাঁরান।
শুকনা—কাঁরান।
শুকনা মাছ—বেরমা।
শূকর—উাক।
শূকরের মাংস—উাহান।
লেখা—সাঁবাঙ।
শেষ করা—পাই।
শোনা—খাঁনা।
শোয়া—বক।
শ্বশুর—কাঁরা।
শ্বাস নেওয়া—হামা হচা।
ষাঁড—দেকা।

সখী—মারে।
সঙ্গে—লগি।
সত্য—কুবুই, সই।
সন্তান—বাঁসা, বাঁসালা,
বাঁসাজলা।
সন্ধ্যা—সাইরিগ, সারিগ, সানজা।
সব—জত,' জতত', বিবাক।
সবল—কারাক।
সবুজ—খাঁরাঙজিজি।
সমতল ভূমি—হারুঙ।
সময়—জরা, ফুরু।
সম্বন্ধ পদ—ককথাই সানদাই।
সর্বনাম—মুঙম্বাচাক।
সরানো, স্থানান্তর করা—খিব।
সরু—কেরাম।
সস্তা—কাঁলাই, কাঁলায়।
সহজ—কাঁলাই, কাঁলায়।
সাত—সিনি।
সাদা—কুফুর।
সামনে—সাঁকাঙ।
সারাদিন—সাপুঙ।
সাহসী—বাঁখা কতর।
সাঁতারকাটা—ইয়ুগ।
সিদ্ধ—রুগজাক।
সিদ্ধ করা—রুগ।
সিংহ—সিঙগ।
সুন্দর—নাইথক।
সুপারী—কুআয়।
সুপারী গাছ—কুআয় ফাঙ।
সুস্থ—কাহাম।
সূতা—খুতুঙ।
সূর্য—সাল।
সেইজন্য—আবনি বাগাই।
সেখানে—আর'।
সোজা—কেপলেঙ।
স্ত্রী—বিহিক, হিক।
স্ত্রীলোক—বাঁরাই।
স্নান করা—তাঁক।
স্বামী—বাঁসাই, বাঁসায়।
হইতে—সিমি।
হওয়া—আঙ, তঙ।
হঠাৎ—আচমসা।
হরিণ—মসক।
হলুদ রঙ—করম'।
হাজার—সাই।
হাটা—হিম।
হাটু—ইয়াসকু।
হাত—ইয়াক, ইয়াগ।
হাততালি—ইয়াফা খরব।
হাতের পাতা—ইয়াফা।
হাতি—মাইয়ুঙ।
হারিয়ে ফেলা—কুমাই।
হাসা—মাঁনাই।
হাঁস—তাখুম।
হৃদয়—খা, বাঁখা।
হ্যাঁ—আঅ।

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	পড়তে হবে
৪	১২	য র ল ডা	য র ল ঊা
৬	৫	য় র ল ব শ	য র ল ঊা শ
১০	১৩	কথার পনেব	কথার পণ্যের
	১৯	স্বরের উচ্চারণ	স্বরের উচ্চাবচ
১০	১১	মাঝখানে ও । অর্থাৎ	মাঝখানেও অর্থাৎ
	১২	অ্ন্ত্ধ্বনি	অন্ত্যধ্বনি
	২০	উপসগ	উপসর্গ
১৬	১৪	বাঁড বলে।	বাঁমুড বলে।
১৭	১৭	বাজারে যত্তে	বাজারে যেত্তে
১৮	৮	চালা, বা ই	চাঁলা, বাঁয়াই
২০	৩	পড়েছ	পড়েছি
	১৪	বাঁতাল	কাঁতাল
২৫	৭	ইয়ারগ	ইযাররগ
২৭	১	বলা থাকে ত্তার	বলা থাকে তবে তার
২৯	২০	আান	আনি
৩১	৮	কিাচড	কিচিড
৩৩	১৬	রাদি	রাঁদি
৩৭	৭	রাধাচরণন	বাধ্যচরণনি
	৮	নন বাঁসালা	নি'নি বাঁসালা
	১৩	স্নমদি	রমদি
৩৮	১৩	কারয়া	কাবয়া
৩৯	১১	বিদেশী বিদেশীগুলি	বিদেশী। বিদেশীগুলি

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	পড়তে হবে
৪০	৭	কব কুবুই	কক কুবুই
৪৮	১৬	কাইনাই	কাইনাই
৫৯	১	অর্থাৎ	অর্থ
	১	দুইটি	দুইটিই
৬০	২	মু-এর	মুগ এর
৬১	১৯	চৌঙ	চাঁঙ
৬৩	১৩	নীঙ	নাঁঙ
৮৯	১৯	নাগঙলাক	নাঙগলাক
১০২	২	আঙগিয়াসা	আঁঙগিয়াসা
১০৭	১৭	কতৃকারক	কর্তৃকারক
১০৯	২৯	সীতা লক্ষ্মণনি	সীতা ভাই লক্ষ্মণনি
১১২	১৬	যে :—	যেমন :—
১১৩	৯	সাকাঁঙ	সাকাঙ
১৩৩	১	পরোক্ষ উক্তি	পরোক্ষ উক্তিতে
১৪৫	১৯	তামাঁঙনই	তামাঁঙগই
১৪৯	২	মাইষুঙ	মাইয়ুঙ
১৫২	১৫	স সত	স, সত'
১৬০	২১	মত্ত	বৃত্ত